বৈষয়িক ব্যবহার।

জমীদারী ও মহাজনী সম্বন্ধীয় বিবিধ বৈষয়িক লিখিত পঠিতের ধারা ও প্রণালী।

সনন্দ নায়েব।

শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।——

শুভ সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমার জমীদারি জেলা নদিয়ার স্বরপুর পরগনার লাট মুকুন্দবাটীর নেয়াবতি কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করা গেল এবং নিজ মুকুন্দবাটীর তহসীলের ভারার্পণ রহিল, আপনি সারল্য ভাবে, ন্যায্য মতে, যথাধর্ম্মে মফঃস্বল প্রজা ও গোমাস্তাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া উস্থল তহসীলের কর্ম্ম কার্য্য যথা নিয়মে সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন এবং আপন লিখিয়া দেওয়া কবুলতীর প্রতিজ্ঞাদির বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিবেননা ইতি। সন ১২৯৪ সাল, তারিখ ১১ বৈশাখ।

সনন্দ তহশীলদার।

শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রক্ষিত।——

শুভ সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে——আমার ইজারা মহল লাট শ্রীরপুরের অন্তঃপাতী মৌজে মনোরমগড়ের তহসীলদারী কর্ম্মের প্রার্থনায় তুমি দরখাস্ত করায় তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া তোমাকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল। তুমি সৎস্বভাবে, যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে মফঃস্বল প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া আদায় উস্থলাদির কর্ম্ম কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে

থাকিবা, এবং আপন লিখিয়া দেওয়া কবুলতীর ব্যতিক্রমে কোন কর্ম্ম করিবানা। সাবেক তহসীলদারের নির্দ্ধারিত বেতনানুসারে বেতন পাইবা ইতি। সন তারিখ।

সনন্দ কারকুন।

শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার সুচরিতেষু।——

শুভ সনন্দপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে,—জেলা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পরগনে কেশবহাটী আমার পত্তনী তালুক; ঐ তালুকের সদর কাছারীর সাবেক কারকুন শ্রীযুত শ্যামশরণ সামন্তের পরিবর্ত্তে পরগনা মজকুরের সদর ডিহির কারকুনী কর্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করিলাম। তুমি সচ্চরিত্র ভাবে যথাধর্ম্মে নিয়োজিত কর্ম্ম সমাধা করত উক্ত পরগনার জমা জমী ও উসুল তহসীলাদির কাগজাত ও মাস মাস ও সন সন আদায়ী জমা খরচের মাস্কাবার ও সাম্বৎসরিক রীতিমত প্রস্তুত করিয়া সরকারে দাখিল করিবা, তোমার বেতন ইসমনবিশী অনুসারে পাইবা ইতি। সন তারিখ

সর্ব্বপ্রকার পাট্টার অনুরূপ কবুলতি ও কবুলতির প্রতিরূপ পাট্টা যেমত হইয়া থাকে, ঐমত নায়েব তহসীলদার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের পশ্চাৎ লিখিত কবুলতির অনুরূপ সনন্দ ইদানিক অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যে কবুলতি পরে প্রকাশ হইতেছে ঐ কবুলতির পাল্টাতে প্রকারান্তর সনন্দ প্রণালী নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিয়োগ পত্র।

শ্রীযুক্ত অন্নদানন্দন নন্দী পিতা ৺ আনন্দ বর্দ্ধন নন্দী, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাকীম হুগলি বালি, ডিভিজন্ ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, সুচরিতেষু।

শুভ নিয়োগ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন্ ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ সব ডিভিজন্ চিতোর পরগনে চৈতন্যবাটীর অন্তর্গত চক্ চাঁপাতলা আমার জমীদারি। ঐ মহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ শূন্য থাকায় তোমার

প্রার্থনানুসারে বীরগড় নিবাসী শ্রীযুত বীরভদ্র ভাদুড়ির মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরীতে তোমাকে নিযুক্ত করায় তুমি উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া চারি হাজার টাকা পরিমাণে রীতিমত কবুলতি দাখিল করিলে। সেমতে তোমাকে এই নিয়োগ পত্র দেওয়া যাইতেছে যে ভারার্পিত কার্য্য যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে সমাধা করিতে থাকিবা। উক্ত মহলের পার্শ্বস্থ জমীদারগণের ও প্রজাগণের সহিত যে সকল সীমানা সরহদ্দের আপত্তি ও গোলযোগ আছে তাহা বিশেষ তদন্ত পূর্ব্বক মীমাংসা নিষ্পত্তি করিয়া সরকারি সীমানা চিহ্নিত করিয়া লইবে। ঐ বিষয়ের কোন লিখিত পঠিত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বোধ হইলে তাহাও করিয়া লইবে। আবশ্যক মতে কোন গ্রাম একশা জরিপ কি কোন জমি খণ্ডা জরিপ করিতে হইলে সরকারে এত্তেলা দিয়া অনুমতি মতে বিনা তঞ্চকে তাহা জরিপ করিবে। মহলে খাস্‌খামারের যে সকল বাগান পুষ্করিনী ও পতিত জমি ও ছুটাগাছ ও পলাতকা ভিটা আদির বৃক্ষ আছে, নায়েবের সহিত ঐক্য মতে তত্তাবৎ বিলি বন্দোবস্ত করিবা। কোন জমি জমা পতিত থাকিতে দিবা না। যাহা নিতান্ত জমা বিলি না হইবেক তাহা ভাগজোতে বিলি করিবা। যে যে গ্রামে বাসিন্দা প্রজা কম ও জমির ভাগ অধিক সেই সেই স্থানে যাহাতে নূতন প্রজা পত্তন হয় তাহার তদ্বির ও চেষ্টা অশেষ মতে পাইবা। জুটবন্দী অর্থাৎ দলবদ্ধ থাকা প্রজাগণের একতা ভঞ্জনের উপায়ে সযত্নবান হইবা। মফঃস্বলের সরঞ্জামি খরচ যে যে গতিকে লাঘব হইবার সম্ভাবনা থাকে অথচ সরকারী কার্য্যের হানি ও ক্ষতি না হয় সরকারে এত্তেলা দিয়া তাহা করিবা। ঐরূপ জমা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পাইবা। সময়ে সময়ে মফঃস্বল গ্রামে গ্রামে যাইয়া যে যে জমি জমা লইয়া পরস্পর প্রজায় প্রজায় বিবাদ আছে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবা। যে সকল প্রজার জমী জমা মৌত নামে আছে তত্তাবতের নাম খারিজ দাখিল করতঃ এ পক্ষের মোহর দস্তখতী নূতন পাট্টা দেওয়াইবা ও প্রজার স্থানে রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্ত কবুলতি লইবা এবং ঐ সকল কবুলতি মহাফেজ সেরেস্তায় দাখিল করাইয়া রশীদ লইবা। মফঃস্বলের গোমস্তা ও তহশীলদারগণের তহবীলের মৌজুদা টাকা মধ্যে

মধ্যে দৃষ্টি করিবা ও দেখিবার তারিখে রোকড়ের মৌজুদ অঙ্কের সহিত ঐক্য আছে কিনা জানিবা। কোন প্রজার স্থানে পাওনা বাকী বকেয়া খাজানার নালিশ সহজে উপস্থিত করিবা না। যাহাতে আপোষে আদায় হয় এবং নাতান্ প্রজা হইলে রীতিমত কিস্তীবন্দী লিখাইয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে আদায়ের বন্দোবস্ত হয় এরূপ ব্যবস্থা নায়েবের সহিত যুক্তিমতে করিবা। কোন বাকী খাজানা কি কিস্তীবন্দীর বাকী তমাদিগত হইবার সম্ভব বিবেচনা করিলে তাহার নালিশ অগত্যা উপস্থিত করাইয়া দিবা ও তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্বির এবং উপস্থিত থাকা জেলা জাতের মামেলা আদির যোগাড় প্রাণপনে করিবা। কোন মোকদ্দমার অবস্থা বিঘটিত বিবেচিত হইলে স্বয়ং জেলা বা মহকুমায় পৌছিয়া মোক্তারগণের সহিত যুক্তি মন্ত্রনা মতে যাহাতে তাহার স্থবিধা হয় তাহা করিবা। ঐ সকল মোকদ্দমা আদির খরচ যাহা তোমার দ্বারা হইবেক তাহার মাসিক জমা খরচ নায়েবকে দিবা এবং ঐ মোকদ্দমার খরচের দরুণ যখন যে টাকা নায়েবের স্থানে লইবা তাহা রশীদ দিয়া লইতে থাকিবা ও আপন জমা খরচে জমা দিবা। কোন কারণ বা পীড়িত স্থত্রে নায়েব অনুপস্থিত থাকিলে নায়েবের কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্ম কার্য্য তুমি সম্পাদন করিবা।—কোন প্রকারে সরকারী কার্য্যের হানি হইতে দিবা না। ঐ সময়ের কর্ম্ম কার্য্য ও খরচাদি ন্যায্যান্যায্যের দায় ও তহবীলের ঝুকী তোমার শিরে থাকিবেক। এমত কোন কার্য্য যাহাতে সরকারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা জ্ঞানগম্যে করিবা না। হিসাব নিকাশ আদি দস্তুর মতে দিবা। এবং তহবীলের টাকা ও দলিল আদি সযত্নে রাখিবা। আইন দস্তুর ও এপক্ষের অনুমতি বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবা না। যাবৎ আপন জেম্মার কাগজপত্র ও দলীলাদি ও হিসাব নিকাশ ও তহবীল আদির দায় হইতে আদালত পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পাইবা তাবৎ তোমার জামীনদারের সহিত তুমি তুল্যরূপে দায়ী থাকিবা। এতদর্থে কবুলতি পাইয়া নিয়োগ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ১৮ বৈশাখ।

ক্রোক সাজওয়াল নিয়োগের পরওয়ানা।

এক্তাছার শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বাফিয়ৎবাসেন্দ।

জেলা মেদিনীপুরের অধীন পরগনে আরামভূমের অন্তঃপাতী আমার জমীদারী ডিহি চন্দনবাটীর ইজারদার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মহলের হাল বকেয়া বাকী খাজানা আদায়ে তঞ্চকতা করায় উল্লেখিত মহল গায় তদন্তর্গত মৌজায়াৎ ক্রোক পূর্ব্বক তোমাকে উক্ত ডিহির ক্রোকসাজওয়ালী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া লেখা যায় যে তুমি মহল মজকুরে পৌঁছিয়া সরকারী সাবেক আমিন্ রামকানাই পালকে পূর্ব্ববৎ বাহাল রাখিয়া ন্যায্য মতে আপন দস্তখত যুক্ত চেক কবজ দিয়া প্রজাগণের স্থানে খাজানা উসুল তহসিল পূর্ব্বক চালান যুক্তে সরকারে ইরসাল করিতে থাকিবা। যখন যে টাকা তহসিল করিবা তাহার আমদানী সেহায় ইজারদারের দস্তখৎ করাইয়া লইবা। ইজারদার তাহাতে ওজর করে, তাহার বিনা দস্তখতে সেহা করিবা। মহল মজকুরের কালেক্টরী মালগুজারী কিস্তি বকিস্তি ইরসাল পূর্ব্বক দাখিলা হাসিল করিবা। কোন মতে সদর মালগুজারী আদায়ের গোলযোগ না হয়। সীমা সরহদ্দ সম্বন্ধে যে কোন মামেলা মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহার উচিত তদ্বির করিবা এবং ইজারদারের নিকট সরকারী নীল যে কয়েক সনের মৌজুদ আছে, তাহা আদায়ের উপায় করিবা, এবং হালে যে নীলপাতা তৈয়ার হইবেক তাহা সরকারী কুঠীতে মলাই করাইয়া পাকা মাল ইরসাল করাইবা। কোন বিষয়ে শৈথিল্য করিবানা ইতি। সন তারিখ

জরিপ আমীন নিয়োগের হুকুমনামা।

শ্রীযুত নীলকমল পালিত সহৃদারচরিতেষু।

সম্প্রতি পরগনে যাদবহাটীর অধীন আমার পত্তনি তালুক মৌজে মাধবপাড়া একসা জরিপ সুরত বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এমতে তোমাকে জরিপী আমীন নিযুক্ত করিয়া লেখা যায় যে তুমি মৌজে মজকুরে পৌঁছিয়া পাইক, মণ্ডল ও প্রজাগণকে ডাকাইয়া রীতিমত জরিপ

সুরু করিবা, তিলার্দ্ধ জমী গোপন রাখিবানা ও রাখিতে দিবানা। ইতি। সন তারিখ

একটীন মোহরর বাহালীর পরওয়ানা।

শ্রীযুত নীলাম্বর হালদার অবগত হইবা।

যেহেতু খাজাঞ্চীদপ্তরের মুহুরী শ্রীযুত নন্দগোপাল আদ্য এক কেতা আরজী দ্বারা তোমার একটীনীতে দুই মাসের বিদায়ের প্রার্থনা করিয়াছে। এমতে খাজাঞ্চীর অভিপ্রায় মতে তোমাকে অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত কালের জন্য একটীন মোহরের নিযুক্ত করিয়া লেখা যায় যে রীত্যনুসারে সতর্কতার সহিত উক্ত কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবা ইতি। সন তারিখ

আমলনামা লিখিবার নিয়ম।

---

*আমলনামা তহসিলদার।

পরগণে রামগড়ের অন্তঃপাতী তরফ চন্দ্রভূম ও তদন্তর্গত কিশমৎ ও মৌজায়াতের মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হালসানাগণ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি তরফ মজকুরের সাবেক তহসিলদার গোপীকৃষ্ণ ঘোষালের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত তারাশঙ্কর অধিকারীকে তহসিলদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান যাইতেছে তোমরা অধিকারী তহসিলদারের নিকট প্রয়োজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন জিম্মার কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ ও মাল খাজানাদি প্রদান করিতে থাকিবা। কোন বিষয় তিলার্দ্ধ গোপন রাখিবানা। ইহার অন্যথাচরণ না হয় ইতি। সন তারিখ

আমলনামা ক্রোকসাজোয়াল।

পরগণে অমৃতপুরের সামিল তরফ কমলাবাটী মায় মৌজাহায়ের হাওয়ালাদারান্ ডিহিদারান্ ও মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসা-

---

* নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারী পক্ষেও ঐ রূপ কেবল পদের সংজ্ঞা বিভিন্ন।

ধারণ প্রজাগণ ও কর্ম্মচারিবর্গ অবগত হইবা। সম্প্রতি তরফ মজকুরের ইজারদারের স্থানে হালবকেয়া বিস্তর খাজানা বাকী, তঞ্চকতা ক্রমে আদায় করে না। সেমতে মহল ক্রোক করিয়া শ্রীযুত শশি শেখর শোভাকরকে ক্রোক সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া পাঠান যাইতেছে। তোমরা সাজোয়াল মজকুরের নিকট উপস্থিত থাকিয়া মফঃস্বল উশুল তহসিলাদি কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবা এবং আপন আপন রাজকর সাজোয়ালের নিকট আদায় করিবা। সাজোয়ালের রসিদ ব্যতীত ইজারদারকে কড়া কপর্দ্দক দিবানা; দিলে মজুরা পাইবানা। সাজওয়াল মজকুর যখন যে অনুমতি করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সমাধা করিবা। কোন বিষয় গোপন করিবানা। ইতি। সন তারিখ

আমলনামা আমীন।

পরগণে চিত্রভুমের অধীন মৌজে শোভনহাটির মণ্ডলান ও পাইকান্ ও হালসানাগণ, ও শীতব্বরান ওগাঁতিদারান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধরণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে। সম্প্রতি মহল মজকুর জরিপ করা আবশ্যক মতে সরকারী কর্ম্মচারি শ্রীযুত হেমকুমার হাজরাকে জরীপ আমীন নিযুক্ত করিয়া পাঠান যাইতেছে। তোমরা আমীন মজকুরের নিকট উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন দখলি জমীর জরীপ করিয়া দিবা। কোন বিষয়ে তঞ্চকতা করিবা না। ইহাতে বিশেষ প্রয়োজন জানিবা। ইতি। সন তারিখ

বিশেষ২ কর্ম্মচারিগণের স্থানে বিশেষ২ নিয়মে কবুলতি লইবার ধারা।

কবুলতী তহসিলদার।

মহামহিম শ্রীযুত অঘোর নাথ মুস্তোফি পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ মুস্তোফি জাতি কায়স্থ সাং বৈকুণ্ঠপুর পরগণা রামগড় ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি

জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণহরি দে পিতা শ্রীরামহরি দে জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরী

সাং নন্দপুর পরগনা রামগড় ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে,—মহাশয়ের জমীদারি ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলীর অধীন পরগনে রাধাপুরের অন্তঃপাতী ডিহি লক্ষ্মীবাটী মায় মৌজায়াতের আদায় তহসিল কারণ আমার প্রার্থনা মতে আমাকে তহসিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐকর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে সর্ব্বদা ডিহি মজকুরে উপস্থিত থাকিয়া প্রজাগনকে সন্তোষ রাখিয়া আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য প্রকৃতরূপে যথাধর্ম্মে নির্ব্বাহ করিব। ডিহি মজকুরের সর্ব্বপ্রকার করপ্রদগনের নিকট হইতে যখন যত টাকা আদায় করিব তৎক্ষণাৎ তাহার চেক দাখিলা দিব, বিনা চেক দাখিলা কাহারো স্থানে কড়া কপর্দ্দক লইব না, এবং মাসে মাসে আদায়ি টাকার সেহার নকল ও মোট আয় ব্যয় স্থিতির জমা খরচ আগামী প্রত্যেক মাহার ৬ই তারিখের মধ্যে মহাশয়ের সদর সেরেস্তায় দাখিল করিব, ও বাকী আদায় উস্থল সম্বন্ধে ও মাস্বাবারি ও শালতামামী জমা খরচ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল ফারম্ ও নিয়ম প্রকাশ করিবেন, তদনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব। খাস খামার প্রভৃতির জমী ও বাগিচা ইত্যাদি যাহাতে জমাবিলি হয় তাহা করিব। অবশিষ্ট যাহা বিলি না হইবেক তাহা ভাগ ঠিকা বিলির দ্বারা জমার সংস্থান করিব, এবং ঐ বিষয়ের কাগজাৎ সন ২ সরকারে দাখিল করিব। নাতান্ প্রজাগণের জমীর ফসল সকল বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রামের সরকারী খামারে উঠাইয়া খাজনার টাকার সংস্থান করিয়া দিব। এবং তহবিলের টাকা কাহাকে হাওলাত দিব না। সন আখিরিতে মহাশয়ের সদর সেরেস্তায় উপস্থিত হইয়া আদায় উস্থলি টাকার যেরূপ নিকাশ লইবার অভিপ্রায় করিবেন তদনুসারে নিকাশ দিব ও জমাওয়াশিল বাকি প্রভৃতি লওয়া জিমা কাগজাৎ প্রস্তুত পূর্ব্বক দাখিল করিব। মাস মাস যখন যত টাকা আদায় করিব তৎক্ষণাৎ বিশেষ সাবধানের সহিত মহাশয়ের সদর কাছারীতে চালানাদি সহ দাখিল করিয়া তাহার দাখিলা লইব, বিনা দাখিলায় টাকা আদায় বা

সনন্দ ও আমলনামা প্রভৃতি কাগজে জমীদারকে যে দস্তখত করিতে হয় তাহা লিপির শিরোভাগের মধ্যস্থলে বক্রভাবে লিখিবার নিয়ম। এক্ষণে কানে দস্তখত করিবারও প্রথা হইয়াছে।

ক্ষতি খেসারৎ ইত্যাদির কোন আপত্তি করিবনা। ডিহির মৌজায়াতে কোন বদমাইস লোককে স্থান দিব না এবং কোন অসৎ কার্য্য হইলে তাহার যোগ্য আদালতে এত্তেলা দিব। রাজকীয় পল্টন্ যাতায়াতের রসদ আবশ্যক মত সরবরাহ করিব ও তাহার উচিত মুল্য তাহারদিগের স্থানে লইব, সরকারে মজুরার প্রার্থী হইবনা। সে পক্ষে আমার অসাবধানতায় যে কিছু জরিমানা হইবেক তাহা আমি নিজে আদায় করিব। গ্রামের সীমা সরহদ্দ সাবেক দস্তুর মত বজায় রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। চলিত আইন দস্তুরের বিরুদ্ধে ও কবুলতীর নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিবনা এবং কায়েমি পাট্টাদি কাহাকে দিব না। এতদর্থে আপন ইচ্ছায় কবুলতি লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী——

* লেখক—

শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত।	শ্রীহলধর সর্দ্দার
সাং পাহাড়পুর।	সাং বিশ্‌পাড়া।

প্রকারান্তর জামিনী কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুত ত্রিলোচন সিংহ রায় পিতার নাম ৺মহাদেব সিংহ রায় মহাশয়, সাং আনন্দ নগর পরগনে মণ্ডলহাট সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন্ কোলা ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহেমন্তকুমার বসু পিতার নাম ৺সুরেশ্বর বসু জাতি কায়স্থ সাং নাটাগাছি পরগনে অম্বিকা সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন্ মেহেরপুর ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান। জামিনী কবুলতি পত্র মিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট যশোহর সব ডিভিজন রসুলপুর পরগনে নাজিরাবাদ ওগয়রহর হিস্যা সাড়ে বার আনির জমীদারানের জমীদারী মোতালক্ তকসীম তালুক জোয়ার পানিহাটীর অন্তর্গত নিজ পানিহাটী ও কিশমত্ মায়াপুর ও কিশ-

*দলিল লেখকের নাম সাক্ষ শ্রেণীতে থাকা আবশ্যক। যে সকল সাক্ষিরা লিখিতে জানেনা তাহাদিগের নামের পার্শ্বে তাহাদিগের দ্বারা ঢেরা কি অন্য চিহ্নাদি করিয়া লওয়ার নিয়ম আছে।

মত্ হালেড়া ও কিশমত্ বাবুহাটী ও কিশমত্ সুন্দরপুর ও কিশমত্ নারায়ণপুর ও কিশমত্ হরিপুর ও চর সুন্দরপুর ও চর হরিপুর ও নবাব খাঁ মুদাফতী খরিদা তালুক ওগয়রহ মহাশয়ের কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্তী মহল। ঐ মহলের আদায় তহশীল কারণ পূর্ব্বতন নায়েব শ্রীযুত হরিদাস চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে আমার প্রার্থনামতে আমাকে বিগত সন ১২৯৩ সালে নায়েব তহশীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ঐ ইস্তক উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া রীতিমত কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। আমার জামিনী আদি লিখিত পঠিত হয় নাই। সে মতে সম্প্রতি জামিনীর মাতব্বরীতে নিজ সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া মবলগে নয়শত টাকা পরিমাণে এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরিউক্ত মহলে সতত উপস্থিত থাকিয়া প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া আপন ভারের কর্ম্ম কার্য্য যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিব। উক্ত মহলের প্রজাগণের ও হাওলাদার ও মোকররীদার ও ওসত্ তালুকদারগণের স্থানে যখন যে টাকা আদায় করিব তৎক্ষণাৎ তাহার চেক্ দাখিলা দিব এবং চেকের মুড়িতে প্রজার স্থানে রশীদ লইব ও সন আখিরীতে কি মাসে মাসে ঐ চেক্ মুড়ি নিকাসী কাগজাতের সহিত সরকারে দাখিল করিব। বিনা চেক্ দাখিলায় কাহার স্থানে কোন টাকা লইবনা। দৈনিক কি সাপ্তাহিক আদায়ী টাকার আয় ব্যয়ের সেহার নকল ও প্রতিমাসে মাস্কাবার মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিব। মহলের পূর্ব্ব নায়েব তহশীলদারেরা যে পরিমাণ আদায় তহশীল করিয়া ইরশাল করিত তদপেক্ষা যাহাতে অধিক টাকা আদায় ও ইরশাল হয় তাহার তদ্বীর করিব ও হাল বকেয়া খাজানা কড়া কপর্দ্দক বাকী থাকিতে দিবনা। মহলে যে সকল পতিত ও পলাতক ও খাশ খামার আদি জমী ও বৃক্ষাদি আছে তাহা পত্তন ও আবাদ সূত্রে যাহাতে স্থিত জমার অঙ্কে বৃদ্ধি হয় তাহা করিব। মহলে সন ১২৯২ বারশত বিরানব্বই সাল নাগাইৎ তালুকদারের যে সকল বকেয়া খাজানা বাকী আছে তাহা আদায় করিব ও তাহার আলাহিদা সেহা ও হিসাব রাখিব। যদি কোন প্রজা এককালীন ঐ বকেয়া বাকী আদায় করিতে অশক্ত হয় তবে মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে ঐ প্রজার বকেয়া বাকী কিস্তিবন্দী সূরত আদায় করিয়া

লইব এবং যে প্রজা হাল কি বকেয়া খাজানা সহজে আদায় না করিবেক তাহার নামে রীতিমত নালিশ জারি করাইয়া দিয়া হাল বকেয়া বাকী আদায় করিব। মহলের প্রজাগণের মাস তলবের কিস্তীর খাজানা হিসাব করিয়া প্রত্যেক প্রজার বাকীর হিসাবে অর্থাৎ কড়চার কাগজে মাস কিস্তী ক্রমে জমাওয়াসিলবাকীর পত্তন করিব এবং তলব মত টাকা অনাদায়ে তাহার কিস্তী খেলাপী শুদ কড়চায় বার আনিয়া শুদ সমেত বাকী টাকা প্রজার স্থানে আদায় করিব এবং সন আখিরীতে ঐ হিসাবে নিজে উশুলের নীচে মবলগবন্দী দস্তখত ও উশুল বাদে বাকীর নিচে সেই প্রজার মবলগবন্দী দস্তখত করাইয়া লইব। ডাক্ পাইকের বেতন ও রোডসেস্ ও পবলিক সেস্ ও অন্যান্য বিষয়ে যে চারানী ভাঙ্গানীর প্রথা আছে সেই প্রথা মত ভাঙ্গানী করিয়া লইব ও সেলামী আদি দস্তর মত জমা দিব। কোন বিষয় সরকারে গোপন রাখিব না। মফঃস্বলের ব্যয়াদি বিষয়ে যে বন্ধানী ফর্দ্দ ও লিষ্টি করিয়া দিলেন তাহার বহির্ভূত কোন খরচ করিবনা। করিলে মজুরা পাইবনা। তবে মামেলা মোকদ্দমাদি সম্বন্ধে কথন কোন বেশী খরচ উপস্থিত হইলে সরকার হইতে অনুমতি লইয়া করিব। কোন আবশ্যকীয় খরচ, যাহার আজ্ঞা লইবার কাল্ সাবকাশ না থাকিবে, খরচ করিয়া পরে অনুমতি লইব। আদায়ী টাকা হইতে মহলের সদর মালগুজারীর টাকা জমীদারানের সরকারে ও চরের খাজানা কালেক্টরীতে রীতিমত চালান ও ইরশাল করিয়া তাহার দাখিলা ও রশীদ রীতিমত লইব। খরচ বাদ একশত টাকা তহবীলে মৌজুদ হইলে নোট করিয়া ইন্‌শিওর মতে রেজেষ্টরী ডাক যোগে কিম্বা পোষ্টাল্ মনি অর্ডারে মহাশয় বরাবর আনন্দনগরের বাটীতে ইরশাল করিব। এক শত টাকার অধিক কথন তহবীলে মৌজুদ রাখিবনা এবং তহবীলের টাকা কাহাকেও কর্জ্জ দিব না। তহবীলের মৌজুদা টাকা কাছারীতে বিশেষ সাবধানে রাখিব এবং সদর খাজানার টাকা অতি সতর্কতার সহিত চালান দিব। আমার অসাবধানে কি কোন গতিকে কোন টাকা ক্ষতি হইলে তাহার দায়ী আমি হইব। সন আখিরীতে নিকাসী কাগজ রীতি ও দস্তর মত ও অনুমতি অনুসারে প্রস্তুত করিয়া দিব এবং নিকাশী যোগাড়ি কাগজাৎ যেমত

চাহিবেন তাহা দাখিল করিব। তাহাতে যে কোন অন্যায্য খরচ আদি বাজেয়াপ্ত করিবেন তাহা বিনা ওজরে আমলে আনিব। মহলে পূর্ব্বং তহশীলদারদিগের আমলের আদায় উশুলের তুমারের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। আগামী চৈত্র মাস মধ্যে তুমার করিয়া ঐ তুমারের কাগজাৎ সরকারে পাঠাইয়া দিব। মহলে কোন অসৎ কার্য্য হইলে যোগ্য আদালতে তাহার এত্তেলা দিব। আদালত, পুলীশ, কালেক্টরী ইত্যাদি কাছারী হায় মোতালক হইতে যখন যে কোন হুকুম, তালুকদার কি কণ্ট্রাক্ট-দার মহাশয়ের নামে প্রকাশ হইবেক তাহার তামিল্ ও জওয়াবদিহি আমি করিব। আমার অসাবধানতায় কোন জরিমানা ও দণ্ড আদি হইলে তাহা আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। মহলের সীমানা সরহদ্দ সাবেক দস্তর মত বজায় রাখিব। যে সকল সীমানা বেদখল আছে তাহা দখলে আনিবার উচিত তদ্বীর করিব। মহল জরীপ করিবার ভার আমার প্রতি হইলে যথাধর্ম্মে জরীপী কার্য্য সমাধা করিব। নিজে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জরীপী কার্য্যের ভার দিবনা। যদি জরীপ সম্বন্ধে পরতলে কোন জমি আদি ছাট কি অন্য কোন বিষয়ে আমার কোন তঞ্চকতা প্রকাশ পায়, অথবা সন আখিরীতে কি বরতরফ ক্রমে নিকাশী কাগজাদি না দিয়া অনুপস্থিত হই, কি কোন রকমের টাকা তহবীল তছরূপ কি অন্য রকমে ক্ষতি করি, তবে চলিত আইন অনুসারে আমার নামে নালিশ করিয়া ঐ সকল কাগজ ও তহবীলাদি আদায় করিয়া লইবেন। আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের মাতব্বরী জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান পরগনে অম্বিকা মৌজে নাটাগাছি গ্রামের মধ্যস্থিত ৺ দীনবন্ধু ঘোষের ভদ্রাসন বাটীর উত্তর, ঐ ঘোষের আম্র বাগিচার পশ্চিম, সরকারী রাস্তার পূর্ব্ব, ভুবন মোহন মিত্রের ভদ্রাসন বাটীর দক্ষিণ, এই চৌহদ্দী স্থিত নিষ্কর জমি আন্দাজি ২৲ দুই বিঘা ও তদুপরিস্থিত আমার নিজ ভদ্রাসন দ্বিতল বাটী মায় চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও উহার মধ্যস্থিত নারিকেল, কাঁঠাল ও আম্র আদি বৃক্ষ এবং খিড়কী পুষ্করিনী এবং ৺শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের আম্র বাগিচার উত্তর, কালীদাস রায়ের খরিদা আম্র বাগিচার পূর্ব্ব, ভুবন মোহন মিত্রের আম্র বাগিচার পশ্চিম, ৺মহেশচন্দ্র ঘটকদিগের আম্র বাগিচার দক্ষিণ, এই চৌহদ্দীস্থিত আমার মহত্রান আম্র বাগিচা

তিন বিঘা মায় তাল ও তেঁতুল বৃক্ষের বেড় এই সকল জায়দাদ জামিনী স্বরূপ আবদ্ধ রাখিলাম।• যাবৎ আমি আপন নিয়োগ কালের কাগজ পত্র ও হিসাব নিকাশ ও জিম্মার টাকা ও বিষয় বস্তু বুঝাইয়া দিয়া অবসর ও অব্যাহতি না পাইব তাবৎ জামিনীর আবদ্ধীয় জায়দাদ্ দান, বিক্রয় ও কম জমায় বন্দোবস্ত সূত্রে কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবনা। যদি করি তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবেকন্যু। মহল সম্বন্ধে কোন প্রকার ক্ষতি করিলে, কি দেনা হইলে, কিম্বা কাগজাদি বুঝাইয়া না দিলে নালীশ মতে আমার আবদ্ধীয় জায়দাদ্ সকল বিক্রয় করিয়া ঐ পাওনা টাকা ও কাগজাদি আদায় করিয়া লইবেন। যদি আবদ্ধীয় জায়দাদে তত্তাবৎ কুলান না হয় আমার স্বনামী, বেনামী ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু যাহা বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহা বিক্রয় মতে এবং আমার জাত অর্থাৎ শরীর হইতে আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারীশান্ কোন আপত্তি করি কি করে সে বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থির চিত্তে জামিনি কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ১১ই বৈশাখ।

লেখক ইসাদি—

স্বয়ং শ্রীহেমন্ত কুমার বসু।

সাং——

কবুলতী নায়েব।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ রায়, পিতা শ্রীযুত গোপিনাথ রায় মহাশয়, জাতি বৈদ্য, সাং বৈদ্যবাটী পরগনে বেজ্পাড়া ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ, ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীশ্যামসেবক সিংহ পিতার নাম ৺সহায়রাম সিংহ, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরি, সাং বালি পরগনে বেলে ডিভিজন ডিঃ হুগলি—কবুলতী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের ইজারা মহল ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট ভাগলপুরের মোতালক্ পরগনে উজ্জলভুমের অন্তঃপাতী লাট মনোহরবাটীর নেয়াবতি কর্ম্মে আমাকে গত সন হইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। রীতিমত আমার জামিনী

কবুলতী না থাকায় সম্প্রতি ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলীর কনকগড় পরগনার বসন্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাশয় আমার মাল ও হাজিরের জামিন হইয়া জামিনী নামা দস্তরমত আলাহিদা লিখিয়া দাখিল করিলেন। আমিও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে মহল মজকুরে সতত উপস্থিত থাকিয়া অধীন আমলা ও গোমাস্তা ও প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া সকল কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে যথাধর্ম্মে নির্ব্বাহ করিব। মহলের প্রজা ও গোমাস্তাগণের স্থানে যখন যে টাকা আদায় করিব তৎক্ষণাৎ তাহার রসীদ ও চেক দাখিলা দিব, বিনা দাখিলা কাহার স্থানে কোন টাকা লইব না এবং ঐ চেক দাখিলা নম্বরওয়ারি নিয়মমতে দিব। মাস মাস আদায়ী টাকার সেহার নকল ও মাস্কাবার মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিব। মহল মজকুরে যে সমস্ত পতিত ও খাস খামারের জমী আছে তাহা পত্তন দ্বারা যাহাতে সন সন স্থিত জমার অঙ্কে বৃদ্ধি হয় তাহা করিব। মহল মজকুরে বাকী বকেয়া রাখিব না ও রাখিতে দিব না। অন্য অন্য বাব্‌ সববে সরকারের যে পাওনা, তাহা গতসন সুচারু মত আদায় ও সংস্থান করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সনে তাহার সংস্থান করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিয়া দিব। খাস্‌ খামারি বৃক্ষ ইত্যাদির ফলকর জমা ও বিবাহাদির সেলামী ও খুঁটাগাড়ী ইত্যাদির বাজে জমা যাহা হইবেক তাহা সরকারে ছাপাইব না। খরচ খরচা বাদ শতাবধি টাকার উপর তহবীলে মৌজুদ হইলে বেঙ্কনোট বা হুণ্ডী কি মনি অর্ডার করিয়া ডাক্‌যোগে কিম্বা সতর্কতা মতে লোক দ্বারা মহাশয় বরাবর ইরসাল করিব। তহবীলের টাকা কাহাকে কর্জ্জ দিব না। এবং কাহার স্থানে কর্জ্জ করা জানাইয়া সুদ খরচ লিখিবনা। সন আখিরীতে নিকাসী কাগজাৎ রীতি দস্তর মতে ও আজ্ঞানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া দিব এবং নিকাসের যোগাড়ী কাগজাত্‌ যেমত চাহি তাহা দাখিল করিব। লাটমজকুরে কোন অসৎ কার্য্য হইলে তাহার যোগ্য আদালতে এত্তেলা দিব এবং পল্‌টন্‌ ইত্যাদির রসদ আবশ্যক মতে সরবরাহ করিব ও তাহার উচিত মূল্য তাহাদিগের স্থানে লইব, সরকারে মজুরার প্রার্থী হইবনা। আদালত ফৌজদারী ও কালেক্‌টরী ইত্যাদি নানা মহকুমাজাত্‌ হইতে যখন যে কোন হুকুম মহাশয়ের নামে প্রকাশ হইবেক তাহার সমাধা, নির্ব্বাহ ও

জওয়াব্‌দিহী আমি করিব। আমার অনবধানে কোন জরিমানা আদি হইলে তাহা আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। মহলের সীমা সরহদ্দ সাবেক দস্তুর মত বজায় রাখিব। যে সকল সীমানা বেদখল আছে তাহা দখলে আনিবার উচিত তদ্বীর করিব। মহল মজকুরের সদর মাল-গুজারীর টাকা ও সরঞ্জামি ইত্যাদি আখেরাজাতের নির্দ্ধারণ করিয়া যে এক লিষ্টি আমাকে দিলেন ও আমার স্থানে লিখাইয়া লইলেন, তাহার বহির্ভূত কোন খরচ করিব না। তবে অনিয়ম মামেলা মোকদ্দমাদির যে খরচ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইবেক তাহা অনুমতি লইয়া করিব। আইন দস্তুর ও উপরি-উক্ত নিয়ম বহির্ভূত ও ধর্ম্মবহিষ্কৃত কোন কার্য্য করিবনা, যদি করি তবে আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ তাহার ক্ষতি পূরণের দায়ী হইব, ও হইবেক। এতদর্থে আপন ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ

ইসাদী।*

কবুলতী পেস্কার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র আঢ্য পিতা অমুক, জাতি অমুক, সাং অমুক, ডিষ্ট্রীক্ট অমুক, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবংশীবদন ঘোষ পিতার নাম ৺চন্দ্রবদন ঘোষ, জাতি গোপ, পেশা চাকুরি সাং ঘোষপাড়া, পঃ ঘোষড়া, জেলা নদীয়া,—কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের যাবতীয় জমিদারী ও তালুকাদি এলাকাতের সদর কাছারী মোং সন্তোষ নগরের পেস্কারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া রাজপুর পরগনার উত্তরবাটী নিবাসী শ্রীযুত তত্ত্বানন্দ গোস্বামীর মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনামতে

---

* ইসাদী লিখিয়া তাহার নীচে সাক্ষীদিগের নাম দস্তখত হয়। প্রত্যেক লেখাপড়ায় সাক্ষীদিগের নাম না দিয়া কেবল ইসাদী লিখিত হইল। অনেক লেখাপড়ায় বিশেষ জমীদারের দেয় সনন্দ আদির নীচে সাক্ষীর নাম থাকে না সেমতে তত্তৎস্থানে ইসাদীও লেখা নাই।

আমাকে পেস্কারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে, উক্ত সেরেস্তার সমস্ত লিখন পঠনাদি কর্ম্মকার্য্য যথা নিয়মে ও সাবধানে সমাধা করিব, ও তৎসম্বন্ধীয় যে সকল কাগজাৎ আমার জিম্মায় থাকিবেক তাহা সাবধানে রাখিব। হারায় কি নষ্ট হয় তাহার নিসা আমি করিব। ঐ কাগজাতের কোন নকল কাহাকে দিলে যাহাতে মহাশয়ের হানির ও ক্ষতির সম্ভব, তাহা দিব না। সতত কাছারীতে উপস্থিত থাকিয়া সেরেস্তার কাগজ পত্র রীতিমতে প্রস্তুত রাখিব ও তলব মতে দর্শাইব এবং প্রয়োজন মতে যখন যে কোন কাগজ তৈয়ার করিয়া দিতে অনুমতি হইবেক, তৎক্ষণাৎ তৈয়ার করিয়া দিব। এত্তেলা যোগ্য কর্ম্ম সমস্ত এত্তেলা না দিয়া করিবনা। আবশ্যক মতে জেলাজাতে কোন মামেলার তদ্বীর কি মফঃস্বলে কোন তদারক বা তহসিলাদি বিষয়ে যখন যে ভারার্পণ করিবেন তদ্দণ্ডে তাহা সম্পাদন করিব, এবং তদ্বিষয়ক আয় ব্যয়ের হিসাবি ফর্দ্দ ও তদারকী কাগজাৎ প্রকৃতার্থ রূপে সরকারে দাখিল করিব। তদ্দৃষ্টে যাহা বাহাল্ বাজেয়াপ্ত করিবেন, বিনা ওজরে আমলে আনিব। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন তারিখ।

ইত্যাদি।

কবুলতী খাজাঞ্চী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু কুমুদনায়ক মল্লিক পিতা ৺কমলাকান্ত মল্লিক মহাশয়, জাতি কায়স্থ, সাং কমলাপুর পঃ মধুবাটী ডিভিজন শ্রীরামপুর ডিঃ যশহর জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীশশধর শান্যাল, পিতার নাম ৺ধরণীধর শান্যাল জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরি সাং প্রফুল্লবাটী পঃ চন্দননগর ডিভিজন কান্রগড় ডিঃ ময়মনসিংহ—কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমীদারী আদি এলাকাতের সদর কাছারী মোকাম তোষণনগরের খাজাঞ্চীগিরী কর্ম্ম খালী হওয়ায় আমার প্রার্থনা মতে ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ সব ডিভিজন

হরিহর ধামের অন্তর্গত কান্তিগড় পরগণার তুষ্টিপুর সাকিমের শ্রীযুত চীন্ময় চৈতাল মহাশয়ের মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরীতে আমাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাধীন উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উপরি উক্ত তোষণ নগরের কাছারীতে সতত উপস্থিত থাকিয়া আপন ভারের কর্ম্ম কার্য্য যথা নিয়মে ও সাবধানে সমাধা করিব। যখন যে কোন স্থান হইতে যে কোন টাকা ট্রিপ্লিকেট্ চালান সম্বলিত আমদানী হইবেক, ঐ টাকা তৎক্ষণাৎ জমা করিব এবং এক কেতা চালান্ জমা দফ্তরে ও অন্য কেত হজুর বরাবর দিব, অপর এক কেতা আপন সেরেস্তায় রাখিব এবং তাহারা চেক্ দাখিলা নম্বরওয়ারী ক্রমে আপন দস্তখত ও মবলগ্‌বন্দী যুক্তে দেওয়ান্‌জীর নিসানী মতে দিব। তহবিলের টাকা হইতে নিয়মিত বরাওর্দ্দী সেওয়ায় হজুরের অথবা হজুরের অনুপস্থিত কালে দেওয়ান্‌জীর সহী নিসানী ভাউচার ব্যতিরেকে কোন খরচ করিবনা, যদি করি মঞ্জুরা পাইব না। প্রাত্যহিক যে সকল আমদানী ও খরচ হইবেক, তাহার জমাখরচ করিয়া তহবীল মিলাইয়া কৈফিয়তে প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়ের মবলগ্‌বন্দী ও হজুরের নিসানী করাইয়া লইব। তহবীলের টাকা হইতে কাহাকে কড়া কপর্দ্দক কর্জ্জ দিবনা কি নিজে খরচ করিব না। যে দণ্ডে তহবীল জানিতে ও বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিব। যদিকোন রকমে তহবীলের টাকা বিনা হুকুমে খরচ করি কি কাহাকে কর্জ্জ দেই কি কোন রকমে লোকসান করি, আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইব। খাজানাখানায় আমার জিম্মায় যে টাকা থাকিবেক তাহা লোহার সিন্দুকে সযত্নে রাখিব। ঐ সিন্দুকের চাবি আমার নিকট থাকিবেক। খাজানা খানার ঘরে দুই কুলুপ লাগাইয়া তাহার এক চাবি আমার নিকট এবং অপর কুলুপের চাবি দ্বারবানের নিকট রাখিব। আমার তহবীলে পাঁচ হাজার টাকার অধিক মৌজুদ্ হইলে, ঐ অধিক সংখ্যক টাকা এত্তেলার দ্বারা হজুরী মালখানায় দাখিল করিয়া দিব। পাঁচ হাজারের উর্দ্ধ টাকা খাজানা খানায় রাখিবনা। মালখানায় যে টাকা দাখিল করিব, সে টাকার জেকের রোকড়ের কৈফিয়তে মৌজুদ অঙ্কে জায় দিয়া লিখিয়া তাহাতে এবং

আলাহিদা রসিদ বহীতে মহাশয়ের হস্তাক্ষরী মবলগবন্দী ও দেওয়ানজীর নিসানী করিয়া লইব। আর আবশ্যক অনুসারে যখন যে টাকা মালখানা হইতে লইতে হইবেক তাহা হজুরী রসিদ বহীতে দস্তখত করিয়া দিয়া লইব। মাস মাস আমানত জমা ও হাওলাত আদায় জমা ও আমানত শোধ খরচ ও হাওলাৎ দাদন খরচের হিসাব মিটাইয়া রাখিব, যখন মহাশয় দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবেন, দর্শাইব। দিন দিন যে আয় ব্যয় হইবেক, তাহা রোকড অনুসারে প্রাত্যহিক মোট খতিয়ানে খতিয়ান করিব এবং সম্মাহী, শালতামামীতে রীতি মত নিকাসী কাগজাৎ প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিব। এতদর্থে স্বেচ্ছামতে ও সুস্থ শরীরে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী কারকুন।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু অনাথনাথ মল্লিক পিতা অমুক জাতি অমুক সাং অমুক পঃ অমুক জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকমল দত্ত পিতার নাম অমুক জাতি অমুক পেশা অমুক সাং অমুক পঃ অমুক ডিভিজন ডিঃ অমুক। কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমীদারী জেলা ত্রিপুরার অধীন পরগনে মনোহরপুরের সদর কাছারীর কারকুন দফতরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জের মোতালক গোলোকভূম পরগনার রামনগর নিবাসী শ্রীযুত বিদ্যাবল্লভ ভট্টাচার্য্যের মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনা মতে আমাকে কারকুনী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে সদর মফঃস্বল আদ্রায় উসুলী আয় ব্যয়ের লওয়াজিমা কাগজ পত্র যথা রীতি সন সন প্রস্তুত করিয়া রাখিব ও মাস মাস কিস্তি কিস্তি মহল সমূহের বাকীর অবধারণ করিয়া তৌজি সদর নায়েবের নিকট দর্শাইব এবং উঠিত্ পতিত্ মহলের খাস

খামারাদির নিকাশ ও তৎপক্ষে যে সকল কাগজ পত্র প্রস্তুত করণের আবশ্যক, দস্তুর মত প্রস্তুত করিয়া সদর নায়েবের নিকট এত্তেলা দিব ও সন আখিরীতে সদর নায়েবের উপদেশে ও রীতি নির্ণয় অনুযায়ী তহশিলদারান্ ও গোমস্তাগণ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের আখিরী নিকাশ বিনা তঞ্চকে লইব। নিকাশ লওন সম্বন্ধে আমার তঞ্চকতা বা প্রতারণা ক্রমে সরকারের ক্ষতি খেসারৎ হইলে ঐ ক্ষতি নিজ আদায়ে আদায় দিব। পরগনা মোতালকের ও মফঃস্বল গ্রাম সমূহের জমা ওয়াশিল বাকী আদি লওয়াজিমা কাগজাৎ যাহা আমার জিম্মায় থাকিবেক, রীতিমত সাবধানে শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাক্রমে গড়া বন্দি করিয়া রাখিব। যখন যে কাগজ তলব করিবেন ও প্রস্তুত করিয়া দিতে কহিবেন তৎক্ষণাৎ দর্শাইব ও প্রস্তুত করিয়া দিব। মফঃস্বল কোন মহালের তহসিলের সাহায্যার্থে বা তদারকে বা জেলাজাতের কোন মোকদ্দমার তদ্বীর হেতু নিযুক্ত হইলে যথার্থ ভাবে সে সমস্ত কার্য্য করিব। উক্ত কার্য্যাদি উপলক্ষে যে টাকা আমার জিম্মায় থাকিবেক ও খরচ হইবেক তাহার জমা খরচ বুঝাইয়া দিব। সে সূত্রে কোন ক্ষতি হওয়া প্রকাশ হইলে সে টাকা তৎক্ষণাৎ দিব। পরগনা সংক্রান্ত নিযুক্ত তহশিলদার ও ও গোমাস্তা ও মোক্তারগণের স্থান হইতে আয়ব্যয় স্থিতের মাসকাবার মাস মাস পৌঁছিলে, বাহাল্ বাজেয়াপ্ত মতে যে কাগজ প্রস্তুত করিতে হইবেক, তাহা প্রস্তুত করিয়া এবং সদর মালগুজারী কিস্তি বকিস্তি যাহা দিতে হয় তাহার বাকীর হিসাব করিয়া সদর নায়েবের নিকট দাখিল করিব। উপরি উক্ত সমস্ত কার্য্যসাধনে বা আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্যথাচারণে কোন গতিকে অসাবধানতা কিম্বা তঞ্চকতা ও হিসাব ভুল মতে সরকারের যে কিছু ক্ষতি হইবেক তাহা বিনা ওজরে আদায় করিব। সেরেস্তার রীতি দস্তুর এবং কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না। এতদর্থে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী মহাফেজ।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ দাঁ পিতা শ্রীযুত নরনারায়ণ দাঁ মহাশয় সাং অমরনগর পঃ গোলকপুর সব্ রেজেষ্টরী পাণ্ডুয়া ডিঃ হুগলি জমীদার

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীশ্যামচাঁদ কর, পিতার নাম হরিমোহন কর জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরি সাং হরিবাটী পঃ অম্বিকা ডিভিজন ডিঃ হুগলি—কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমীদারী আদি এলাকাতের সদর কাছারী মোকাম অমরধামের মহাফেজ দফ্তরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ডিভিজন ডিঃ হুগলি সব ডিভিজন ধনিয়াখালির অন্তর্গত গোবিন্দগড় পরগনার কেশবপাড়া নিবাসী শ্রীযুত তারিণীচরণ তেওয়ারীর মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনামতে আমাকে মহাফেজী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে মহাশয়ের জমীদারী আদি সেরেস্তার যে সকল কাগজ অমরধামের রিকার্ড দফতরে ছিল ও যে সমস্ত কাগজাৎ আমার হাওয়ালা করিলেন, আমি উক্ত সমস্ত কাগজাৎ লাটওয়ারী শৃঙ্খলাক্রমে নূতন ফিকিস্তি দিয়া সিজিল মতে রিকার্ড দফতরে যথা নিয়মে ও সাবধানে রাখিব। যখন যে কোন কাগজ তলব করিবেন তদ্দণ্ডে দাখিল করিব। ঐ ২ কাগজাৎ ও বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের যে কোন কাগজ আমার দফতর খানায় থাকিবেক তাহা কীটাক্রান্ত বা অন্য গতিকে লোকসান হইতে দিব না। যখন যে কোন কাগজ যে কোন স্থানে পাঠাইবার বা কাহাকে দিবার আবশ্যক হইবেক তাহার স্মরণার্থে রসিদাদি সেরেস্তায় রাখিব। আমার সেরেস্তা হইতে কোন কাগজ নষ্ট হইলে তাহার জওয়াবদিহী ও নিসা আমি করিব ও তজ্জন্য সরকারের যে ক্ষতি খেসারৎ হইবেক, তাহার দায়ীক আমি হইব। কোন কাগজের নকল কাহাকে দিলে যাহাতে মহাশয়ের হানি ও ক্ষতির সম্ভব, তাহা কাহাকে দিব না, যদি তাহা দেওয়া প্রমাণ হয় তবে সে-জন্য যে বিধান আজ্ঞা করিবেন, আমলে আনিব। ঈশ্বর না করেন, আমাকে যদি এ কর্ম্ম হইতে কস্মিন্‌কালে অবসর হইতে হয় তবে আমার জিম্মার সমস্ত কাগজাৎ সরকারে বুঝাইয়া দিয়া যাইব। তাহার অন্যথা করিলে রীতিমত

আইন জারীর দ্বারা যে কোন দাবী দাওয়া আমার প্রতি আনিবেন তাহা কবুলে আনিব। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতি মুনসী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র পিতা ৺ শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় জাতি কায়স্থ পেশা জমিদারী সাং আলিপুর পঃ নন্দগ্রাম সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন সিংহল ডিঃ বর্দ্ধমান, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিহারীলাল বিশ্বাস পিতা ৺ বিনোদলাল বিশ্বাস জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরি সাং নুতন নগর পঃ বোরো ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের নিজ বাটীর সদর কাছারীর মুনশী দফতরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান সবডিভিজন কাল্‌নার অন্তঃপাতি চন্দ্রপুর পরগনার কৃষ্ণগড় নিবাসী শ্রীযুত দক্ষিণেশ্বর সিংহের মাল ও হাজির জামিনীর মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনামতে আমাকে মুনসীগিরী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে মুন্সীদফ্‌তরের সমস্ত লিখন পঠনাদি কার্য্য যথা নিয়মে ও সাবধানে সমাধা করিব এবং তৎসংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজাৎ আমার জিম্মায় থাকিবেক, তাহা সাবধানে রাখিব, হারায় কি লোকসান হয় তাহার নিসা আমি করিব। ঐ সকল কাগজাতের কোন নকল কাহাকে দিলে যদি মহাশয়ের হানি বিবেচিত হয়, তাহা দিব না এবং আমার সেরেস্তা সম্পর্কীয় লিখন পঠনে এমত কোন তথকাদি লিপি যদ্বারা মহাশয়ের ক্ষতি, খেয়ানৎ ও জওয়াবদিহীর কারণ হয়, তাহা কোন মতে করিব না। মফস্বল ও অন্যান্য স্থান হইতে যখন যে পত্রাদি আসিবেক তাহা সময় মতে পেশ করিয়া মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে প্রত্যুত্তর লিখিয়া নিসান চিহ্ন বা দস্তখত করাইয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিব। এবং ঐ

সকল প্রাপ্ত পত্র শৃঙ্খলা মতে ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে রাখিব। এবং যে সকল পত্র যে যে স্থানে লিখিব তাহার নম্বরওয়ারী নকল, নকলবহীতে রাখিব। প্রয়োজন মত তলব করিলে তৎক্ষণাৎ দর্শাইব। জেলাজাতে কোন মামেলার তদ্বীর কিম্বা মফস্বল কোন তদারক তদন্ত বা তহশীলাদি যে কোন বিষয়ে যখন যে কোন ভার অর্পণ করিবেন তদ্দণ্ডে তাহা নির্ব্বাহ করিব এবং তদ্বিষয়ক আয় ব্যয়ের হিসাব ও তদারকী কাগজাৎ সরকারে দাখিল করিব। তদ্দৃষ্টে যাহা বাহাল্ বাজেয়াপ্ত করিবেন বিনা ওজরে আমলে আনিব। সরকারের অনুমতি বহির্ভূত কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবনা। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন তারিখ

ইসাদী।

কবুলতি ডিহীর মোহরের।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন পিতা ৺ কৈলাশচন্দ্র সেন মহাশয় জাতি বৈদ্য পেশা জমিদারী সাং বেজ্‌পাড়া পং উখড়া সবডিবিজন শান্তিপুর ডিঃ নদীয়া, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকান্ত দে পিতা ৺ রামকান্ত দে জাতি সৎগোপ সাং আহিরিপাড়া পং গোকুল গ্রাম ডিভিজন ডিঃ দিনাজপুর—কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের তালুক লাট রঞ্জন নগরের ডিহীর কাছারীর মোহরের গিরী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে আমার প্রার্থনা মতে আমার স্থানে স্বতন্ত্র জামীন লইয়া আমাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাধীন উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে তিহি মজকুরের কাছারিতে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ডিহীর নায়েবের অধীনে ডিহীর সেরেস্তার সমস্ত লিখন পঠন ও কর্ম্ম কার্য্য যথানিয়মে ও সাবধানে নির্ব্বাহ করিব। নায়ে-

---

যে যে কর্ম্মচারীর যে সকল কার্য্যে অধিকার এবং তাহার পদের কর্ম্ম কার্য্য যে ভাবে নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার কারণ সমস্ত কর্ম্মচারির কবুলতি, পর পর লেখা হইল।

বের আদেশ মত মফঃস্বল উসুল তহসীলের লওয়াজিমাদি কাগজাৎ ও মাস কাবারী ও শালতামামী নিকাসী কাগজাৎ দোরস্ত মতে প্রস্তুত করিয়া দিব। তদ্ভিন্ন যখন যে কোন কাগজাৎ তৈয়ারের আবশ্যক হইবেক প্রস্তুত করিয়া দিব। প্রয়োজন বশতঃ কার্য্য গতিকে নায়েব মফস্বল বা জেলায় অথবা স্থানান্তরে গমন করিলে কিম্বা পীড়িত অবস্থায় থাকিলে, মফঃস্বল গোমাস্তাগণের চালানি টাকা উহাদিগের চালান সহযোগে আপন চালানের দ্বারা উচিত সাবধানে মহাশয়ের নিজবাটীর সদর কাছারী মোকামে পাঠাইয়া দাখিলা আনাইয়া লইব। ইরসালি টাকার দাখিলা ব্যতীত কোন গতিকে উক্ত টাকা খোয়া যাওয়া ইত্যাদির আপত্তি করিব না; এবং আদায়ী টাকা নিজে লইয়া ডিহীতে রাখিব না। নায়েব অনুপস্থিত থাকা কাল পর্য্যন্ত নায়েবের স্বরূপে থাকিয়া তাঁহার ভারের সামুদায়িক কর্ম্ম আমি সমাধা করিব। ঐ অবস্থায় যে কোন ক্ষতি ও লোকসান হইবেক, তাহার দায় ও ঝুকী আমার শিরে থাকিবেক। তদ্ভিন্ন ডিহির নায়েব কর্ত্তৃক কদাচিৎ সরকারের কোন ক্ষতির কার্য্য দৃষ্ট হইলে, তদ্দণ্ডে তাহা সরকারে জ্ঞাত করিব। ডিহীর কাছারীর কাগজ পত্র ও তহবিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতা সম্বন্ধে যেমত নায়েব যত্নবান থাকিবেন এবং তদ্রূপ ও ক্ষতিসূত্রে দায়ী হইবেন, আমিও তদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত সমান যত্নবান ও দায়ী হইব। জেলার কোন মোকদ্দমার তদ্বীর কিম্বা মফঃস্বলে কোন তন্‌কী তদারক বা উসুল তহসিল বিষয়ে নায়েব যখন যে ভারার্পণ করিবেন তাহা বিনা ওজরে সুনির্ব্বাহ করিব ও তৎসংক্রান্ত হিসাব ও তদারকী কাগজাত্ নায়েব বরাবর দাখিল করিব। নায়েবের অমতে কোন কর্ম্ম করিব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন তারিখ।

ইসাদি।

কবুলতী ঠাকুরবাটীর দারোগা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতা ৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাং গুরুধাম পঃ বেলে সবডিভিজন শ্রীপুর ডিঃ মেদিনীপুর, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য্য পিতা ৺ভূদেব ভট্টাচার্য্য সাং কামালপুর পঃ উখড়া সবডিভিজন রানাঘাট ডিঃ নদীয়া। কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতা শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ জীউ ঠাকুর মুকুন্দনগর মোকামে যে স্থাপিত আছেন, ঐ ঠাকুরবাটীর সেবাদি সমস্ত বিষয়ের তদারক কারণ আমার প্রার্থনামতে স্বতন্ত্র জামিনীর মাতব্বরীতে আমাকে দারোগাগিরী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও আপন ইচ্ছায় উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি, ও অঙ্গীকার করিতেছি যে ৺জীউর নিত্য নৈমিত্তিক ও যাত্রা মহোৎসবাদি সেবার কার্য্য যথা নিয়মে সমাধা করিব ও তদ্বিষয়ে যে ব্যয় বন্ধান করিয়া দিলেন তদনুসারে বিনা ন্যূনাধিকে নির্ব্বাহ করিব এবং তাহার জমাখরচ মাস মাস মহাশয়ের নিজ বাটীর সদর কাছারী মোকামে দাখিল করিব। বরাওর্দ্দ বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না। করিলে মজুরা পাইব না। ৺ঠাকুরের স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রস্তরাদি নির্ম্মিত যে আভরণাদি ও পিত্তল, কাঁশা, তাঁবা ও রূপার যে আসবাব লওয়াজিমা ইত্যাদি আছে, তাহা সম্যক্ সাবধানে রাখিয়া নিয়মিত সময়ে ব্যবহার করাইব। কোন বস্তু বিনষ্ট করিব না, করিলে তাহার দায়ী হইব। তবে কার্য্য সাধনে কোন দ্রব্য ক্ষয় বা ভগ্ন হইলে, তাহার আদদ দ্রব্য সরকারে দাখিল করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ দ্রব্য পাইব, অথবা লিষ্টিতে বাদ লেখাইয়া তাহাতে দস্তখত করাইয়া লইব। ৺ সেবার বরাওর্দ্দী দ্রব্যাদির লাঘবমতে, প্রসাদাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন ও অতিথি সেবার যে সকল বন্ধান আছে, তাহার অন্যথাচরণে কোন কার্য্য করা প্রকাশ হইলে, তদ্বিষয়ে যে অনুমতি করিবেন, বিনা ওজরে স্বীকার করিব। ৺বাটীর বরাওর্দ্দী চাকর ও পরিচারকগণকে বিনা অনুমতিতে নিযুক্ত কি কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিব না এবং ৺ বাটীর

সামিল যে সকল প্রজা ও বাজার আছে, তাহার খাজানা উশুল তহসিল পূর্ব্বক রীতিমত আদায় উশুলী কাগজাৎ সরকারে দাখিল করিব। ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ও কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিবনা। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বলদেব সিংহ রায়, পিতার নাম ৺ বাহাদুর সিংহ রায়, জাতি রাজপুত পেশা জমীদারী আদি, সাকিম বাবুরহাট, পরগনে পানুহাটী, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন সিমুলিয়া, ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট বাখরগঞ্জ জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীঅন্নদানন্দন নন্দী পিতা ৺ আনন্দ বর্দ্ধন নন্দী, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি সাকিম হুগলি বালি, ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি। কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ সবডিভিজন চিতোর পরগনে চৈতন্য বাটীর অন্তর্গত চক চাঁপাতলা মহাশয়ের জমীদারি। ঐ মহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ শূন্য থাকায় আমার প্রার্থনানুসারে বীরগড় নিবাসী শ্রীযুত বাবু বীরভদ্র ভাদুড়ির মাল ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে আমাকে নিযুক্ত করায়, আমি উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া চারি হাজার টাকা পরিমাণে এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে ভারার্পিত কর্ম্ম যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে সমাধা করিব। উক্ত মহলের পার্শ্বস্থ জমীদারগণের ও প্রজাগণের সহিত যে সকল সীমানা সরহদ্দের আপত্তি ও গোলযোগ আছে তাহা বিশেষ তদন্ত পূর্ব্বক মীমাংসা নিষ্পত্তি করিয়া সরকারী সীমানা চিহ্নিত করিয়া লইব। ঐ বিষয়ে কোন লিখিত পঠিত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বোধ হইলে তাহাও করিয়া লইব। আবশ্যক মতে কোন গ্রাম একশা জরিপ কি কোন জমি খণ্ডা জরিপ করিতে হইলে, সরকারে এত্তেলা দিয়া অনুমতি মতে তাহা বিনা তঞ্চকে জরিপ করিব। মহলে খাষ খামারে যে সকল বাগান পুষ্করিনী ও পতিত জমি ও ছুটো গাছ ও পলাতকা ভিটা আদির বৃক্ষ আছে নায়েবের

সহিত ঐক্য মতে তত্তাবৎ বিলি বন্দোবস্ত করিব। কোন জমি পতিত থাকিতে দিবনা। যাহা নিতান্ত জমা বিলি না হইবেক তাহা ভাগজোতে বিলি করিব। যে গ্রামে বাসিন্দা প্রজা কম ও জমির ভাগ অধিক সেই সেই স্থানে যাহাতে নূতন প্রজা পত্তন হয় তাহার তদ্বীর করিব ও চেষ্টা অশেষ মতে পাইব। জুটবন্দী অর্থাৎ দলবদ্ধ থাকা প্রজাগণের একতা ভঞ্জনের উপায়ে যত্নবান হইব। মফঃস্বলের সরঞ্জামি খরচ যে যে গতিকে লাঘব হইবার সম্ভাবনা থাকে অথচ সরকারী কার্য্যের হাঁনি ও ক্ষতি না হয় হজুরে এত্তেলা দিয়া তাহা করিব। ঐ রূপ জমাবৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পাইব। সময়ে সময়ে মফঃস্বল গ্রামে গ্রামে যাইয়া যে যে জমি জমা লইয়া পরস্পর প্রজায় প্রজায় বিবাদ আছে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিব। যে সকল প্রজার জমী জমা মৌত নামে আছে তত্তাবতের নাম খারিজ দাখিল করত মহাশয়ের মোহর দস্তখতী নূতন পাট্টা দেওয়াইব ও রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্ত কবুলতি লইব ও তত্তাবৎ মহাফেজ সেরেস্তায় দাখিল করাইয়া রসীদ লইব। মফঃস্বলের গোমস্তা ও তহশীলদার গণের তহবীলের মৌজুদা টাকা মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট করিব ও দেখিবার তারিখে রোকড়ের মৌজুদা টাকার সহিত ঐক্য কিনা জানিব। কোন প্রজার স্থানে পাওনা বাকী বকেয়া খাজানার নালিশ সহজে উপস্থিত করিবনা। যাহাতে আপোষে আদায় হয় এবং নাতান্ প্রজা হইলে রীতিমত কিস্তিবন্দী লিখাইয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে আদায় হইবার বন্দোবস্ত হয়, এরূপ নায়েবের সহিত যুক্তি ও পরামর্শ মতে করিব। কোন বাকী খাজানা কি কিস্তিবন্দীর বাকী তমাদিগত হইবার সম্ভব বিবেচনা করিলে তাহার নালীশ অগত্যা উপস্থিত করাইয়া দিব ও তাহার তদ্বীর এবং উপস্থিত থাকা জেলা জাতের মামেলা মোকদ্দমা আদির যোগাড়, প্রাণপনে করিব। কোন মোকদ্দমার অবস্থা বিঘটিত বিবেচিত হইলে স্বয়ং জেলায় বা মহকুমায় পৌছিয়া উকীল মোক্তারগণের সহিত যুক্তি মন্ত্রনা মতে যাহাতে তাহার সুবিধা হয় তাহা করিব। ঐ সকল মোকদ্দমার খরচ যাহা আমার দ্বারা হইবেক তাহার মাসিক জমা খরচ নায়েবকে দিব এবং ঐ মোকদ্দমা খরচের দরুণ যখন যে টাকা নায়েবের স্থানে লইব তাহা রসীদ দিয়া লইব ও আপন জমা খরচে

জমা করিব। কোন কারণ বশতঃ বা পীড়িত সুত্রে নায়েব অনুপস্থিত থাকিলে নায়েবের কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্ম কার্য্য আমি সম্পাদন করিব। কোন প্রকারে সরকারী কার্য্যের হানি হইতে দিবনা। ঐ সময়ের কর্ম্ম কার্য্য ও খরচ আদির ন্যায্যান্যায্যের দায় ও তহবীলের ঝুঁকী আমার শিরে থাকিবেক। এমত কোন কার্য্য যাহাতে সরকারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা জ্ঞানগম্যে করিবনা। হিসাব নিকাশ আদি দস্তর মত দিব এবং তহবীলের টাকা ও দলীলাদি সযত্নে রাখিব। আইন দস্তর ও মহাশয়ের আদেশ অনুমতি বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবনা। যাবৎ আপন জিম্মার কাগজ পত্র ও দলীলাদি ও হিসাব নিকাশ ও তহবীলাদির দায় হইতে আদালত পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পাইব, তাবৎ আমার জামিনদারের সহিত আমিও তুল্যরূপে দায়ী থাকিব। এতদর্থে স্বুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ১০ বৈশাখ॥

ইসাদী।

কবুলতি-দেওয়ান অথবা প্রধান কর্ম্মচারী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু শরৎচন্দ্র মল্লিক, তথা শ্রীযুত বাবু শ্রীশ চন্দ্র মল্লিক তথা শ্রীযুত বাবু যোগেশ্চন্দ্র মল্লিক পিতা ৺ হরীশচন্দ্র মল্লিক, সাং চন্দ্রবাটী পঃ উখড়া ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, জমীদার মহাশয়গণ বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবামাপদ রায় পিতা ৺ শ্যামাপদ রায় জাতি উগ্রক্ষেত্রি পেশা চাকুরি সাং রামহাটী পরগনে মধুগড় ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি—কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়দিগের জমীদারী আদি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য জামিনী ও নিজ জায়দাদের মাতব্বরীতে আমাকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন, আমিও আপন ইচ্ছায় উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে মোকাম চন্দ্রবাটীর সদর কাছারীতে অনুক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া ন্যায়াচরণ মতে সমগ্র কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, কোনমতে কোন কার্য্যে ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করিবনা। সর্ব্বদা সদর মফঃস্বলের

জমিদারের নিকট প্রজা প্রভৃতি যে সকল কবুলতি দেয়, তাহার দস্তখত ঐ লিপির শিরোভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে করিবার প্রথা।

তদারক বিশিষ্ট রূপে করিব। আইন ও হুকুম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না। মহাশয়দিগের জমীদারী ও তালুকাৎ ও সকর নিষ্কর বিষয় বস্তু ও তেজারাৎ আদি সম্বন্ধে নায়েব, তহসিলদার ও কারপরদাজ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন ও হইবেন তাহাদিগের স্থানে কিস্তি করারী টাকা আদায়ের তদ্বীর করিব ও সমস্ত ব্যক্তির স্থানে মাস মাস মাস্‌কাবার ও সেহার নকল আনাইয়া খরচের ন্যায্যান্যায্য তদারক করিয়া কাগজপত্র বুঝিয়া লইব। কোন দফায় নায়েব ও গোমস্তাগণ কর্ত্তৃক তঞ্চকতা মতে বেশী কিম্বা বন্ধান ও নিয়ম বহির্ভূত খরচ লেখা প্রকাশ পাইলে তাহা বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বক সেই টাকা আদায় করিবার তদ্বীর করিব, ও পত্তনীদার ও ইজারদার ও নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি ব্যক্তিরা যখন যে টাকা ইরসাল করিবেক, সেই টাকার টি্প্লিকেট অর্থাৎ তিন কেতা চালান যাহা তৎসঙ্গে পাঠাইবেক, তাহার এককেতা খাজাঞ্চী ও দ্বিতীয় কেতা জমা দফতরে কারকুনকে ও তৃতীয় কেতা মহাশয়দিগকে দেওয়াইয়া চালানি টাকা যথারীতি সেহা করাইয়া দাখিলা দস্তুরমত নম্বর-ওয়ারী মতে খাজাঞ্চীর দস্তখত ও মবলগবন্দীতে এবং মহাশয়দিগের সহি মোহর যুক্তে আমার নিসানী অনুসারে দেওয়াইব, এবং রীতিমত রেজেষ্টরী বহীতে রেজেষ্টরী করাইব। আমদানি টাকা চারি হাজারের উর্দ্ধ খাজাঞ্চী নিজ তহবিলে রাখিতে নাপারা ও তদতিরিক্ত আমদানির টাকা মালখানায় রাখা ও তাহার রসিদ মহাশয়দিগের দস্তখত ও আমার নিসানী যুক্তে খাজাঞ্চীকে দেওয়া ও আবশ্যক মতে মালখানা হইতে যে টাকা লওয়া যাইবেক তাহার রসিদ খাজাঞ্চীর মবলগবন্দী ও দস্তখত ও আমার নিসানি যুক্তে মহাশয়দিগকে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের যে নিয়ম খাজাঞ্চীর সহিত নির্দ্ধারিত হইল, তত্তাবৎ বিষয়ের উচিত মত বিধান ও বন্দোবস্ত করিব। নিয়মিত বন্ধানী খরচ ব্যতীত প্রত্যহ যে টাকা বেশী খরচ হইবেক তাহার হুকুমনামা দফাওয়ারীমতে মহাশয়দিগের দস্তখতযুক্তে লইয়া আমি তাহাতে নিসানি করিয়া খাজাঞ্চীকে দিলে, খাজাঞ্চী ঐ হুকুমনামা অনুসারে টাকা গৃহীতার স্থানে রসিদ লইয়া টাকা দিবেক। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমস্ত দিবসের আয় ব্যয় পাকা রোকড়ে জমা খরচ করিয়া কৈফিয়তে যে

টাকা মৌজুদ থাকিবেক তাহার পৃথক পৃথক জায় লিখিয়া খাজাঞ্চী মবলগ-বন্দী ও নাম দস্তখৎ করিয়া আনিলে, আমি তাহার নীচে দস্তখত করিব ও ঐ জমাখরচের কৈফিয়তের নীচে মহাশয়দিগের নিসানি করাইয়া লইব। খাজাঞ্চীকে হুকুম ও নিয়ম বহির্ভূত কোন প্রকার খরচ করিতে দিবনা। জেলাজাতের কালেক্টরী ও রাজবাটী কিম্বা অন্যান্য তালুকদার সংক্রান্ত পত্তনী ও ইজারা মহল দিগরের সদর বাকী খাজানা কিস্তি মত দাখিল করাইয়া তাহার দাখিলা মহাশয়দিগের সেরেস্তায় রাখাইব। যদি ধনাগারে টাকা মৌজুদ থাকা সত্বে খাজানার টাকা দাখিল করিতে শৈথিল্য করি, তবে তাহার সুদের খেসারৎ আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। যে সমস্ত মহল ইজারা ও পত্তনী বিলি আছে বা ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার খাজানার টাকা কিস্তি কিস্তি আদায়ে উচিত যত্নবান হইব, কিস্তিখেলাপ হয় আইন জারী দ্বারা টাকা আদায়ের চেষ্টা করিব। মহশয়দিগের জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যে নায়েব গোমস্তা তহশীলদার আদি যখন যে কেহ নিযুক্ত হইবেক, তাহাদিগের কবুলতি ও জামিনী লইয়া জামিনদারানের অবস্থা, তদারক্ সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে দৃষ্টি রাখিব। কোন চাকর ও আমলা অপরাধী হইলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত ভিন্ন ও মহাশয়দিগের অনুমতি ব্যতীত পদচ্যুত করিব না। মহল সকলের জমী সুচারু আবাদ হওয়া জন্য সর্ব্বদা নায়েব ও তহসিলদার প্রভৃতিকে তাড়না করিয়া সময় শিরে রীতিমত তাগাবী আদি দেওয়ান ও বাঁধ ইত্যাদি মেরামৎ করণ পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যত্ন করিব। সরকারী বাগিচা ও পুষ্করিনী ও খাস খামার ও পতিত পলাতকার যে সমস্ত জমী মহল হায়ে আছে, তাহার সম্যকরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও ন্যায্য মত মালগুজারী সংস্থাপনের তদ্বীর করিব। সাবেক হস্তবুদ দৃষ্টে সমস্ত এলাকাতের হস্তবুদের কাগজ রীতিমত প্রস্তুত করাইয়া তাহা আদায়ের চেষ্টা করিব, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা যাহাতে আয় বৃদ্ধি হয় তাহাতে বিশেষ যত্নবান হইব। শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের অছিয়তি আমলের ও কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্রের অধীন সরবরাহকারগণের আমলের আদায়ী টাকার তুমার করাইয়া সমস্ত মহলের বাকীর অবধারিত করাইয়া এবং সরবরাহকারদিগের আমলের অন্য অন্য তছরূপাতের নিরূপণ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত টাকা যাহাতে

আদায় হয়, তাহার সম্পূর্ণ তদ্বীর করিব। যে সমস্ত মামেলা মোকদ্দমা জেলাজাতে ও চৌকীয়াতের আদালত হায়ে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে, ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহার যোগাড় ও তদ্বীর উকিল মোক্তারগণের সহিত যুক্তিমতে করিব, ও তদুপলক্ষে যখন যে দলীল দস্তাবেজ ও লওয়াজিমা আদি কাগজাৎ দাখিল করা আবশ্যক হইবেক নিয়মিত সময়ের মধ্যে উকিল ও মোক্তারের দ্বারা দাখিল পূর্ব্বক রসিদ ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অন্তে ফেরত আনাইয়া সেরেস্তায় রাখাইব, ও সাক্ষি আদি তলব মতে মেয়াদ মধ্যে উপস্থিত করাইয়া দেওয়ার তদ্বীর পাইব। মোক্তারগণের নিকট মহাশয়দিগের বিবেচনা ও অনুমতি অনুসারে মোকদ্দমা খরচের টাকা পাঠাইয়া উহাদিগের স্থানে মাস মাস মোকদ্দমা খরচের মাসকাবার আনাইয়া তাহার ন্যায্যান্যায্য ধার্য্য পূর্ব্বক সেরেস্তায় জমা খরচ করাইব। সরকারী বাগী আদি মেরামৎ কিম্বা নূতন পত্তন করণের আবশ্যক হইলে তাহার ইষ্টমিটের ফর্দ্দ প্রস্তুত মতে মহাশয়দিগকে দৃষ্ট করাইব। প্রত্যেক সন আখীরিতে সমস্ত মোক্তার ও নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির নিকাশ লইয়া দেনা পাওনার স্থির করিব। তৎসম্বন্ধে যাহার স্থানে যে টাকা পাওনা হইবেক তাহা আদায় করণে পূর্ণ যত্নবান হইব, ও লওয়াজিমা কাগজ আদি প্রস্তুত করাইয়া সেরেস্তায় রাখাইব। ৺ দেবসেবার তদারক সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে করিব, পরিচারক লোকেরা সেবার ক্রটী করিলে তদারক মতে তাহার নিবারণপক্ষে উচিত চেষ্টা করিব। সদর মফঃস্বল মহালাত আদি সম্বন্ধে আমি কাহাকে কোন কৃত্রিম দলিল আদি কি মোকররী পাট্টা ও ছাড় আদি দিবনা। মহল দিগরের সীমা সরহদ্দ দস্তুর মত বজায় রাখাইব। কখন কাহারো সহিত সীমা সরহদ্দ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার যথার্থ মীমাংসা করিয়া অথবা দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত করাইয়া যাহাতে সাবেক সীমানা বজায় থাকে তাহার চেষ্টা করিব। সন আখীরিতে সকলের নিকাশ হইলে পর, মহল সমুহের আয় ব্যয়াদির সমষ্টি মতে সালতামামী কাগজ প্রস্তুত করাইয়া এবং মাস মাস মফঃস্বলের মাস্কাবার পৌঁছিলে তদ্দৃষ্টে সদর মাস্কাবার তৈয়ার করাইয়া সেরেস্তায় রাখাইব। তদভিন্ন সদর মফঃস্বলের প্রত্যেক আমলাগণের কর্ম্ম কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা সম্যক প্রকারে

দৃষ্টিরাখিয়া সকল কার্য্য সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ম মতে যাহাতে নির্ব্বাহ পায় তাহা করিব। এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ১১ বৈশাখ।

ইসাদী।

মোক্তারের কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পৃথ্বী নাথ রায়, পিতা ৺ পার্ব্বতী নাথ রায়, জাতি ছেত্রী পেশা জমীদারী সাং বীরপুর পরগনে পাজনর, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান বরাবরেষু॥

লিখিতং শ্রীরণবীর সিংহ পিতার নাম ৺ মহাবীর সিংহ, জাতি রাজপুত, পেশা চাকুরী আদি, সাং বিজয়নগর পরগনে দানব ডাঙ্গা সব রেজেষ্টরী ইষ্টে সন জামনা ডিষ্ট্রীক্ট মেদিনীপুর। কস্য কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে--মহাশয়ের পক্ষের জেলা চব্বিশ পরগনার আমমোক্তার শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে উক্ত জেলার প্রধান মোক্তারীপদে মোক্তারনামা দ্বারা আমাকে নিযুক্ত করায় আমি ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিয়া এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে ভারার্পিত কার্য্য যথা ধর্ম্মে ও সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিব। উক্তজেলার যে কোন আদালতে ও কাছারী হায়ে মহাশয় কর্ত্তৃক অপরের নামে ও অপর কর্ত্তৃক মহাশয়ের নামে যে সকল মোকদ্দমা বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহার উচিত তদ্বীর ও যোগাড় করিব। দায়ের থাকা সকল মোকদ্দমার একখানি রেজেষ্টরী বহী রাখিয়া তাহাতে ধার্য্যদিন ও হুকুমাদির সংক্ষেপ বিবরণ লিখিব। এবং যে সকল মোকদ্দমায় যে সকল দলীল দাখিলের প্রয়োজন হইবেক পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিয়া আনাইয়া যথা সময়ে তাহা মিছিলে দাখিল করিব। ঐ দলীলাদি যাহা আমার দ্বারা কি নিয়োজিত উকীলের দ্বারা দাখিল হইবেক তাহাও একখানি পাকা বহীতে জমা করিয়া যে আদালতে যে নম্বরের মোকদ্দমায় দাখিল, সেই মত খরচ লিখিব। কার্য্য সমাধা অন্তে ঐ সকল দলীল ফেরত লইয়া মহাশয়ের সমীপে পাঠাইয়া দিব ও তাহার রসীদ লইব। যে যে মোকদ্দমায়

যে সকল সাক্ষীর ইসমনবিশী দাখিল করিতে ও সাক্ষী উপস্থিত করাইতে হইবে পূর্ব্বাহ্লে তাহার সম্বাদ দিয়া সাক্ষীর নাম আনাইয়া ইসমনবিশা দাখল এবং সাক্ষী উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে উহারা যাহাতে যথার্থ কথা কহিতে শঙ্কা না করে ও ভীত না হয় এমত উপদেশ দিয়া যথা সাবধানে জবানবন্দী দেওয়াইব। সমন, সফীনা, ইস্তাহার আদি পরওয়ানার তলবানা ও বারবরদারী সময় শিরে দাখিল করিব এবং মোকদ্দমার সমগ্র অবস্থা যথা সময়ে নিয়োজিত উকীল, কাউনসলি, বারিষ্টার ও রেভিনিউ এজেণ্ট মহাশয়দিগকে বুঝাইয়া দিব এবং আবশ্যক মতে ফী আদি দাখিল করিব। আমার অনবধানতায় কোন কার্য্যের ক্ষতি ও হানি হইলে তাহার নিশা আমি করিব। আমার নিকট কালেক্টরী মালগুজারির টাকা কি পত্তনী তালুকাদির খাজানা ও মোকদ্দমা খরচের টাকা ও অন্য অন্য যে যে বাবুদে যখন যে টাকা পাঠাইবেন, তাহার জমা খরচ রাখিব ও ঐ সকল টাকার জমা খরচ মাস মাস সরকারে দাখিল করিব। কোন সময়ে কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে টাকা আনাইবার কাল সাবকাশ না থাকিলে হাওলাৎ আদির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব। কোন মতে সরকারী কর্ম্মের হানি হইতে দিবনা। কালেক্টরী পত্তনী মহলাদির সদর মালগুজারির টাকা কিস্তিমত যে মহলে যে পরিমাণ দাখিল করিতে হইবে তাহার সংবাদ অগ্রে লিখিয়া টাকা আনাইয়া লাটবন্দী ও নীলামের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে দাখিল করিয়া দিব, ও তাহার ডুপ্লিকেট চালান ও রসীদ লইব, এবং লাটবন্দী ও নীলামের ধার্য্য দিনের পূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। সরকারী তহবীলের টাকা সম্পূর্ণ সাবধানে লোহার সিন্দুকে রাখিব। ঐ টাকা কাহাকে কর্জ্জ বা হাওলাত দিবনা। ডিক্রীজারি আদির দরুণ যখন যে কোন রকমের যে কোন টাকা আদালত হইতে ফেরত লইতে হইবেক তাহা রসীদ দিয়া লইয়া জমা খরচ ভুক্ত করিয়া মনি অর্ডার মতে কি ইনশিওর রেজেষ্টরী পত্র যোগে, ডাকে, মহাশয় বরাবর পাঠাইয়া দিব। অপরের কৃত কোন ডিক্রী বা খরচার টাকা আদালত আদিতে দাখিল করিতে হইলে সম্পত্তি ক্রোক বা নীলামী ইস্তাহার জারির পূর্ব্বে দাখিল করিয়া দিব। সরকারের অগমতা যাহাতে না হয় তাহা করিব। কোন জমী-

দারী বা তালুকাদি সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করিবার অনুমতি হইলে সরকার হইতে পন সংখ্যার আদেশ আনাইয়া ঐ ধার্য্য পন পরিমাণ ডাক করিব, ও তাহার সার্টফিকেট ও খরীদা বয়নামাদি লইয়া পাঠাইয়া দিব। রেজেষ্টরী করাইবার জন্য যে সকল দলীল আমার নিকট আসিবেক তাহাও দলীল জমার বহীতে জমা করিয়া রেজেষ্টরী অন্তে ঐ বহীতে খরচ লিখিয়া পাঠাইয়া দিব। মহাশয়ের অনুমতি ভিন্ন আপোসে কোন দেনাদারের নিকট হইতে কোন পাওনা টাকা লইবনা, এবং আদেশ ব্যতীত কোন রাজীনামা কি সাকীনামা দাখিল করিবনা ও করাইবনা। উকীল মোক্তার দিগকে যখন যে চুক্তির টাকা ও বেতনভোগীদিগকে যখন যে বেতন দিব তাহাদিগের স্থানে তাহাব রসীদ লইয়া ফাইল করিব। সালতামামী জমা খরচ দাখিল কালে ঐ সকল যোগাড়ি কাগজ দর্শাইয়া ঐ ঐ খরচের মঞ্জুরা পাইব। কোন মোকদ্দমার আপাল করিবার প্রয়োজন হইলে দীর্ঘকাল মেয়াদ থাকিতে রায় ও হুকুম আদির নকল লইয়া রুজু করাইয়া দিব। হাইকোর্টে আপীল হইলে ঐ নকল ও ডিক্রী আদি মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। জিত হওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী, ফয়শালা আদি যাহা দলীল স্বরূপে গণ্য তাহা আদালত হইতে লইয়া সরকারে পাঠাইয়া দিব। আমার কোন পীড়া হইলে কি বিশেষ কোন কার্য্যের গতিকে অনুপস্থিতের সম্ভাবনা হইলে, আমার জিম্মার কাগজ পত্র ও তহবীলাদি আমার অধীনস্থ মোক্তারকে বুঝাইয়া দিয়া যাইব। ঈশ্বর না করেন যদি আমার কোন ত্রুটী ঘটনায় আমাকে কর্ম্মচ্যুত করেন তবে আমার পরিবর্ত্তে যাহাকে নিযুক্ত করিবেন তাহাকে আমার জিম্মার সমগ্র কাগজ পত্র ও তহবীলাদি চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া অব্যাহতি পাইব। আমার কৃত কার্য্যের মাতব্বরী জন্য নীচের তপশীলের লিখিত পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণ আমার নিজ জায়দাদ্ জামিনী স্বরূপ আবদ্ধ রাখিলাম। যাবৎ গৃহীত ভারের কার্য্য ও জিম্মার কাগজ পত্র ও দলীলাদি ও তহবীলের টাকা ও জমা খরচ আদি হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া আদালত পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি না পাইব তাবৎ আবদ্ধীয় বস্তু সকল কোন প্রকার দান বিক্রয়াদি সূত্রে হস্তান্তর করিতে পারিবনা। করিলে গ্রাহ্য হইবেকনা। আইন দস্তুর ও মোক্তারনামা ও কবুলতীর নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য

করিবনা। এতদর্থে স্বস্থ শরীরে, স্থির চিত্তে, কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ্

১। ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর কালেক্টরীর ২৮২৬ নং তৌজীভুক্ত পরগনে মনোহরপুরের অন্তঃপাতি মহল গিরিগড়, যাহার সদর মালগুজারী ৭২৷৮ টাকা ও হস্তবুদ ৪০২৮১৫ টাকা। ঐ মহলের আন্দাজী মূল্য ৪০০০৲ টাকা।

২। ঐ জেলার দানবডাঙ্গা পরগনার অন্তঃপাতি হরিধাম গ্রামের অন্তর্গত ৺ হরকালী করের জমাই জমীর উত্তর, সরকারী রাস্তার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, হরি ভূষণ দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র নাগের জমাই জমীর পশ্চিম, এই চৌহদ্দী স্থিত নিষ্কর মাঠান জমী ২৫/০ বিঘা, আন্দাজী মূল্য ৫০০৲ শত টাকা।

৩। ঐ জেলার দানবডাঙ্গা পরগনার অন্তর্গত বিজয়নগরের মধ্যে শ্রীযুত গোবর্দ্ধন মিত্রের আম্র বাগিচার উত্তর, সরকারী রাস্তার দক্ষিণ, রমনী মোহন প্রামাণিকের বাটীর পূর্ব্ব, ও অন্নদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমীর পশ্চিম, এই চৌহদ্দীস্থিত লাখেরাজ পুষ্করিনী ২/০ বিঘা, আন্দাজী মূল্য ৫০০৲ শত টাকা॥

কর্ম্মচারিগণের জামিন লইবার ধারা।

—*—

মাল ও হাজির জামিন পত্র।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু মাধবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পিতা ৺ কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাং বহরমপুর পঃ নদীয়া ডিভিজন ডিঃ হুগলি বরাবরেষু।

কর্ম্মচারী গণের কবুলতির মধ্যে পৃথক জামিনির পারিবর্ত্তে উহাদিগের স্বীয় সম্পত্তি আবদ্ধ হইতে পারে। মোক্তারের কবুলতী ও নায়েব তহশীলদারের কবুলতির শেষভাগ দৃষ্ট করিলে, ঐ প্রনালী জানিতে পারা যাইবে।

লিখিতং শ্রীগণেশচন্দ্র গুপ্ত, পিতা হেরম্বচন্দ্র গুপ্ত জাতি বৈদ্য সাং চন্দ্রগ্রাম পরগনে আরামপুর ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট ছাপরা—মাল ও হাজির জামিনী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমিদারী আদি এলাকাতের সদর কাছারী মোং চন্দনগড়ের কারকুনি কর্ম্মে, রাধাপুর পরগনার প্রিয়নগর নিবাসী শ্রীযুত শ্যামসখা সরকারকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্যের মাতব্বরী হেতু আমি উক্ত ব্যক্তির মাল ও হাজির জামিন হইয়া, আপন ও আপন স্বরূপ জন ও আপন উত্তরাধিকারিগণের পক্ষ হইতে এই জামিনিনামা লিখিয়া দিতেছি ও নিম্নের তপশীলের লিখিত ডিঃ শোন্‌পুরের কলেক্টরী ১১২নং তৌজিভুক্ত মহল অভিরামপুর আবদ্ধ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে পদস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি ঘটনায় বা উহার কৃত কোন তছরূপ কি খেয়ানৎ ক্রমে আপনকার যে কোন রকমে যে কোন ক্ষতি হইবেক তাহার দায়ী আমি রহিলাম। ঐ ক্ষতি আমি ইচ্ছাধীন আদায় করি উত্তম, নচেৎ তপশীলের লিখিত আমার জায়দাদ হইতে ও অনাটন স্থত্রে আমার অপর বিষয় বস্তু যাহা এক্ষণে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহা হইতে আদায় করিয়া লইবেন। কারকুন্ মজকুর আপন পদের হিসাব নিকাস্ ও জিম্মার বিষয় বস্তু আদি বুঝাইয়া দিয়া যাবৎ অবসর না পান, তাবৎ আমি এই জামিনতি হইতে অব্যাহতি পাইব না। কোন রকমে উহার প্রতি আইন জারী করিতে হইলে উহার সহিত একযোগে আমি দায়ী হইব ও হাজির করিয়া দেওনের আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ হাজির করিয়া দিব। এই জামিনির আবদ্ধীয় সম্পত্তি দান বিক্রয় কি অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে স্থির চিত্তে, মাল ও হাজির জামিনিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ।

প্রকারান্তর মাল জামিনী।

শ্রীযুত বাবু বিহারী লাল বসাক্, পিতা ৶ মোহনলাল বসাক্, জাতি স্বর্ণবণিক পেশা ব্যবসাদি সাং হুগলি বালি ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি

বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীব্রজগোপাল রায় পিতা ৶ নন্দগোপাল রায় জাতি ব্রাহ্মণ সাং গোপালপুর পঃ বোরো সবডিভিজন কাঁথি ডিঃ মেদিনিপুর—কস্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আপনার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৶ সর্ব্বমঙ্গলা দেবী কৈলাসবাটী মোকামে যে স্থাপিত আছেন, ঐ ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধিয় সমস্ত কার্য্যের তদারক ও আসবাব লওয়াজিমা ও আভরণাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও বাজারাদির উস্থল তহসিলের কর্ম্ম নিষ্পাদন নিমিত্ত ভদ্রপুর পরগনার উত্তরনগর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব বিশ্বাসকে উক্ত ঠাকুরবাটীর দারোগাগিরী পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তির কার্য্যের মাতব্বরী জন্য আমি উক্ত বিশ্বাসের মাল জামীন হইয়া মাল জামিনিনামা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপরিউক্ত ঠাকুরবাটী সম্বন্ধীয় কোন বিষয় বস্তু কি জিনিস পত্র তছরূপ মতে কিম্বা উহার লিখিয়া দেওয়া কবুলতির সর্ত্ত বহির্ভূত কার্য্যক্রমে আপনার যে কোন গতিকে যে কোন ক্ষতি খেয়ানত হইবেক, তাহার দায়ী আমি এবং আমার উত্তরাধিকারিগণ রহিলাম, ও রহিল। ঐ ক্ষতি খেয়ানত আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। তদন্যথায় আমার স্বনাম বেনাম স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু হইতে আদায় করিয়া লইবেন। পদস্থ ব্যক্তি আপন পদের হিসাব নিকাস ও বিষয় বস্তু বুঝাইয়া দিয়া যাবৎ অবসর ও অব্যাহতি না পাইবেক, তাবৎ আমি এই জামিনতি হইতে অব্যাহতি পাইব না।

অসমযোগ্য কি অধস্থ ব্যক্তি বরাবর কোন লিপি লিখিয়া দিতে হইলে, ঐ অসমযোগ্য ব্যক্তির নামের নিম্নে লিপিকর্ত্তার নাম লিখিত না হইয়া দুই শ্রেণীক্রমে লিখিত হয়। বর্ত্তমান কালে সকল লিখিত পঠিতের হেডিং দুই শ্রেণী ক্রমে লেখার নিয়ম।

এতদর্থে আপন ইচ্ছায় জামিন হইয়া মালজামিনিনামা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী

কর্ম্মচারি ও প্রজার প্রতি হুকুমনামাদি লিখিবার নিয়ম

—✱✱—

প্রজার প্রতি ইস্তেহার

পরগনে ইন্দ্রপুরের অধীন ডিহি চিত্রবাটীর ও তদন্তর্গত কিশমত ও মৌজা সমূহের সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ অবগত হইবা। সম্প্রতি ডিহি মজকুরের গ্রাম হায়ের মধ্যে, সাবেক ইজারদার শ্রীযুত হরিপদ হালদারের ইজারা আমলে তোমাদিগের যাহার যাহার যে যে জমী জমা, খারিজ দাখিল হইয়াছে, এবং যে সকল জমী জমা ঐ ইজারা আমলে নূতন পত্তন হইয়াছে, তাহার স্থিরীকরণ পূর্ব্বক পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এমতে ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে তোমরা ডিহির তহসিলদারের নিকট এক সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত হইয়া, ইজারা আমলের বন্দোবস্তী জমী জমাদির বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া উচিত জমায় নূতন পাট্টা লইবা। মেয়াদ গতে, তোমাদিগের কোন ওজর শুনা যাইবেকনা। ইতি। সন। তারিখ।

কর্ম্মচারীর প্রতি হুকুমনামা

হুকুমনামা বনাম শ্রীকৃষ্ণকান্তকর মণ্ডল, মালুম করিবা। সম্প্রতি লাট বসন্তপুরের অন্তঃপাতী তরফ শোভনহাটীর মধ্যে যে গুজারঘাট আছে, ঐ গুজারঘাটের সাবেক ইজারদারের ইজারার মেয়াদ, গত ২০ শে চৈত্র তারিখে অতীত হওয়ায় ঐ ঘাট খাস দখলে আসিয়াছে। উক্ত ঘাট অদ্যকার তারিখ হইতে তোমার জিম্মায় রাখা গেল। যাবৎ নূতন ইজারা বন্দোবস্ত না হয়, তাবৎ তুমি সরকারের তরফ হইতে উসুল তহসিল করিবা। রাধাবাটীর জমীদারদিগের হিস্সা রকম অর্দ্ধেকে উক্ত ঘাটের যে কর নির্দ্দিষ্ট আছে, তোমার তহসিলী সময়ের খাজানা সেই পরিমাণে তোমার স্থানে লওয়া

যাইবেক। দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত তুমি এই হুকুমনামা অনুসারে উক্ত ঘাটের উস্থল তহসিল করিবা। ইতি। সন। তারিখ।

প্রকারান্তর প্রজার প্রতি।

মৌজে সন্তোষহাটীর বাসেন্দা ভদ্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি মৌজে মজকুর একসা জরিপ মতে চলিত হার নিরিখে জমাবন্দী প্রস্তুত পূর্ব্বক তোমাদিগকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নিরিখ হার অনুসারে জমাবন্দী বিষয়ে যদি তোমাদিগের কোন ওজর আপত্তি থাকে তবে যাহার যে ওজর ঐ ওজরাতের দলীল সম্বলিত অদ্যাবধি পাঁচ দিবসের মধ্যে যাদবধামের কাছারী বাটীতে হাজির হইবা। মেয়াদ পরে তোমাদিগের কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইবেকনা। ইতি। সন। তারিখ।

পুন্যাহর চিঠি।

পরগনে কমলাপুরের অধীন লাট গোলোকগড় ও তদন্তঃপাতী মৌজায়াতের পত্তনিদারান্ ও ইজারদারান্ ও গোমস্তাগণ ও মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হালসানাগণ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি ১৬ ই আষাড় বৃহস্পতিবারের দিবস লাট মজকুরের শুভ পুণ্যাহর দিন ধার্য্য করিয়া তোমাদিগকে লেখা যাইতেছে যে তোমরা উক্ত তারিখে যথা নিয়মে লাট মজকুরের নায়েব ও তহসীলদারানের নিকট হাজির ও উপস্থিত থাকিয়া রীতিমত শুভ পুণ্যাহ করিবা। ইতি। সন। তারিখ।

ছাড় লিখন।

পরগণে আমীরপুরের অন্তঃপাতী লাট চিরঞ্জীবনগরের তহসীলদার শ্রীযুত ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি তিলকপাড়া নিবাসী শ্রীযুত ত্রিপুরানাথ তেওয়ারির দাখিলী দলীলাদির দ্বারা জানা গেল যে উক্ত লাটের অন্তর্গত মৌজে চাঁপাপুকুরের মধ্যে তেওয়ারিদিগের

পুরুষানুক্রমের ভোগ দখলী নিষ্কর জমী মওয়াজি ২১/০ একুশ বিঘা ও তদন্তর্গত বাগান্ পুষ্করিনী আদি আছে। সেমতে তোমাকে লেখা যায় যে উক্ত ভূমি আদি বিষয় যাহা মাল বলিয়া গণ্য করিয়াছ, তাহা খালাস দিবা। ইতি। সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ১২ ই বৈশাখ।

জমী জমাদীর পাট্টা লিখিবার ক্রম।

—✱✱—

করার পাট্টা।

ভূম্যাধিকারী
শ্রীঅমুক
সাং অমুক

করার পাট্টা জমী জমা মৌজে কামপাড়া পরগনে গোলোকবাটী ডিভিজন ডিঃ নদীয়া। সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ২৭ বৈশাখ।

প্রজা শ্রীরাজকিশোর হাজরা। পিতা ৺ কৃষ্ণকিশোর হাজরা সাং কামপাড়া।

আসামী———জমী———হার———কাত

বিং জরিপ——জমুল———নিরিখ———জমা

মহলুস দং হলধর হাজরা

বাস্তু————	৸১	৫৲	৪৲
উদ্বাস্তু————	।।০	৩।।০	১৸০
বাগাৎ————	৸০	৩৲	২।০
জলকর————	।১	২।।০	৸০
শালি আউওল—	১৸০	২।।০	৪।৴০
শালি দুয়েম——	১।০	২৲	২।।০
শালি চাহারম——	।।২	১।০	৸০
সুনা সুয়েম——	১/০	১৶০	১৶০
	৬৸৪	৫৩০	১৭।।০

উপরিউক্ত মওয়াজি ছয় বিঘা উনিশ কাঠা জমীর কাৎ মাফিক হার নিরিখ মং ১৭॥০ সাড়ে সতের টাকা জমা ধার্য্যে, তুমি ব্রজ কিশোর হাজরাকে পাট্টা দেওয়া গেল। তুমি সন সন, মাস মাস, কিস্তিবন্দী অনুসারে মালগুজারী সরবরাহ করিবা, কিস্তি খেলাপ হয়, দস্তরমত স্থদ দিবা। হাজা, শুকা, পতিতের কোন ওজর করিবানা। পথকর, পবলিককর দস্তর মত আলাহিদা দিবা। তদ্ভিন্ন সরকার হইতে কোন নূতন দরি অঙ্ক দিবার অনুমতি হইলে তাহাও ঐ জমার উপর বার আনিয়া সরবরাহ করিবা। প্রাগুক্ত নিয়মে কবুলতি লইয়া পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

জায় কিস্তিবন্দী।

সামান্য মেয়াদী পাট্টা।

শ্রীবনমালীপাল পিতার নাম শ্রীরামপাল সাং মালপাড়া সুচরিতেষু। মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ রঙ্গপুর পরগনে রামপুরের অন্তঃপাতী মালপাড়া গ্রামের মধ্যে রাখাল কুণ্ডুর বসত বাটীর পূর্ব্ব, সনাতন মালার বাগানের দক্ষিণ, হরা হাজরার জমাই জমীর পশ্চিম, গ্রামের সারে রাস্তার উত্তর, এই চৌহদ্দী স্থিত আমাদিগের পৈতৃক ভোগ দখলী ব্রহ্মোত্তর জমী আন্দাজি ৭/০ বিঘা যে আছে, উক্ত জমি মং ১১॥০ সাড়ে এগার টাকা জমায় বর্ত্তমান সন ১২৯৪ সাল হইতে সন ১২৯৭ সাল পর্য্যন্ত, এই চারিসন মেয়াদে তোমাকে পাট্টা দিলাম। তুমি উক্ত মেয়াদ পর্য্যন্ত সন সন, বিঃ নীচের কিস্তিবন্দী, উক্ত জমা আমাদিগের নিকট আদায় পূর্ব্বক জমী মজকুরা আবাদ তরদ্দুদ করিয়া উপসত্ব ভোগ করিতে রহ। পথকর পবলিককর আলাহিদা দিবা। এতদর্থে কবুলতি লইয়া পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন। তারিখ।

মোট মাল গুজারি————১১॥০

জায় কিস্তিবন্দী।

মাহ আষাড়—৪৲

মাহ আশ্বিন—৪৲

মাহ পৌষ——৩॥০

১১॥০ মং সাড়ে এগার টাকা মাত্র।

সামান্য মোকররী পাট্টা।

শ্রীউমেশচন্দ্র পরামাণিক ও শ্রীমনোহর পরামাণিক, পিতা ৺ রমেশ পরামাণিক, জাতি নাপিত সাং স্বর্ণভূম পঃ কনকপুর ডিভিজন ডিঃ হুগলি সচ্চরিতেষু।

মোকররী পাট্টা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ হুগলি পরগনে কনকপুর মৌজে স্বর্ণভূম আমার জমীদারী; ঐ গ্রামের মধ্যে তোমাদিগের মাতামহ ৺ কানাই প্রামাণিকের দং ভদ্রাসন বসতবাটীর জায়গা মায় পুষ্করিনী আন্দাজী ২৷৷৹ আড়াই বিঘা জমী, বিঃ নীচের চৌহদ্দী, যাহা মহত্রাণ সূত্রে তোমরা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলে, তোমাদিগের স্থানে ঐ মহত্রাণের দলীল দস্তাবেজ আদি তলব করায়, কোন দলীলাদি দর্শাইতে না পারিয়া আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক জমা স্বীকার করায়, উপরিউক্ত বসতবাটীর জায়গা মায় পুষ্করিনী সালিয়ানা মং ৩৷৷৹ সাড়ে তিন টাকা জমায় তোমাদিগকে মোকররী পাট্টা দিলাম। তোমরা সন সন, কিস্তিবন্দী অনুসারে, উপরিউক্ত মালগুজারী সরকারে আদায় করিয়া, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উপরিউক্ত ভদ্রাসন বাটী ও পুষ্করিনী পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবা। এই জমার উপর কখন কমি বেশীর আপত্তি হইবেকনা। পথকর, পবলিককর, দস্তর মত আলাহিদা দিবা। এতদর্থে কবুলতি পাইয়া মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

তপশীল কিস্তিবন্দী। তপশীল চৌহদ্দী।

প্রকারান্তর।

শ্রীযুত তারাপদ ঘটক, পিতা ৺ হরিপদ ঘটক, সাং সন্তোষডাঙ্গা পঃ লক্ষ্মীপুর ডিভিজন ডিঃ যশোহর। শুভ পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ যশোহর পরগনে লক্ষ্মীপুরের অন্তঃপাতী মৌজে সন্তোষডাঙ্গা আমার

সকল লেখা পড়ার অন্তর্গত জমী, সন, ও টাকা ইত্যাদির অঙ্ক, প্রতারণা পরিহারার্থ, অঙ্ক ও অক্ষরে লেখা বিধি।

পত্তনি তালুক। ঐ গ্রামের মধ্যে রামার বেড় নামক জায়গা মায় বাগান্ পুষ্করিনী অন্দাজী ১২/০ বার বিঘা জমীর কাৎ সালিয়ানা মং ৯৲ নয় টাকা জমায় তুমি পাট্টা পাইয়া দখলিকার আছ। ঐ জায়গার জমী, জরীপে, পাট্টার লিখিত বার বিঘা অপেক্ষা ৪।।০ সাড়ে চারি বিঘা বেশী হওয়ায়, ঐ বেশী জমী মওয়াজি ৪।।০ সাড়ে চারি বিঘা, প্রত্যেক বিঘা বাৎসরিক ১৲ টাকার হারে মং ৪।।০ সাড়ে চারি টাকা জমায়, তোমাকে পুনরায় পাট্টা দেওয়া গেল। তুমি সাবেক চৌহদ্দী অনুসারে, পূর্ব্ব পাট্টার লিখিত বার বিঘা ও হাল জরীপ সূত্রে বেশী ৪।।০ সাড়ে চারি বিঘা একুন ১৬।।০ সাড়ে ষোল বিঘা জমীর কাৎ, পূর্ব্ব জমা ৯৲ টাকা ও হাল বেশী জমীর জমা ৪।।০ সাড়ে চারি টাকা, একুন মোট ১৩।।০ সাড়ে তের টাকা জমা, সন সন, কিস্তিবন্দী অনুসারে সরকারে আদায় করিয়া, উক্ত জায়গা সমেত বাগান পুষ্করিনী, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতেছ ও করিতে থাক। ইহাতে কমি বেশীর আর কোন আপত্তি নাই। পথকর ও পবলিক কর দস্তর মত আলাহিদা দিবা। তদ্ভিন্ন কোন দরি অঙ্কের নিয়ম হইলে তাহাও দিবা। নীচের লিখিত কিস্তি খেলাপ হইলে রীতিমত সুদ দিবা। এই করারে কবুলতি লইয়া মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

হাট জমার পাট্টা।

শ্রীকালু মণ্ডল, পিতা ভেলু মণ্ডল, সাং কৈলাশ ডাঙ্গা পঃ শ্যামগড় সুচরিতেষু।

কস্য হাট জমার মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমার ইজারা মহল ডিভিজন ডিঃ দিনাজপুর পরগনে শ্যামগড়ের অন্তঃপাতী তরফ প্রিয়বাটীর সামিল মৌজে কৈলাসডাঙ্গার মধ্যে যে হাট আছে, ঐ হাট, তুমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত করায়, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, ইস্তক সন ১২৯৩ সাল নাং সন ১২৯৫ সাল এই তিন সন মেয়াদে, সালিয়ানা মং ২৮২ দুই শত বিরাশী টাকা জমা ধার্য্যে, পরগনে উৎসবগড়ের উত্তরপাড়া নিবাসী

প্রত্যেক পাট্টার অনুরূপ কবুলতি হইবেক, কেবল দাতা ও গ্রহীতার নামের ও কর্ম্মক্রিয়ার ব্যত্যয় মাত্র।

শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্ল্লভচৌধুরীর মালজামিনের মাতব্বরীতে, উক্ত হাট তোমাকে বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিলাম। তুমি মেয়াদতক উক্ত জমা, সন সন, মাস মাস, নীচের কিস্তিবন্দী অনুসারে সরকারে আদায় পূর্ব্বক, সাবেক দস্তর মত তহাটের দান তোলাদি গ্রহণ করিতে থাকিবা। কিস্তি খেলাপ হয় দস্তর মত সুদ দিবা। সালতামামি বা কোন কিস্তির খাজানা আদায় না করহ, চলিত আইন জারীর দ্বারা আদায় হইবেক। এই জমার প্রতি কোন প্রকারে কমির ওজর করিতে পারিবানা। গ্রাম-প্রথামত যখন যে হুকুম প্রকাশ হইবেক আমলে আনিবা। হাট সম্বন্ধে কোন প্রকার ক্ষতি করিলে তাহার দায়ীক তুমি হইবা। এবং সেই ক্ষতি পূরণের দাবীতে তোমার নামে রীতিমত আদালতে নালিশ করিয়া, তোমার ও তোমার জামিন্‌দারের স্থান হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইব। এতদর্থে কবুলতি লইয়া মেয়াদী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ফলকর জমার পাট্টা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র দাস, পিতা ৺ গোপীনাথ দাস, সাং কুশলগ্রাম পঃ নন্দনপুর ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি সুচরিতেষু।

ফলকর জমার মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি মহল্লা বালির মধ্যে আমার মহাত্রাণ আম্র কাঁঠাল আদির বাগিচা যে আছে, ঐ বাগিচার ফলকর আদি তুমি জমা লইবার প্রার্থিত হওয়ায়, ইস্তক সন ১২৯৩ সাল নাং সন ১২৯৭ সাল এই পাঁচ সন মেয়াদে, উক্ত বাগানের আম্র কাঁঠাল তাল নারিকেলাদি ফলকর, সালিয়ানা মং ৮১৲ টাকা জমায় তোমার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এই পাট্টা দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি মেয়াদ পর্য্যন্ত সন সন, উপরি উক্ত মালগুজারির টাকা নীচের কিস্তিবন্দী অনুসারে সরকারে আদায় করিয়া ঐ সকল ফলকর ভোগ করিবা। কোন প্রকারে কোন বৎসর ফল কম জন্মিলে, কি অজন্মা হইলে, রাজস্ব আদায়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবানা, করিলে গ্রাহ্য হইবেকনা। কিস্তিমত টাকা না দিলে শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হারে সুদ দিবা। খাজানা আদায়ে শৈথিল্য করিলে, তোমার নামে চলিত আইনের বিধান মতে নালিশ করিয়া আদায় করা

যাইবেক। তদ্ভিন্ন আমি ইচ্ছা করিলে ফল ক্রোক দিয়া আপন এক্তারে বাকি খাজানা আদায় করিয়া লইতে পারিব। পথকর ও পবলিককর দস্তুর মত আলাহিদা দিবা। রাজখাস ও মিছরীকন্দ ও অপূর্ব্বখাস নামে উক্ত বাগানে যে ৩ টী আম্র বৃক্ষ আছে, তাহা সরকারের খাসে রহিল। ঐ ফল লইতে পারিবানা। উল্লিখিত জমা ব্যতীত প্রতি বৎসর মাহ জ্যৈষ্ঠতে ভাল আম্র ৬০০ শত, কাঁঠাল ১৬ টা, তালসাঁস ৫০০শত ও মাহ আশ্বিনে নারিকেল ১৫০ শত দিবা। ঐ সকল ফলের মূল্য উল্লেখে কোন দাবি করিতে পারিবানা। বাগিচার সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিবা। সকল বৃক্ষের পাট ও গোড়া খোঁড়াদি উত্তমরূপে করিবা। তোমার অযত্নে কোন বৃক্ষ মারা না যায়। খাজনার দং যখন যে টাকা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। বিনা চেক দাখিলা আদায়ের আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না। এতদর্থে কবুলতি পাইয়া মেয়াদী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

ধান ঠিকার পাট্টা।

শ্রীযুত পার্ব্বতী প্রসন্ন পাঁজা, পিতার নাম ৺ পরমেশ্বর প্রসাদ পাঁজা, জাতি উগ্রক্ষত্রী পেশা চাষ আদি, সাং প্রহ্লাদপুর, পং প্রিয়নগর, ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট পাবনা, সুচরিতেষু।

লিখিতং শ্রীশম্ভুসদয় সাঁতরা, পিতা ৺ সদয়হৃদয় সাঁতরা, জাতি সৎ-গোপ, পেশা চাকুরি আদি, সাং সদানন্দবাটী পং সুরত নগর সব ডিভিজন সোনাপাড়া ডিষ্ট্রীক্ট পাবনা—ধান ঠিকার মোকররী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ পাবনা সব ডিভিজন সোনাপাড়া পঃ সুরত

যে যে প্রকারের যত পাট্টা লিখিত হইল, ঐ সংখ্যক কবুলতিও, লিখিত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ পাট্টা ও কবু-লতির একই পাঠ, কেবল করিবা করিব, দিবা দিব, ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্র।

নগরের অন্তঃপাতি মৌজে সদানন্দ বাটীর মধ্যে হলধর হাজরার জমাই জমীর পূর্ব্ব, শ্রীদাম গড়ায়ের জোত জমীর পশ্চিম, হরিহর দাসের জমাই জমীর দক্ষিণ, বেদকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়র ব্রহ্মোত্তর জমীর উত্তর, এই চৌহদ্দী মধ্যে আমার খরিদা মহত্রাণ ৫ কিতার কাত্ একবন্দে মওয়াজি ১১/০ এগার বিঘা জমী যে আছে, ঐ জমীর রাজস্ব নগদানের পরিবর্ত্তে, সালিয়ানা হৈমন্তিক ধান্য ১৭ সতের বিশ ধার্য্য মতে, তোমার প্রার্থনা অনুসারে, তোমাকে ধান ঠিকায় বিলি করিয়া এই পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উক্ত জমীর আল আটন, সীমানা সরহদ্দ, বজায় রাখিয়া দস্তুর মত আবাদ পূর্ব্বক সন ২ নগদ খাজানার পরিবর্ত্তে উপরিউক্ত ১৭ সতের বিশ হৈমন্তিক ধান্য, প্রতি সন মাহ পৌষের মধ্যে আমার নিকট আদায় করিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে জমী মজকুরা ভোগ করিতে থাকিবা। হাজা, শুকা, পতিত, অজন্মা ও মাহার্ঘ্যাদি সূত্রে উক্ত রাজস্ব স্বরূপ ধান্য আদায় পক্ষে কথন কোন আপত্ত করিলে, গ্রাহ্য হইবেনা। উপরি উক্ত মাহ পৌষে ধান্য আদায় না দিলে প্রতি মাসে প্রতি এক বিশে, এক আড়ি করিয়া ধান্য সুদ স্বরূপে দিবা।• রাজস্ব স্বরূপ উল্লিখিত ধান, অথবা তাহার বাজার দর অনুযায়ী মূল্য, আদায় না করিলে, ঐ ধান্য অথবা তাহার মূল্য বাবত তোমার নামে নালিশ হইয়া, সুদ মায় খরচা আদায় করা যাইবেক। পথকর পবলিককরের দং নগদ ১৲ টাকা আলাহিদা দিবা, অনাদায়ে তাহারও নালিশ চলিবেক। যে ১৭ সতের বিশ ধান্য দিবার নিয়ম রহিল, ঐ ধান্য ৮২॥৶০ ভরি ওজনের, সেরের ২॥ সেরা কাঠার মাপের যে বিশ, সেই বিশের মাপে দিবা। তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেনা, এবং ডহর নাগরা, কি রামশাল, কি চামনমণি ভিন্ন অন্য মোটা ধান দিতে পারিবানা। যখন যে ধান্য দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। বিনা দাখিলা আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য হইবেক। এতদর্থে স্থির চিত্তে সাজাধান ঠিকার মোকররী পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

ভাগজোত বিলির পাট্টা।

শ্রীসহায়রাম দাস, পিতার নাম মৃত অভয় রাম দাস, জাতি কৈবর্ত্ত, পেশা চাষ আদি, সাং সম্ভ্রান্তপুর পং শান্তিনগর, সব ডিভিজন সোনাডাঙ্গা, ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ, সুচরিতেষু।

লিখিতং শ্রীজানকী জীবন রায়, পিতা শ্রীযুত রাম রঞ্জন রায়, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং জামগ্রাম পং জামালপুর ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ—ভাগজোত বিলির মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ, সব ডিভিজন সোনাডাঙ্গা পং শান্তিনগরের অন্তঃপাতি মৌজে সম্ভ্রান্তপুরের মধ্যে, সোনাজোলের মাঠে, হরিহর ঢুলের জমীর পূর্ব্ব ও উত্তর, শোভারাম মাঝির জোত জমীর দক্ষিণ ও পশ্চিম, এই চৌহদ্দীস্থিত একবন্দে এককিতা ৫।০ বিঘা, ও ঐ গ্রামে চাঁচুড়ি বিলের দক্ষিণ মাঠের, হারাণ হুঁয়ের জমীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, ও আতাবদ্দি শেখের জমাই জমীর উত্তর ও পশ্চিম, ১ বন্দে, ৩ কেতা, ৩।০ বিঘা, মোট ২ বন্দে, ৪ কিতার কাত মওয়াজি আট বিঘা আমার মোকররী জমাই জমী যে আছে, ঐ জমী বর্ত্তমান সন ১২৯৩ সাল হইতে আগামী ১২৯৭ সাল পর্য্যন্ত এই ৫ পাঁচ সন মেয়াদে, তোমাকে ভাগ-জোতে বিলি করিয়া এই পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উক্ত জমীর আলি আটন, ও সীমানা সরহদ্দ পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিয়া, রীতিমত, সার, মাটী, ক্ষোল লবণাদি দ্বারা নিজ ব্যয়ে হৈমন্তিক আমন ধান্য আবাদ করিয়া ধান্য কাটি-বার কাল উপস্থিত হইলে আমাকে সংবাদ দিবা। আমি স্বয়ং যাইলে, অথবা আমার পক্ষের বিশ্বাসী লোক পাঠাইলে পরে, ঐ লোকের সমীক্ষায় ধান্য ছেদন কবিবা। যে যে জমীতে গুস্তি যত পাঁজা ধান্য হইবে তাহার একটী নিদর্শন ফর্দ্দ তোমার হস্তে ও আমার লোকের নিকট থাকিবেক। পরে ঐ পাঁজা, আটি বাঁধা মতে, উভয় বিশ্বাসী স্থানে খামারে উঠাইয়া, আছাড়াই বার সময় আমার লোকের সম্মুখে আচড়াইয়া মাড়িয়া, মাপ মতে অর্দ্ধেক ধান্য ও অর্দ্ধেক বিচালি আমার বাটীতে নিজ ব্যয়ে পোঁছাইয়া দিবা ও অর্দ্ধেক ধান খড় তুমি লইবা। উক্ত জমীর রাজস্ব আমার জিম্মায় রহিল, এবং আবাদ খরচ সমস্ত তোমার জিম্মা। ঐ অর্দ্ধেক পরিমাণ ধান খড় ভিন্ন

তোমাকে খাজানা সববে আর কিছু দিতে হইবেনা। যদি তঞ্চকতা ক্রমে ঐ জমি মেয়াদ মধ্যে কোন সনে আবাদ না করিয়া পতিত ফেলাইয়া রাখহ, তবে অর্দ্ধেক রকম ধান খড় পরিমাণ মূল্যের দাবিতে তোমার নামে নালিশ হইয়া, মায় খরচা তোমার স্থানে আদায় করিয়া লওয়া যাইবেক। হাজা শুকা, অজন্মা, আদি স্বত্রে ফশল কম হওয়া হেতু কোন আপত্তি হই-বেকনা। তবে, সার, মাটী ক্ষৌল, লবণাদি না দেওয়া জন্য, ও সময় শিরে আবাদ না করা জন্য, কম ফসল হইলে, তোমার প্রতি আপত্তি চলিবেক। ভাগ জোতের সমগ্র ধান খড় আমাকে দিলে তাহার রসীদ তোমাকে দেওয়া যাইবে। বিনা রসীদ আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য। এতদর্থে কবুলতি পাইয়া ভাগজোত বিলির মেয়াদী পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১২৯৩ সাল। তারিখ ১১ বৈশাখ

জমী জমা সম্বন্ধে প্রজাদির স্থানে কবুলতী লইবার নিয়ম।

—❋❋—

সামান্য কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব, পিতা ৺ নগেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়, সাং সহর কলিকাতা জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকমললোচন কর, পিতা ৺ পদ্ম লোচন কর, জাতি কায়স্থ পেশা ব্যবসাদি সাং স্বগন্ধিপুর পং চন্দনগাছা ডিভিজন ডিঃ পাবনা— কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ পাবনা পরগনে চন্দনগাছা মৌজে স্বগন্ধিপুর মহাশয়ের জমীদারী। ঐ গ্রামের মধ্যে হলধর দাসের পুষ্করিনীর উত্তর, রাঘব বাগদীর দং পতিত জমির পূর্ব্ব, কেনারাম কুণ্ডুর বাঁশবাগানের দক্ষিণ, রামদাস বৈরাগীর বাটীর পশ্চিম, এই চতুঃসীমার মধ্যে আন্দাজী ১।৩ এক বিঘা আট কাঠা জমী, আমাকে বসবাস করিতে পাট্টা দিলেন। ইহার রাজস্ব সালিয়ানা মং ৩৸০ তিন টাকা বার আনা, সন সন, কিস্তি কিস্তি, মহাশয়ের সরকারে আদায় করিব। কিস্তি

খেলাপ হয়, মাফিক দস্তুর স্থদ দিব। গ্রাম-প্রথামত যখন যে অনুমতি করিবেন, আমলে আনিব। এই জমী জরিপ হইলে যদি মাপে বেশী হয় তাহার আলাহিদা খাজানা দিব। পথকর ও পবলিককর দস্তুর মত দিব। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

জায় কিস্তিবন্দী।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তথা শ্রীযুত বাবু ব্রজ মোহন বন্দোপাধ্যায়, পিতা ৺ জগমোহন বন্দোপাধ্যায় সাং ব্রজেশ্বরপুর পঃ নলদি সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন নড়াইল জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীতিনকড়ি তিওর, পিতা ৺ সাতকড়ি তিওর, সাং আনন্দ বাজার ডিভিজন ডিঃ যশোহর—কস্য কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ যশোহর সবরেজেষ্টরী থানাবাটী পরগনে দেবনগরের সামিল মৌজে স্থরহাটী মহাশয়দিগের পত্তনী তালুকের মধ্যে, বিং নীচের তপসীল, মওয়াজি ৫।৪ পাঁচ বিঘা চোদ্দ কাঠা জমি, সালিয়ানা মং ১৩।০ তের টাকা চারি আনা জমায় আমাকে পাট্টা দিলেন। আমিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত জমা স্বীকার করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে, সন সন মাফিক কিস্তিবন্দী, উক্ত জমা মহাশয়দিগের সরকারে আদায় করিব, কিস্তি খেলাপ হয় দস্তুর মত স্থদ দিব। হাজা, শুকা, পতিত আদির কোন ওজর করিবনা। সরকার হইতে কোন দরি অঙ্ক দিবার অনুমতি হইলে ঐ জমার উপর বার আনিয়া সরবরাহ করিব। পথকর, পবলিককর, দস্তুর মত দিব। এই করারে পাট্টা পাইয়া কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ॥

যে সমস্ত পৃথক পাট্টা ও কবুলতি লিখিত হইল, পরস্পর এক ঐক্য নাই। যেমত পাট্টার অনুরূপ কবুলতি, তেমত কবুলতির অনুরূপ পাট্টা হইয়া থাকে, অনুরূপ লিখিলে বাহুল্য হয় এবং শিক্ষার্থিরা সকল প্রকার জানিতে পারে না বিধায়, ভিন্ন ২ লেখা গেল।

আস্বামী———জমী———হার———নিটংকাং

রকুবা———অঙ্ক———নিরিখ———জমা			
বাস্তু———	।8	৩৸৹	১৷৶৹
বাগাত———	৸১	২৷৹	২৲
বাঁশ———	।২	১৸৵৹	৷৵১৹
শালি স্বয়েম—	২/৹	১৸৹	৩৷৹
স্বনা আউওল--	১।৹	১৷৹	১৸৵৹
ইক্ষু———	৷।৩	৩৵৹	২৲১৹
তুং———	/8	৭৷৹	১৷৹
	৫৷8	৲৹ঃ	১৩।৹

সওয়াজি পাঁচ বিঘা চৌদ্দকাঠা জমি।

মোট মালগুজারী——

১৩।৹

জায় কিস্তিবন্দী——

মাহ আষাড়——৩৲

মাহ আশ্বিন——৪৲

মাহ পৌষ—— ৪৲

মাহ ফাল্গুন— ২।৹

১৩।৹মং সওয়া তের টাকা মাত্র।

গুজার ঘাটের কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী বসু, পিতা ৺ রাস বিহারি বসু, সাং কেশবপুর পং যাদবরাটী ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পালিত, পিতার নাম ৺ হরেকৃষ্ণ পালিত, জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরী সাং অম্বিকা পঃ অম্বিকা সব ডিভিজন কালনা জেলা

বৰ্দ্ধমান—ঘাট জমার কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের তালুক ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বৰ্দ্ধমান পঃ নন্দবাটীর অন্তর্গত লাট উৎসবপাড়ার সামিল মৌজে উল্লাসবাটীর মধ্যে যে গুজার ঘাট আছে, ঐ ঘাট ইতিপূর্ব্বে ইজারা আমলে মং ৬১৲ একষট্টী টাকা জমায় ঐ সাকিমের মদন মাঝির ইজারায় ছিল। সম্প্রতি ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়ায়, আমি সাবেক জমার উপর ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেশী জমা স্বীকারে, পাঁচ সন মেয়াদে, ঘাট মজকুরা বন্দোবস্ত করিয়া লওনের প্রার্থনায় দরখাস্ত করায়, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া, ইস্তক ১২৯৩ বারশত তিরানব্বই সাল নাগাইদ ১২৯৭ সাতানব্ব-ই সাল এই পাঁচ সন মেয়াদে, সালিয়ানা মং ১০১৲ একশত এক টাকা জমা ধার্য্যে জামিনির পরিবর্ত্তে ১০০৲ একশত টাকা ডিপাজিট রাখিয়া ঐ ঘাট আমাকে পাট্টা দিলেন। আমিও উপরিউক্ত জমা স্বীকার পূর্ব্বক কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে, সন সন, বিং নীচের কিস্তিবন্দী, জমা মজকুরা মেয়াদ তক্ সরকারে আদায় পূর্ব্বক, ঘাট মজকুরার গুজার কর আদায় তহসীলে দখলিকার থাকিব। কিস্তিখেলাপ হয়, মাফিক দস্তর সুদ দিব। আইন বহির্ভূত কর আদি গ্রহণ করিবনা, এবং নিরূপিত স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে, অপর জমীদারের সহিত সাজশ মতে, নূতন ঘাট পত্তন করিয়া আমল মামুল সরকারের দখলি ঘাটের প্রতি কোন বিঘ্ন ব্যাঘাত করিবনা, যদি করি তদ্দণ্ডে মেয়াদ সত্বে আপন এক্তিয়ারে খাস করিয়া লইবেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি এই ঘাট খাস হওয়া সম্বন্ধে উত্তর কাল কোন হুকুম জারী হয়, তবে যে তারিখ হইতে ঐ হুকুম মতে আমাকে বেদখল হইতে হইবেক, তাহার অতিরিক্ত কোন দাবী আমার উপর থাকিবেকনা। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

জলকর জমার কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতা ৺ মহানন্দ রায়, সাং বৌবাজার সহর কলিকাতা ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরতন মালো, পিতার নাম ৺ হরিশ মালো, জাতি মালা, পেশা

ব্যবসা সাং রাধাডাঙ্গা পঃ সাতোর ডিভিজন ডিঃ খুলনিয়া—কস্য মেয়াদী জলকর জমার কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে--আপনার ইজারা মহল ডিভিজন ডিঃ খুলনিয়া পরগনে সাতোরের সামিল ডিহি সুধাগড়ের অন্তঃপাতী তরফ অমৃতধামের মধ্যে, মধুখালি নামক যে জলকর আছে, ঐ জলকর আমি বন্দো বস্ত করিয়া লওনের প্রার্থিত হওয়ায় আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া, ইস্তক সন ১২৯৩ নাগাইদ সন ১২৯৫ সাল এই তিন সন মেয়াদে সালিয়ানা মং ১১৫৲ টাকা জমা ধার্য্যে জলকর মজকুরা আমাকে পাট্টা দিলেন। আমিও উক্ত জমা স্বীকারে এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে, মেয়াদতক্ জমা মজকুরা, সন সন, মাস মাস, বিং নীচের কিস্তিবন্দী, সরকারে আদায় পূর্ব্বক, জলকর মজকুরায় দখলিকার হইয়া দস্তরমত মৎস্যাদি ধরিয়া উপস্বত্বাদি ভোগ করিতে থাকিব। কিস্তি খেলাপ হয় দস্তর মত সুদ দিব। সাংবৎসরিক কিস্তি সমূহের, বা কোন কিস্তির খাজানা আদায় না করি, আইন জারীর দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। শুষ্ক, জলপ্লাবন ও অজন্মা ইত্যাদি কোন বাব সববে খাজানা আদায়ের ওজর আপত্তি করিব না। সীমানা সরহদ্দ সাবেক মত বজায় রাখিব। উপরি উক্ত মালগুজারীর টাকা ব্যতীত, সন সন, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাহায় দুই মণ করিয়া মৎস্য সরকারে দিব। পথকর, পবলিককর, রীতিমত আলাহিদা দিব। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

তঁপসীল কিস্তিবন্দী।

ইসাদী।

চালান ও চেক দাখিলা আদি লিখিবার নিয়ম।

চালান।

চালান রূপেয়া বাবুদে খাজানা ইজারা মহল লাট কমলানগর পং উজ্জ্বলপুর বরাবর শ্রীযুত বেনওয়ারিলাল বাবু জমীদার মহাশয়। সন ১২৯৩ বারশত তিরেনব্বই সাল। তারিখ ৭ শ্রাবণ।

আসামী——————————তঙ্কা

নিজরোজ।

গুং হারাণ পাইক

নগদ——————————৪১৬৲

গাভীঘৃত ⁄৭৷৷ সেরের

কাৎ দাম——————————৫৲

একুন——————————৪২১৲

মং চারিশত একুশ টাকা

যে ব্যক্তি দ্বারা টাকা চালান হয়, তাহার নাম, চালানের উপরে, দক্ষিণাংশে, লিখিত হয়।

পত্তনি, দর পত্তনি, মোকররী অথবা দর মোকররী মহলের খাজানা হইলে তাহাই উল্লেখ এবং যাহার বরাবর পাঠান যায় তাহার নাম লিখিত হয়। জিনিসের চালান হইলে, চালান জিনিস অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে, অমুক বরাবর, এবং যত বস্তা যত ওজন ও গুন্তি যত তাহাও লেখা আবশ্যক।

বায়নার টাকার রসীদ।

শ্রীযুত কৃষ্ণপদ মুস্তোফী পিতা ৺ বামাপদ মুস্তোফী, সাং হুগলি বালি ডিভিজন ডিঃ হুগলি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীশ্যামাপতি বসু ও শ্রীযদুপতি বসু, পিতা ৺ শ্রীপতি বসু জাতি কায়স্থ সাং পার্ব্বতীপুর পং নদীয়া ডিভিজন ডিঃ যশহর। কস্য রসীদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমানের মোতালক পরগনে রাজীবনগরের সামিল ডিহি চৈতন্যপুর আমাদিগের জমীদারী। ঐ ডিহির অন্তঃপাতী মৌজে কল্যানবাটী সমেত কিসমত শোভাডাঙ্গা ও পটী কেলিগঞ্জ এক লক্ষ তিন মৌজা, বাদ সরঞ্জামী ও মালিকানা, মং ১১৭২।।০ এক হাজার এক শত বাহাত্তর টাকা আট আনা সালিয়ানা জমায় মং ২৯০১৲ দুই হাজার নয় শত এক টাকা পন বাহায় আপনার প্রার্থনা মতে আপনাকে পত্তনী দেওয়া ধার্য্য করিয়া ঐ ধার্য্য পনের মধ্যে আর।১৩ ৯৪৮১ নম্বরের এক কেতা গবর্ণমেণ্ট নোটের কাং মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পাইলাম। বাকী টাকা দিলে রীতিমত পত্তনী পাট্টা দেওয়া ও কবুলতি লওয়া হইবেক। এতদর্থে রসীদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর রসীদ।

পূজনীয় শ্রীযুত অঘোরনাথ সরকার, পিতা ৺ ভোলানাথ সরকার মহাশয়, সাং হরিবাটী পং রামপুর ডিভিজন ডিঃ হুগলি শ্রীচরণেষু।

লিখিতং শ্রীপ্যারীমোহন পালিত ও শ্রীদীনবন্ধু পালিত পিতা ৺ পীতাম্বর পালিত সাকিম কর্ণপুর পং রঞ্জিতপুর ডিভিজন ডিঃ হুগলি—রসীদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমাদিগের পিতা ৺ পীতাম্বর পালিত মহাশয় বর্ত্তমানে, জেলা হুগলীর বনমালিপুর নিবাসী শ্রীযুত রাখালদাস নন্দীর নামীয় সন ১২৯৩ সালের ১৫ ই পৌষ তারিখের লিখিত ৪১০০৲ চারি হাজার এক শত টাকার এক কেতা তমস্সুক ও মোকদ্দমা খরচ কারণ নগদ

মং ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা, উক্ত নন্দীর নামে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত, মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ৺ পিতা মহাশয়ের পরলোক হওয়ায়, নন্দী মজকুর আমাদিগের সহিত রফা নিষ্পত্তিমতে, কথক টাকা নগদ আদায় দিয়া, বাকীর কিস্তিবন্দী করিতে উদ্যত আছেন। এমতে উক্ত নন্দীর নামীয় ঐ তমস্সুক ও মোকদ্দমা খরচের দং মবলগে ৩৫০৲ তিন শত পঞ্চাশ টাকা, আপনকার নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়া স্মরণার্থে এই রসীদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

—⁕⁕—

ইজারা বন্দোবস্তের রীতি।

ইজারা সম্বন্ধীয় হুকুমনামা।

শ্রীযুত বাবু বিদ্যাধর বিশ্বাস সাং বিষপাড়া অবগত হইবেন।

ডিভিজন ডিঃ চব্বিশ পরগনার মোতালক্ পঃ কৃষ্ণপুরের সামিল আমার জমীদারী চক্ চন্দনগড় মায় অন্তঃপাতী তরফ ওগয়রহ যাহা শ্যামহাটী নিবাসী শ্রীযুত শ্যামানন্দ সরকারের ইজারায় ছিল, ঐ ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়ায়, উক্ত চক মায় তরফ্ দিগর সজল স্থল আদ্যোপান্ত সমগ্র মহল, সেওয়ায় সরঞ্জামি, মং ১৯৫০১৲ উনিশ হাজার পাঁচ শত এক টাকা সালিয়ানা জমায়, বর্ত্তমান সন হইতে ৫ পাঁচ সন মেয়াদে, আপনার প্রার্থনা মতে আপনাকে ইজারা দেওয়া গেল। আপাততঃ মহল খালি থাকায় এবং সাবেক ইজারদার প্রজা দিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে বিধায়, রীতিমত পাট্টাকবুলতি আদি লিখিত পঠিত করিয়া দেওয়া লওয়ার অবকাশ না হওয়ায়, এই হুকুমনামা ও প্রজাদিগের নামে আলাহিদা আমলনামা দেওয়া যাইতেছে। আপনি এই হুকুমনামা ও আমলনামা অনুসারে ইজারদার স্বরতে মহলে দখলিকার হইয়া খাজানা আদি উসুল তহসীল করিতে থাকিবেন। পশ্চাৎ রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্তে পাট্টা কবুলতি দেওয়া লওয়া যাইবেক। তাহার অন্যথা হইবেকনা। ইতি। সন। তারিখ।

ইজারা'র পাট্টা।

শ্রীযুত বাবু প্রকৃতিপ্রসাদ পাল, পিতা ৺ গোবর্দ্ধন প্রসাদ পাল, জাতি সৎগোপ পেশা ব্যবসাদি সাং পার্ব্বতীপুর পঃ পাথরনগর ডিভিজন ডিঃ পূর্ণিয়া।

লিখিতং শ্রীহংসেশ্বর হালদার, পিতা ৺ হলধর হালদার, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমিদারী আদি সাং হিজলি পং হরিপাড়া ডিভিজন ডিঃ মালদহ—কস্য মেয়াদী ইজারা পাট্টা পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ বাখরগঞ্জ পরগনে শ্যামপুকুরের সামিল মৌজে চন্দ্রপাড়া আমাদ্দিগের কালেক্টরী জমিদারী। ঐ মৌজা সমেৎ মাল, সায়ের, রায়তি, খামার, ও জলকর, ফলকর, বনকর ও হাসীল পতিত ওগয়রহ যাবতীয় দরবস্ত হকুক্, বিমজ্জিম জমাওয়াসীল বাকীর খূঁট আদায় উস্যুল, সালিয়ানা মং ২৮১১।৶০ টাকা জমা তাহার মধ্যে সরঞ্জামি খরচ মং ৯০৲ নব্বুই টাকা বাদে বাকী মবলগে ২৭২১।৶০ দুই হাজার সাতশত একুশ টাকা ছয় আনা টাকা জমা স্বীকারে জামিনির পরিবর্ত্তে নগদ মং ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা ডিপাজিট রাখিয়া আপনি ইজারা লওনের দরখাস্ত করায়, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া উক্ত মহল উপরিউক্ত মং ২৭২১।৶ টাকা সালিয়ানা জমাতে, ইস্তক সন ১২৯৩ সাল নাগাইদ সন ১২৯৯ সাল এই সাত সন মেয়াদে আপনাকে ইজারা পাট্টা দিলাম। আপনি প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া খাজানা আদি উস্যুল তহসীল পূর্ব্বক, উপরিউক্ত মালগুজারীর টাকা, নীচের কিস্তিবন্দী অনুসারে, সন সন, কিস্তি কিস্তি, মোকাম নীলনগরের সদর কাছারী বাটীতে আদায় করিবেন। কিস্তি খেলাপ হয়, ফি শত মাসিক ১।।০ দেড় টাকা হারে সুদ দিবেন। কোন কিস্তি, কি কিস্তি সমূহের বাকী টাকা সহজে আদায় না করেন, চলিত আইন অনুসারে নালিশের দ্বারা আদায় করিয়া লইব, তাহাতে ডিপাজিটের দং টাকায় ঐ বাকীর বরাত দিতে কি মিনাহ পক্ষে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবেননা। এই ইজারা সম্বন্ধীয় পাট্টা কবুলতির সরত ও নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্যের দ্বারা ভবিষ্যতে আমার কোন ক্ষতি খেসারত হয় সেই শঙ্কা ক্রমে, উক্ত ডিপাজিট লওয়া

হইল। ইজারার মেয়াদগতে ক্ষতি খেসারৎ না হইলে ডিপাজিটের টাকা রীতিমত রসীদ দিয়া ফেরত পাইবেন। হাজা, শুকা, ফৌতি ফেরারী, পতিত পলাতকা আদির কোন ওজর করিবেননা। ইজারার মেয়াদতক উক্ত মহলে দরি প্রজা পত্তন ও পতিত জমী আবাদ করণ দ্বারা যে উপস্বত্ব বৃদ্ধি হইবেক, তাহা মেয়াদতক্ আপনি ভোগ করিবেন। উক্ত গ্রামে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহা ছেদন করিবেননা এবং কাহাকে ছেদন করিতে দিবেন না। যখন যে টাকা ইরসাল করিবেন, তাহার বামোহরি চেক দাখিলা লইবেন, বিনা চেক দাখিলা কোন টাকা মজুরা পাইবেননা। ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও কালেক্টরী ইত্যাদি কাছারি মোতালক হইতে যখন যে কোন হুকুম প্রকাশ হইবেক তাহার জওয়াবদিহি জিম্মা আপনার, আমার সহিত কোন এলাকা নাই। মহলে ৯২ সাল নাগাইতে যে বকেয়াবাকী আছে তাহা আমরা আপন লোক দ্বারা তহসীল করিয়া লইব। মেয়াদ মধ্যে যে জমী জমা পত্তন করিবেন তাহার মোকররী পাট্টা না দিলে যদি জমী জমা বিলি না হয়, এগুলা মতে সরকার হইতে কায়েমি পাট্টা দেওয়া যাইবেক। সন আখিরীতে মহলের জমাওয়াসীলবাকী প্রভৃতি লওয়াজিমা কাগজ প্রতি সন একপ্রস্থ সরকারে দাখিল করিবেন। রীতি দস্তুর ও কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবেননা। এতদর্থে কবুলতি পাইয়া স্থির চিত্তে ইজারা পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন তারিখ। *

ইসাদী।

জায় কিস্তিবন্দী।——

ইজারার আমলনামা।

পরগণে উত্তমপুরের অধীন ডিহি কনকনগর মায় অন্তর্গতি তরফ ও মৌজা সমূহের মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হালসানাগণ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি ডিহি মজকুর মায় তরফ ও মৌজা সমস্ত জেলা হুগলীর শ্রীবাটী নিবাসী শ্রীযুত রামতোষণ

---

* এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতি হইবেক।

হালদারকে ইং সন ১২৯৩ সাল নাং ১২৯৯ সাল এই সাত সন মেয়াদে ইজারা দেওয়া গেল। তোমরা মেয়াদতক ইজারদার বাবুর নিকট উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন মাল খাজানা আদি আদায় পূর্ব্বক রীতি মত কর্ম্ম কার্য্যের, সরবরাহ দিবা, কোন বিষয় গোপন রাখিবানা। ইতি। সন। তারিখ।

ইজারার কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, পিতা ৺ বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়, সাং সহর মুরশিদাবাদ ডিভিজন ডিঃ ঐ জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপ্রাণতোষণ সরকার, পিতা ৺ প্রাণহরি সরকার, জাতি কায়স্থ পরগনে নলদী ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি—মেয়াদী ইজারা কবুলতি পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে--হজুরের জমীদারী ডিভিজন ডিঃ সহর মুরশিদাবাদের মোত্তালক পরগনে উত্তমপুরের অধীন হুদো কনকনগর মায় অন্তর্গত তরফহা সমেৎ মৌজায়াত্ যাহা বসন্তহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন মজুমদারের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত ছিল, উক্ত ডিহি আমি ইজারা লওনের প্রার্থনায় দরখাস্ত করায় আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া উক্ত ডিহি কনকনগর মায় তরফ ও মৌজা ওগয়রহ, মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, জলকর, ফলকর, ও বনকর ইত্যাদি আদ্যোপান্ত যাবতীয় দরবস্ত হকুক, সালিয়ানা, সেওয়ায় সরঞ্জামি ও দেবখরচ, মবলগে ১৬১০১৲ টাকা জমা ধার্য্যে, ইস্তক ১২৯৩ সাল নাগাইদ ১২৯৯ সাল এই সাত সন মেয়াদে জেলা পূর্ণিয়ার গোলোকধাম পরগনার কৈলাসভূম সাকিনের শ্রীযুক্ত শিবসদয় সান্যালের মালজামিনিতে আমাকে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিলেন। আমি পাট্টা পাইয়া এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বর্ত্তমান সনের প্রথম হইতে ঐ ডিহিতে ইজারা স্বরতে দখলিকার হইয়া প্রজাগণকে সন্তোষ রাখিয়া উস্থল তহসীল পূর্ব্বক এই কবুলতির নীচের লিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে

বিনা ওজর সন সন, কিস্তি কিস্তি, উপরিউক্ত রাজস্ব আদায় করিয়া, বামোহরি চেক দাখিলা লইতে থাকিব। বিনা দাখিলায় উস্থলের আপত্তি করিলে মজুরা পাইবনা। কিস্তি খেলাপ করি, ফি শর্ত মাসিক এক টাকার হিসাবে সুদ দিব। বৎসরের মধ্যে কোন কিস্তি কিম্বা সালতামামী বাকী আদায় না করি, সন ১৮৮৫ সালের ৮ আইন ইত্যাদি যাহা খাজানা আদায় পক্ষে বর্ত্তমানে জারী আছে ও যাহা ভবিষ্যতে হইবেক তাহা জারীর দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন, কিম্বা সরকার হইতে ক্রোকসাজওয়াল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের তদ্‌বীর করিবেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবেকনা। ক্রোকসাজওয়ালের আদায়ী টাকার মধ্যে সাজওয়ালের দরমাহা ইত্যাদি খরচ যাহা সরকার হইতে নির্দ্ধারিত হইবেক তাহা বাদে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, আমার বাকী খাজানায় মিনাহ যাইবেক, ফাজিল হয় ফেরত পাইব, বাকী থাকে নিজ আদায়ে আদায় দিব, তাহা না দেই নালিশের দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর জায়দাদ ও আমার জাত হইতে মায় সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশানের কোন আপত্তি থাকিবেকনা। মেয়াদ মধ্যে ডিহি মজকুরার ফসল অজন্মা কি হাজা, শুকা, ফৌতি, ফেরারি ইত্যাদি জিম্মা আমার, এ সকল বিষয়ে রাজস্ব আদায়ে আপত্তি করিলে আদালতে গ্রাহ্য হইবেকনা। দরি অঙ্কে যে কোন গতিকে যে কিছু বেশী জমা উৎপন্ন করিতে পারি তাহা আমি লইব। মহলের কোন বৃক্ষাদি স্বয়ং ছেদন করিয়া অথবা অন্যের দ্বারা করাইয়া হজুরের হকুক জমীদারির কোন ক্ষতি করিবনা ও কাহাকে করিতে দিবনা, এবং মালের জমী লাখেরাজভুক্ত ও পুষ্করিণী খনন ও খাল ইত্যাদি পূরণ করিব না, অথবা কোন নীলকুঠী বা রেশম কুঠী নিজে করিবনা ও কাহাকে করিতে দিবনা। যদি করি, ও করিতে দেই, বাহাল থাকিবেক না এবং তাহাতে সরকারের হকুক জমীদারির যে ক্ষতি খেয়ানত্‌ হইবেক, তাহার দ্বিগুণ নিজ আদায়ে আদায় দিব। অনবধানতা সুত্রে কি অপরের সহিত যোগ সাজশে, আমি, সরকারের সীমানা আদি কাহাকে দখল করিতে দিবনা এবং নিজে কোন সীমানা আপন সীমানা ভুক্ত করিয়া লইবনা, এবং হজুরের জমীদারির বাসিন্দা প্রজাগণকে

উঠাইয়া অন্য কোন অধিকারে বসাইয়া ও লইয়া যাইয়া, ভবিষ্যতে, হুকুক জমীদারির কোন হানি করিবনা, যদি করি ও তাহা প্রমাণ হয় তাহার খেসারৎ মায় খরচা দিব। দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী, থাকবস্ত, নিমক, ও পরমিট ইত্যাদি হাকিমানের কাছারী হইতে এবং হুজুরের জমীদারী সেরেস্তা হইতে যখন যে হুকুম প্রকাশ হইবেক তাহা সুনির্ব্বাহ করিব। যদি না করি, তজ্জন্য হুজুরের যে কোন জরীমানা বা খরচপত্র ও হানি হয় তাহা নিজ আদায়ে আদায় দিব। জমীদারী ডাক ও পল্‌টন রসদের সরবরাহ করিব। প্রত্যেক সন আখিরীতে একপ্রস্থ জমাওয়াসিলবাকী কাগজ হুজুরের সদর জমীদারী সেরেস্তায় দাখিল করিয়া রসীদ হাসিল করিতে থাকিব, না করিলে আইন জারি দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। ডিহি বা তদন্তর্গত তরফহা কাহাকে দর ইজারা দিব না, এবং কাহারো বেনামীতে এই ইজারা লইতেছিনা। যদি দর-ইজারা দেই ও অপরের বেনামীতে ইজারা লওয়া প্রকাশ হয়, তৎক্ষণাৎ বিনা নালিশে খাস করিয়া লইবেন, তাহাতে কোন আপত্তি করি সে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ডিহি জরিপ জমাবন্দী বিষয়ে হুজুরের পৃথক অনুমতি মতে যে জমা বৃদ্ধি করিব, অর্থাৎ হাল হস্তবুদ অপেক্ষা যত টাকা জরিপ সূত্রে বেশী হইয়া প্রজারা তাহা দিতে স্বীকার পূর্ব্বক কবুলতি দাখিল করিবেক, ঐ জরিপী বেশী টাকার মধ্যে রকম ।৶০ সাত আনা ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত আমি পাইব, বাকী রকম ।।৶০ নয় আনা আলাহিদা একরার লিখিত পঠিত দ্বারা, উপরিউক্ত ইজারার জমার সহিত সন সন সরকারে ইরসাল করিব। জরিপ জমাবন্দী অনুসারে প্রজাগণের জরিপী বেশী জমা স্বীকারের পর যদি উপরের লিখিত বেশী জমা আদায় পক্ষে সরকারে আলাহিদা একরার না লিখিয়া দেই ও আদায় না করি তজ্জন্য যে কোন নালিশ করিবেন তাহা আমলে আনিব। এবং কোন কারণ বশতঃ আমার জামিনদারের আবদ্ধীয় জায়দাদ খাকীদারী কি অন্য গতিকে হস্তান্তর হয়, কিম্বা ঐ জামিনির প্রতি কোন রকমে কোন সন্দেহ জন্মে, কি জামিন্‌দারের ভদ্রাভদ্র হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অন্য জামিন দাখিল করিব, কিম্বা রীতিমত গবর্ণমেণ্ট কাগজ বা নগদ টাকা ডিপাজিট করিব। যদি দ্বিতীয় জামিন কিম্বা নগদ টাকা আমানৎ না দেই তদ্দণ্ডে মহল খাস করিয়া লইবেন অথবা অন্যের

সহিত বন্দোবস্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে উত্তরকালে কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবনা। উক্ত ডিহিতে যে সমস্ত দেবত্র ও ব্রহ্মোত্তর আদি নিষ্কর জমী পূর্ব্ব হইতে বাহাল আছে তাহা বাহাল রাখিব। আইন কানুন্ ও দস্তুর ও এই কবুলতির সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবনা। এই কবুলতির লিখিত সর্ত্ত সকল প্রয়োজনমতে আমার উত্তরাধিকারিগণের ও স্থলাভিষিক্ত গণের প্রতি বর্ত্তিবেক। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মেয়াদী ইজারা কবুলতি লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

ইজারার জামিনিনামা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু জানকীজীবন হালদার, পিতার নাম ৺রামজীবন হালদার, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমীদারী আদি সাং সিমুলিয়া সহর কলিকাতা জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকালীকুমার অধিকারী, পিতা ৺রাম কুমার অধিকারী, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা তালুকাদি সাং বামুনবস্তি সহর কলিকাতা—কস্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা বাখরগঞ্জের মোতালক পরগনে মনোরমপুরের সামিল লাট উল্লাসধাম মহাশয়ের কালেক্টরী জমীদারী। উক্ত মহল জেলা নদীয়ার কৃষ্ণহাটী নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন জানা, বর্ত্তমান ১২৯৩সাল হইতে ৬ ছয় সন মেয়াদে সালিয়ানা মঃ ৯৯৯১টাকা জমায় ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ায় আমি উক্ত ইজারদারের মাল জামিন হইয়া নীচের তপসিলের লিখিত আপন জায়দাদ্ মালজামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়া এই মালজামিনিনামা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইজারদার মজকুর, মহাশয় বরাবর, উক্ত ইজারা সম্বন্ধে যে কবুলতি লিখিয়া দিলেক, ঐ কবুলতির সর্ত্ত অনুসারে সালিয়ানা খাজানা, কিস্তি কিস্তি আদায়ে গতিক্রিয়া বা তঞ্চকতা করিলে, কিম্বা কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম, যাহাতে মহাশয়ের অনিষ্ট

* এই কবুলতির অনুরূপ পাট্টা হইবেক। উপরিউক্ত ইজারা পাট্টা ও কবুলতির ঐক্য নাই। দুই প্রণালীর দুই খণ্ড লিখিত হইল।

হয়, অথবা কোন রকমে কোন বিষয়ে উক্ত ইজারা সম্বন্ধে সরকারের ক্ষতি করিলে, আমি ইজারদারের সহিত সমান দায়ী থাকিয়া তত্তাবৎ নিজ আদায়ে আদায় করিব। তদন্যথায় ইজারদারের নাম সহযোগে আমার নামে নালিশ রুজু করিয়া, আমার এই জামিনির আবদ্ধীয় জায়দাদ বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। এই জামিনির আবদ্ধীয় জায়দাদ্ দ্বারা তৎ-সমুদায় আদায় না হয়, আমার অন্য অস্থ যে কিছু সম্পত্তি আদি বিষয় বিভব বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহা বিক্রয়ের দ্বারা এবং আমার জাত হইতে আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবনা ও পারিবেকনা। ইজারদার ইজারার মেয়াদ অতীত পর্য্যন্ত সমুদায় হিসাব নিকাস্ ও দেনা পাওনা, যাবৎ সমজাইয়া বুঝাইয়া না দিবেক ও তৎসম্বন্ধীয় নালিশ মতে আদালত পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পাইবেক তাবৎ, অত্র জামিনী হইতে আমি অব্যাহতি পাইব না, ও অত্র আবদ্ধীয় জায়দাদ্ কোন রকমে হস্তান্তর করিবনা, যদি করি সে বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে ইজারদারের লিখিয়া দেওয়া কবুলতীর সমুদায় প্রতিজ্ঞাদি জ্ঞাত হইয়া স্থির চিত্তে জামিনিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ্।

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের মোতালক পরগনে রঞ্জনপুরের সামিল তরফ রাজগড় যাহার সদর জমা মং ৫৩২১৲ টাকা, উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ১১৭ নং তৌজি ভুক্তে আমার পিতা ৺ রামকুমার অধিকারী মহাশয়ের নামে লেখা যায়। ঐ জমিদারির রকম ।।৵১৩।—আনা।

কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্তের পাট্টা।

শ্রীযুক্ত বাবু উদিতেন্দ্র রায়, পিতার নাম ৺ বীরেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয়, জাতি ব্রাহ্মণ, সাং আনন্দপুর পরগনে পলটনহাট সবডিভিজন রাণাবাজার ডিষ্ট্রিক্ট ঢাকা।

লিখিতং শ্রীঅপূর্ব্ব প্রসন্ন আঢ্য, পিতার নাম ৶ আদ্যাপ্রসন্ন আঢ্য, জাতি স্বর্ণ বণিক, পেশা জমীদারী আদি সাং পটলডাঙ্গা সহর কলিকাতা—কস্য মেয়াদী কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্তের পাট্টা পত্র মিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্টী ক্ট ঢাকা সব ডিভিজন রাণী বাজার পরগনে পলটন্‌হাটের অন্তর্গত চক চণ্ডীগাছা আমার পৈত্রিক কালেক্টরী জমিদারী। ঐ মহল আপনি কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থিত হওয়ায় উক্ত চক চণ্ডীগাছা সমেত নিজ চণ্ডীগাছা ও কিশমত্‌ মায়াপুর ও কিশমত্‌ সুন্দর পুর ও কিশমত্‌ নারায়ণপুর ও কিশমত্‌ হরিপুর ও তরফ ইন্দ্রভূম মায় চর হরিপুর ওগয়রহ, মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, জলকর, বনকর, ফলকর, ঘাসকর, সজলস্থল আদ্যোপান্ত যাবতীয়, দরবস্ত হকুক, ইস্তক সন ১২৯৩ বারশত তিরেনব্বই সাল নাগাইদ্‌ সন ১২৯৮ বারশত আটানব্বই সাল এই ছয় সন মেয়াদে, বাদ সরঞ্জামি ও মামুলি, বেলমোক্তা সালিয়ানা মবালগে ১১৯০৪৲ এগার হাজার নয় শত চারি টাকা জমায় আপনাকে কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে মহলে দখল দেওয়ান হইয়াছে। তৎকালে পাট্টা লিখিত পঠিত না হওয়ায় সম্প্রতি কণ্ট্রাক্ট পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, আপনি বর্ত্তমান সন হইতে মহলে দখলিকার থাকিয়া পত্তনী তালুকদার ও মোকররীদার ও গাঁতিদার ও হাওয়ালাদার আদি সর্ব্ব প্রকার প্রজা ও করপ্রদগণকে সন্তোষ রাখিয়া খাজানাদি উসুল তহসীল পূর্ব্বক উপরি উক্ত মালগুজারীর টাকা মেয়াদ পর্য্যন্ত সন সন, কিস্তি কিস্তি, সরকারে আদায় করিবেন। কিস্তি খেলাপ হয় দস্তর মত সুদ দিবেন। কোন কিস্তি কি কিস্তি হায়ের বাকী টাকা সহজে আদায় না করিলে বাকী খাজানা আদায় সম্বন্ধে যে সকল আইন বর্ত্তমানে জারি আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তদনুসারে আপনার নামে নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লইব। মেযাদ পর্য্যন্ত হাজা, শুকা, ফৌতী, ফেরারী, অজন্মা ইত্যাদি সূত্রে রাজস্ব আদায়ের আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবেকনা। মহলে জরীপ জমাবন্দী করিয়া এবং দরি প্রজা পত্তন ও আবাদাদি দ্বারা দরি অঙ্কে যে কোন গতিকে যে জমা ও উপস্বত্ব বৃদ্ধি করিবেন তাহা কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত আপনি ভোগ করিবেন। চর হরিপুর কালেক্টরী হইতে

আমার মেয়াদী ইজারা আছে। ঐ চরের ইজারার মেয়াদ আপনার এই বন্দোবস্তের মেয়াদ সত্তে পূর্ণ হইলে কালেক্টরী হইতে আমার সহিত যে জমায় বন্দোবস্ত হউক, আপনার কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত আপনি তাহাতে আমার ন্যায় দখলিকার থাকিবেন ও আমার ন্যায় উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। বর্ত্তমান জমা অপেক্ষা চরের জমা বৃদ্ধি হইলে ঐ বৃদ্ধি পরিমাণ চরের খাজানা কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত সরকার হইতে মুসমা পাইবেন। উপরিউক্ত সালিয়ানা জমা মোট ১১৯০৪৲ টাকা হইতে আমার দেয় উক্ত জমিদারীর কালেক্টরী মালগুজারী ও চরের খাজানা বিমর্জ্জিম তপশীলা মং ৬৮০৪৲ ছয় হাজার আটশত চারি টাকা আপনার প্রতি বরাত রাখিলাম। আপনি সন সন, আমার দেয় উক্ত মালগুজারী টাকা আদায় ও পরিশোধ করিয়া বাকী নিকর মুনাফা সালিয়ানা মং ৫১০০৲ পাঁচ হাজার একশত টাকা নীচের কিস্তিবন্দী মত আমার নিকট আদায় দিবেন ও তাহার চেক দাখিলা মোহর দস্তখতী লইবেন। উক্ত মহলের কালেক্টরী মালগুজারীর টাকা যাহা আপনার বরাতে রাখা গেল ঐ টাকা প্রতিসন প্রত্যেক কিস্তির লাট্‌বন্দীর অন্যূন দশ দিন পূর্ব্বে দাখিল করিয়া দিয়া কালেক্টরী দাখিলা আমাব নিকট রেজেষ্টরী পত্র যোগে ডাকে পাঠাইলে তদনুসারে আপনাকে দাখিলা দেওয়া যাইবেক। আপনার কি আপনার কর্ম্মচারিগণের ক্রটীতে কালেক্টরী খাজানা দাখিল না হইয়া মহল লাটে উঠিলে কি নীলামে বিক্রয় হইলে তজ্জন্য আমার যে ক্ষতি হইবেক তাহার দায়ী আপনি হইবেন। ঐ ক্ষতি পূরণের দাবীতে আপনার নামে নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লইব। মহলে সন ১২৯২ সাল নাগাইদ আমার খাশ আমলের যে বকেয়া বাকী আছে তাহা আলাহিদা লিখিত পাঠতের দ্বারা আপনাকে বিক্রয় করিলাম। আপনি সর্ব্বপ্রকার প্রজা ও তালুকদারগণের স্থানে হাল ও বকেয়া বাকী টাকা আদায় করিবেন। কোন বাকী টাকা তাহারা সহজে আদায় না দিলে, ঐ সকল ব্যক্তির নামে আমার স্বরূপে আপনি বাকী খাজানার নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লইবেন। দেওয়ানী, কালেক্টরী, ফৌজদারী, থাকবস্ত, নিমক, আবগারী ও পরমিট্‌ ইত্যাদি হাকীমানের কাছারী হইতে যখন যে

হুকুম প্রচার হইবেক তাহা সম্পাদন ও জমিদারী ডাক ও পলটন্ রসদের সরবরাহ করিবেন। কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত ভিন্ন কোন জমী জমা কায়েমী বন্দোবস্ত করিতে পারিবেননা, তবে যদি কায়েমী বন্দোবস্ত ভিন্ন কোন জমী জমা বিলি না হয় ও তজ্জন্য ক্ষতি হয় তবে আমার মঞ্জুরীতে কায়েমী পাট্টা হইতে পারিবেক। মহলে কোন প্রকার বৃক্ষাদি ছেদন কি প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য স্থত্রে প্রজা ফেরার করণ কি অন্য কোন প্রকার কোন ক্ষতি করা প্রমাণ হইলে তজ্জন্য আপনার নামে ক্ষতি পূরণের নালিশ হইয়া তত্তাবৎ আদায় হইবেক। মহলের একপ্রস্থ নকল কাগজ প্রতিসন সরকারে দাখিল করিবেন। রীতি দস্তর ও আইন কানুন ও পাট্টা কবুলতীর সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিবেননা। এতদর্থে জামিনী কবুলতী পাইয়া স্থির চিত্তে মেয়াদী কণ্টাক্ট পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৩ সাল। তাং ১০ই আশ্বিন্।

ইসাদী।

তপশীল কিস্তিবন্দী।

মোট জমা সালিয়ানা—

মং—১১৯০৪৲ টাকা।

ববাত কালেক্টরী মালগুজারী চক চণ্ডীগাছা

সালিয়ানা ————৫৮০০৲
চরের খাজানা সালিয়ানা ১০০৪৲

একুন——৬৮০৪৲ টাকা

বাকী মুনাফার কিস্তি

মাহ শ্রাবণ—— ৫০০৲
মাহ আশ্বিন——১০০০৲
মাহ পৌষ—— ২০০০৲
মাহ মাঘ———১০০০৲
মাহ চৈত্র——— ৬০০৲

একুন মুনাফা ————————৫১০০৲ টাকা
সর্ব্ব একুন ————————১১৯০৪৲ টাকা মং এগার হাজার নয়-শত চারি টাকা মাত্র।

দর ইজারার কবুলতি।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পিতা ৺ চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সাং দাঁইহাট পং মেঁটেরি সব ডিভিজন কাটোয়া ডিষ্ট্রীক্ট বৰ্দ্ধমান ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিপ্রদাস কর, পিতার নাম ৺ হরিদাস কর, জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরি আদি সাং কাটোয়া সব ডিভিজন কাটোয়া ডিষ্ট্রীক্ট বৰ্দ্ধমান। দরইজারা কবুলতী পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন, ডিষ্ট্রীক্ট বৰ্দ্ধমান সব ডিভিজন কাটোয়া পং হিরণবাটীর অন্তর্গত হুদা বড় বলরামপুর মহাশয়ের ইজারা মহল, ঐ হুদার অন্তঃপাতি মৌজে গোলাবাটী সমেত কিসমৎ ঘোষপাড়া এক লক্ত দুই মৌজা আমার প্রার্থনা মতে, সেওয়ায় সরজামি, বেলমোক্তা সালিয়ানা মং ৭১৯৲ সাতশত উনিশ টাকা জমায়, বর্ত্তমান সন১২৯৪ সাল হইতে আগামী ১২৯৮ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ সন মেয়াদে আমাকে দরইজারা বিলি করিয়া রীতিমত পাট্টা দেওয়ায় আমি ঐ জমা কবুল করিয়া এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি যে, উক্ত মহলের প্রজাগণকে বাধ্য রাখিয়া মেয়াদ পর্য্যন্ত নীচের কিস্তিবন্দী মত উপরিউক্ত মালগুজারির টাকা সরকারে আদায় করিয়া নূতন প্রজাদি পত্তন ও পতিত জমী আদি আবাদ করাইয়া উপস্বত্ব ভোগ করিব। হাজা, শুকা, অজন্মা ও অনাদায় সুত্রে মালগুজারীর টাকা দিতে কোন আপত্তি করিতে পারিবনা। করিলে অগ্রাহ্য হইবে। কিস্তিমত সন সন উক্ত ধাৰ্য্য জমা আদায় না করিলে শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হারে সুদ সহ আমার নামে নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লইবেন। পথকর ও পবলিককর প্রতি টাকায় অৰ্দ্ধ আনা হিসাবে আলাহিদা দিব। গ্রামে যে একটী বাজার আছে যাহাতে দিন দিন ঐ বাজারের উন্নতি ও আয়বৃদ্ধি হয় তাহা করিব। উক্ত গ্রামে হাল বৃদ্ধি আদি দ্বারা যাহা সংস্থান করিতে পারি মেয়াদ পর্য্যন্ত আমি ভোগ করিব। আমার দরইজারার অতিরিক্ত মেয়াদে কাহাকে কোন জমী জমার পাট্টা দিবনা। দেওয়ানী, ফৌজদারী ইত্যাদি গভর্ণমেণ্টের কাছারি আদি হইতে যখন যে হুকুম মহাশয়ের নামে কি জমীদারগণের নামে প্রচার

হইবে, তাহার জবাবদিহি আমি করিব। আমার শৈথিল্যে ঐ সংক্রান্তে কোন অর্থ দণ্ড হয় নিজে দিব। যে সকল জমী জমা ছাপি ও বেদখল আছে ঐ সকল জমী জমা সম্বন্ধে আমি নিজ ব্যয়ে নালিশ করিয়া দখলে আনিয়া তাহার উৎপন্ন মেয়াদ পর্য্যন্ত আমি ভোগ করিব। প্রতি সন আখিরীতে গ্রামের একপ্রস্থ লওয়াজিমা কাগজ সরকারে দাখিল করিব। যে কোন বিষয় এত্তেলার যোগ্য তাহার এত্তেলা দিয়া মহাশয়ের লিখিত অনুমতি মত কার্য্য করিব। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্থিরচিত্তে দরইজারার কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

ঠিকা জিম্মাদারী পাট্টা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বনবিহারী সরকার, পিতা শ্রীযুত বাবু বিদ্যাধর সরকার, সাং বরাহনগর পং বাসুদেবপুর ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামগতি বিশ্বাস পিতার নাম ৺ রামযাদু বিশ্বাস সাং বিজয়নগর পং মণ্ডলঘাট ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট মেদিনীপুর। ঠিকা জিম্মাদারী বন্দোবস্তের পাট্টা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট মেদিনীপুর পং মণ্ডলঘাটের অন্তঃপাতি লাট বিজয়নগর আমার মেয়াদী ইজারা মহল। ঐ লাটের অন্তর্গত মৌজে গোলোকবাটী সমেত পটী সেনপাড়া তুমি ১ বৎসরের জন্য ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থিত হওয়ায় উক্ত মৌজা মায় পটী, বাদ সরঞ্জামী, বেলমোক্তা সালিয়ানা মং ৫১৩৲ পাঁচশত তের টাকা জমায় বর্ত্তমান ১২৯৪ সাল এই এক সনের জন্য তোমার সহিত ঠিকা জিম্মাদারী বন্দোবস্ত করিয়া তোমার স্থানে কবুলতি গ্রহণে এই পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উক্ত মৌজার প্রজাগণকে বাধ্য ও বশীভূত রাখিয়া, পতিত পলাতকা ও খামার জমী আদি উঠিত ও আবাদ পত্তন করিয়া উপরিউক্ত মালগুজারীর টাকা নীচের কিস্তিবন্দী মত সরকারে আদায় করিয়া উপস্বত্ব আদি যাহা

বৃদ্ধি করিতে পারহ তাহা সন আখিরী পর্য্যন্ত ভোগ করিবা। হাজা, শুকা, অজন্মা, কি প্রজারং স্থানে অনাদায় আদি সূত্রে, উক্ত জমা আদায়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবানা। উক্ত গ্রামের কোন বৃক্ষাদি ছেদন করিবানা ও কাহাকে করিতে দিবানা। সন ১২৯৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে আমার যে বকেয়া বাকী আছে তাহা মং ১২৫৲ একশত পঁচিশটাকা মূল্যে তোমাকে বিক্রয় করিয়া তাহার আলাহিদা বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। বকেয়া বাকী সমস্ত ও বর্ত্তমান হাল সনের খাজানা তুমি আদায় করিয়া লইবা। কিস্তিমত টাকা আদায় না করিলে তোমার নামে চলিত আইন অনুসারে নালিশ হইয়া আদায় করা হইবেক। পথকর ও পবলিককর দস্তুরমত সরকারে আলাহিদা দিবা, অনাদায়ে তাহারও নালিশ হইবে। সন আখিরীতে গ্রামের লওয়াজিমা কাগজ এক প্রস্থ সরকারে দাখিল করিবা। খাজানার টাকা যখন যাহা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। চেক দাখিলা ভিন্ন রোকা ও রসীদাদি অগ্রাহ্য। বর্ত্তমান সন আখিরী পর্য্যন্ত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী কাছারী ও মহকুমা আদি হইতে জমীদারের নামে কি আমার নামে যে কোন হুকুম প্রচার হইবেক তাহা তামিল করিবা। তোমার অনবধানে কোন জরীমানাদি হইলে, তাহার দায়িক তুমি হইবা। এই রীতি অনুযায়িক এক সন সুচারুরূপে সন্তোষজনক ভাবে খাজানাদি আদায় ইরসাল ও কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আগামী সনে ঐ গ্রাম পুনরায় তোমার সহিত বন্দোবস্ত করা যাইবেক। এতদর্থে ঠিকা জিম্মাদারী বন্দোবস্তের পাট্টা লিখিয়া দিলাম।

ইসাদী।

জমা কিস্তিবন্দী

পত্তনি বন্দোবস্তের প্রণালী।

—*—

পত্তনি প্রার্থনার দরখাস্ত।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বসাক মহাশয়

বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রী নিত্যগোপাল দত্ত সাং শীতলডাঙ্গা জেলা হুগলি—নিবেদন এই যে মহাশয়ের জমীদারী জেলা হুগলীর মোতালক উত্তরভূম পরগনার অন্তঃপাতী তরফ ভদ্রবাটী মায় মৌজায়াৎ যাহা মং ১৯০১১৲ টাকা সালিয়ানা জমা ধার্য্যে সোনাডাঙ্গা সাকিনের শ্রীযুত নিত্যানন্দ বিশ্বাসের সহিত ইজারা বিলি আছে, উক্ত তরফ ভদ্রবাটী সম্প্রতি সরকার হইতে পত্তনি বিলি হইবেক। এমতে আমি এই দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, উক্ত মহল, বাদ সরঞ্জামি, সালিয়ানা মং ২১০০১৲ টাকা জমায় ও ঐ জমার দুইগুণ পণে আমাকে পত্তনি দিতে আজ্ঞা হয়, নিবেদন ইতি। সন। তারিখ

পত্তনি সেলেরবন্দ।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বসাক জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

মফস্বলি পত্তনি তালুক বিলির সেলেরবন্দ। সন ১২৯৪ সাল

আসামী——	মৌজা——	সালিয়ানা——	কাত।
।০——	মহল——	মালগুজারী——	পণ।
পং উত্তরভূমের মোতালক—			
তরফ ভদ্রবাটী——			
নিজ ভদ্রবাটী——	১	১১৫৫৩৲	২৩১০৬৲
মৌজে গৌরীপুর——	১	৬২২১৲	১২৪৪২৲
মৌজে গিরিপুর——	১	২৯৯৪৲	৫৯৮৮৲
মৌজে মেরুবাটী——	১	১২৩৩৲	২৪৬৬৲
	৪	২২০০১৲	৪৪০০২৲

লিখিতং শ্রী নিত্যগোপাল দত্ত সাং শীতলডাঙ্গা জেলা হুগলি। মহাশয়ের জমীদারী * সেরেস্তা বিশেষ মতে তদন্ত করিয়া সমজিয়া আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক চারি মৌজা মহলের কাত্ মং ২২০০১৲ বাইস হাজার এক টাকা সালিয়ানা জমাতে মং ৪৪০০২৲ চোয়াল্লিশ হাজার দুই টাকা পণ বাহায় মফস্বলি পত্তনি তালুক লইয়া সেলেরবন্দে দস্তখত করিলাম। মাফিক্ দস্তর পণবাহার বেবাক টাকা মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিয়া কবুলতি লিখিয়া দিব ও পাট্টা লইব, ইতি। সন। তারিখ।

পত্তনি পাট্টা।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী মল্লিক, পিতা ৺ পুলিনবিহারি মল্লিক, জাতি কায়স্থ সাং বনবিহারিপুর পং পাহাড়গড় ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বাকুণ্ডা শুভ পত্তনী পাট্টা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট ভাগলপুর, সবডিভিজন মায়াপুর পরগনে বসন্তপুরের সামিল লাট কামদেবগড় আমাদিগের পৈতৃক জমীদারী, যাহা আমাদিগের মৌরুস ৺ রাধাকৃষ্ণ মুস্তোফী মহাশয়ের নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৭২ নং তাহুৎ লেখা যায়, তাহাতে আমরা সরিক ও ওয়ারিস্ ও মালিকত্বরূপে সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক দখলিকার আছি। ঐ লাটের মধ্যে নিজ কামদেবগড় ও কিসমত্ কানাইডাঙ্গা এক লক্ষ দুই মহলের কাত, সালিয়ানা মফস্বল স্থিত জমা, বিমর্জ্জিম জমাওয়াসিল বাকী, মং ৬৫১৯।৵ টাকা, তাহার মধ্যে বেলমোক্তা সরঞ্জামি ও মালিকানা মং ৪১৮।৵ টাকা বাদে, বাকি ৬১০১৲ ছয় হাজার একশত একটাকা তলব জমায় আপনার দরখাস্ত মতে আপনার নিকট, পত্তনির পণ বাহা, তলব জমার দুইগুণ, মং ১২২০২৲ টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া উক্ত গ্রাম হায়ের, আইন

* এই সেলেরবন্দ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধীরাজ বাহাদুরের সরকার ভিন্ন এক্ষণে অন্যত্রে লিখিয়া লওনের ব্যবহার নাই। রীতি জানিবার জন্য লেখা গেল।

বাহালি বাজে জমী ও দেবত্র ও মহত্রাণ বাদে, বাকী মাল, সায়ের, রাইয়তী ও খামার আদি দরোবস্ত হকুক্, উক্ত দুই গ্রাম আপনাকে পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া পত্তনি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। আপনিও জমী জমা বিশেষ রূপে বুঝিয়া লইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কবুলতি লিখিয়া দাখিল করিলেন। উক্ত গ্রাম দিগর, বাস্তু, বাগাৎ, সমেত রাইয়তী, খামার ও হাসিল পতিত, জলকর, ফলকর, বিল, ঝিল, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সজলস্থল ওগয়রহ দরোবস্ত হকুক, অদ্যোপান্ত চতুঃসীমাচ্ছন্ন যাহা আমাদিগের আমল মামুল দখল আছে, তাহাতে পত্তনি স্বরত্ আপনি হকদার ও দখলিকার হইয়া নীচের কিস্তিবন্দী অনুযায়িক সন সন, মাস মাস, কিস্তি বকিস্তি তলব মত খাজানা আমাদিগের সরকারে বিনাওজরে আদায় করিবেন। হাজা, শুকা, ফৌতি, ফেরারি, পতিত পলাতকা, নদী শিকস্তি, পুল শিকস্তি, কমি ও নাজাই ইত্যাদি কোন বাবত্ এ জমার উপর কখন কোন ওজর আপত্তি করিবেননা, যদি করেন সে নামঞ্জুর। কিস্তিবন্দী স্বরত্ মালগুজারী আদায় না করেন কিস্তি খেলাপী স্বদ ফি শত এক টাকার হারে দিবেন, এবং ষষমাহী দোয়াজদামাহীতে বাকী আদায় জন্য সন ১৮১৯ সালের আট আইন জারী হইয়া টাকা আদায় হইবেক। যদি তাহাতে খাজানার টাকা মায় স্বদ ও খরচা সকল আদায় না হয় এবং অবশিষ্ট বাকী টাকা স্বেচ্ছাধীন আদায় না করেন, তবে নালিশ মতে আপনার অন্যান্য জায়দাদ নীলাম বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করিয়া লইব। মহল মজকুর জরিপ জমাবন্দী করিয়া সাবেক প্রজা বাহাল ও তাহাদিগের সন্তোষ রাখিয়া দরি প্রজা পত্তন করিয়া আবাদ পত্তনের দ্বারা মহলের উন্নতি করিবেন। সীমানা সরহদ্দ কায়েম্ রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে মালগুজারি আদায় পূর্ব্বক উপস্বত্বাদি পরম স্বখে ভোগ করিতে রহেন। এ পত্তনি তালুক কখন কালেক্টরীতে খারিজ হইতে পারিবেনা, আমাদিগের জমীদারীর সামিল থাকিবেক, আপনি আমাদিগের সরকারে মালগুজারী সরবরাহ করিবেন। উক্ত লাটের সদর খাজনা দৈব ঘটনায় আমাদিগের পক্ষ হইতে কালেক্টরীতে দাখিল না হয় ও নীলামের গতিক উপস্থিত হয় আপনি ঐ বাকী আদায় করিয়া নীলাম স্থকিদ পূর্ব্বক কালেক্টরী সহি মোহরী আমাদিগের নামের

দাখিলা লইয়া, ঐ দাখিলা আমাদিগের নিকট দরপেশ করিলে আমরা ঐ টাকা নগদ অথবা এই পত্তনি মহলের বাকী খাজানার অন্দরে মিনাহ স্বরত আপনাকে দাখিলা দিয়া ঐ কালেক্টরী দাখিলা লইব। যদি তাহা না করিয়া অষ্টম জারি করি তবে আপনি ঐ কালেক্টরী দাখিলা অষ্টমের মিছিলে দরপেশ করিলে ঐ দাখিলার লিখিত টাকা খাজানায় মুসমা পাইবেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ও পুলিশ ও নিমক্ চৌকী ও আবগারি ওগয়রহ কাছারী হায় হইতে হুকুম আদি, যাহা আমাদিগের নামে কিম্বা আপনার নামে প্রচার হইবেক তাহা আপনি তৎক্ষণাৎ নিষ্পাদন করিবেন, তাহাতে শৈথিল্য করেন, ঐ সমস্ত আদালত হইতে তজ্জন্য যে হুকুম হইবেক তাহা আপনার প্রতি অর্শিবেক। গবর্ণমেণ্ট হইতে রাস্তাবন্দী ও পুলবন্দী ও ডাক্ চালানি ওগয়রহ বিষয় এবং পল্‌টন্ গমনাগমনের রসদ ইত্যাদি বিষয়ে যখন যেমত হুকুম প্রকাশ হইবেক, তাহা আপনি নিজ খরচে বেওজরে সরবরাহ করিবেন, এবং কোন কাগজ পত্র তলব হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের নিকট এত্তেলা দিয়া দাখিল করিবেন। এসকল বিষয়ের জওয়াবদিহি জিম্মা আপনার, আমাদিগের সহিত কোন সংশ্রব নাই। উক্ত গ্রামে কোন চুরী কি ডাকাইতি কি খুন ইত্যাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত অথবা অসিদ্ধ নিমক তৈয়ারি হয়, তৎক্ষণাৎ পুলিস ও নিমক চৌকীয়াতে এত্তেলা দিয়া তথা হইতে যে হুকুম হয় আমলে আনিবেন। আপনকার অনাবধানতায় ও ত্রুটীতে এসকল বিষয়ে যে জরিমানা আদি হইবেক তাহার নিসা আপনি করিবেন, আমাদিগের সহিত কোন এলাকা নাই। আমল মামুল সীমা সরহদ্দের অন্যথায় কোন জমী জমা ছাট্ করিয়া আপনার অপরাপর নিকটস্থ জমীদারী আদির সামিল করেন, কিম্বা মালের জমী ছাট করিয়া তঞ্চকতাক্রমে লাখেরাজ ভুক্ত করেন ও তাহাতে উত্তরকাল আমাদিগের হকুকের ক্ষতি খেয়ানত্ হয় তাহার খেসারত্ আপনি বুঝাইয়া দিবেন। অপর কর্ত্তৃক সীমানা সরহদ্দ বেদখল হইলে তাহার দাবীতে আদালতে নিজ খরচে নালিশ করিয়া দখলে আনিবেন, তাহা না করেন সে বাবত আমাদিগের যে ক্ষতি হইবেক তাহার নিসা আপনি করিবেন। এই পত্তনি পাট্টার লিখিত

জমার বেশী তলব কখন করিবনা এবং আপনিও কখন কোন কারণে কমীর ওজর করিতে পারিবেননা, যদি করি ও করেন সে নামঞ্জুর। তবে গভর্ণমেণ্ট হইতে ভবিষ্যতে কোন নূতন কর দিবার অনুমতি হইলে সেই পরিমাণ কর আপনি প্রজাগণের স্থানে আদায় করিয়া আমাদিগের সরকারে আলাহিদা সরবরাহ করিবেন। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছামতে পণবাহার সমগ্র টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া কবুলতি লইয়া পত্তনি পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন। তারিখ। *

ইসাদী।

তপসীল কিস্তিবন্দী।————

অনুরূপ পত্তনি কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ভুপতিনাথ মুস্তোফী তথা শ্রীযুত বাবু শ্রীপতিনাথ মুস্তোফী তথা শ্রীযুত বাবু রমানাথ মুস্তোফী তথা শ্রীমতী মালতিমুঞ্জরী দাসী, সাং বাগবাজার কলিকাতা জমীদার মহাশয়গণ বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিপিনবিহারী মল্লিক, পিতার নাম ৺ পুলীনবিহারী মল্লিক, জাতি কায়স্থ, সাং বনবিহারিপুর পং পাহাড়গড় ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট বাকুণ্ডা পত্তনি কবুলতি পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট ভাগলপুর সবডিভিজন মায়াপুর পরগনে বসন্তপুরের সামিল লাট্ কামদেবগড় মহাশয়দিগের পৈতৃক জমীদারী যাহা মহাশয়দিগের মৌরুস ৺ রাধাকৃষ্ণ মুস্তোফী মহাশয়ের নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৭২ নং তাহুৎ লেখা যায়, তাহাতে মহাশয়েরা সরিক ও ওয়ারিস ও মালিকত্ব রূপে সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক দখলিকার আছেন। ঐ লাটের মধ্যে নিজ কামদেবগড় ও কিশমত

---

* দেশভেদে ও অবস্থা বিশেষে পত্তনি পাট্টার সর্ত্ত ইহা অপেক্ষা অনেক বাহুল্যও আছে। প্রচলিত মতে প্রয়োজনীয় যে সকল সর্ত্ত তাহাই লিখিত হইল, এবং এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতি লেখা গেল, যে হেতুক অপর কোন স্থানে অনুরূপ কবুলতি লিখিত নাই।

কানাইডাঙ্গা একলক্ত দুই মহলের কাৎ সালিয়ানা মফস্বল স্থিত জমা বিমর্জ্জিম জমাওয়াসীলবাকী মং ৬৫১৯।৯/০ টাকা, তাহার মধ্যে বেলমোক্তা সুরঞ্জামি ও মালিকানা মং ৪১৮।৯/০ টাকা বাদে, বাকী মং ৬১০১৲ টাকা তলব জমায় আমার দরখাস্ত মতে আমার নিকট পত্তনি পণ বাহা, তলব জমার দুই গুণ, মং ১২২০২৲ টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া উক্ত দুই গ্রাম আইন বাহালী বাজে জমী ও দেবত্র মহত্রাণ বাদে, বাকী মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার আদি দরোবস্ত হকুক উক্ত গ্রাম দ্বয় আমাকে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া পত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিলেন। আমিও জমী জমা বিশেষ রূপে বুঝিয়া লইয়া স্বেচ্ছা-মতে কবুলতি লিখিয়া দাখিল করিতেছি যে, উক্ত দুই গ্রাম সমগ্র মায় বাস্ত, বাগাৎ, রাইয়তী, খামার, ও হাসিল পতিত, ও জলকর, বনকর ও ফলকর, বিল, ঝিল, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সজল স্থল ওগয়রহ দরোবস্ত হকুক আদ্যোপান্ত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন যাহা মহাশয়দিগের আমল মামুল দখল আছে তাহাতে পত্তনি স্বত্বৎ আমি হকদার ও দখলিকার হইয়া নিম্নের কিস্তিবন্দী অনুসারে সন সন, মাস মাস, কিস্তি বকিস্তি তলব মত মহাশয়দিগের সরকারে বিনা ওজরে মালগুজারী আদায় করিব। হাজা, শুকা, ফৌতি ফেরারী, পতিত পলাতকা, নদী শিকস্তি, পুল শিকস্তি, কমী, নাজাই ইত্যাদি কোন বাবত্ এ জমার উপর কখন কোন ওজর আপত্তি করিব না, যদি করি সে নাম-ঞ্জুর। কিস্তিবন্দী মাফিক মালগুজারী আদায় না করি কিস্তি খেলাপী স্থদ ফি শত মাসিক এক টাকার হিসাবে দিব, এবং ষষমাহী ও দোয়াজদামাহীতে বাকী আদায় জন্য সন ১৮১৯ সালের আট আইন জারী করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবেন। যদি তাহাতে খাজানার টাকা মায় স্থদ খরচা সকল আদায় না হয়, এবং অবশিষ্ট বাকী টাকা স্বেচ্ছাধীন আদায় না করি, তবে নালিশ মতে আমার অন্যান্য জায়দাদ নীলাম বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। মহল মজকুর জরিপ জমাবন্দী করিয়া সাবেক প্রজা বাহাল ও তাহাদিগকে সন্তোষ রাখিয়া দরি প্রজা পত্তন করিয়া আবাদ পত্তনের দ্বারা মহলের উন্নতি করিব। সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক উপস্বত্বাদি পরম সুখে ভোগ করিতে রহিব। এ পত্তনি তালুক কখন কালেক্টরীতে খারিজ হইতে পারিবেকনা, মহা-

শয়দিগের জমীদারীর সামিল থাকিবেক, আমি মহাশয়দিগের সরকারে মাল-গুজারী সরবরাহ করিব। উক্ত লাটের সদর খাজানা দৈব ঘটনায় মহাশয় দিগের পক্ষ হইতে কালেক্টরীতে দাখিল না হয়, ও নীলামের গতিক উপস্থিত হয়, আমি ঐ বাকী আদায় করিয়া নীলাম স্থকিদ পূর্ব্বক কালেক্টরী সহি মোহরী মহাশয়দিগের নামের দাখিলা লইয়া ঐ দাখিলা মহাশয়দিগের নিকট দরপেশ করিলে, মহাশয়েরা ঐ টাকা নগদ অথবা এই পত্তনি মহলের বাকী খাজানার অন্দরে মিনাহ স্মরত্ আমাকে দাখিলা দিয়া ঐ কালেক্টরী দাখিলা লইবেন, যদি তাহা না করিয়া আমার নামে অষ্টম জারী করেন, তবে আমি ঐ কালেক্টরী দাখিলা অষ্টমের মিছিলে দরপেশ করিলে, ঐ দাখিলার লিখিত টাকা খাজানায় মুসমা পাইব। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ও পুলিস ও নিমক চৌকী ও আব্গারী ওগয়রহ কাছারী হায় হইতে হুকুম আদি যাহা মহাশয়দিগের নামে কিম্বা আমার নামে প্রচার হইবেক, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা নিষ্পাদন করিব, তাহাতে শৈথিল্য করি, ঐ সমস্ত আদালত হইতে তজ্জন্য যে হুকুম হইবেক তাহা আমার প্রতি অর্শিবেক। গবর্ণমেণ্ট হইতে রাস্তাবন্দী ও পুলবন্দী ও ডাক চালানী ওগয়রহ বিষয়ে এবং পল্টন গমনাগমনের রসদ ইত্যাদি বিষয়ে যখন যেমত হুকুম প্রকাশ হইবে, তাহা আমি নিজ খরচে বেওজর সরবরাহ করিব, এবং কোন কাগজ পত্র তলব হইলে তৎক্ষণাৎ মহাশয়দিগের নিকট এত্তেলা দিয়া দাখিল করিব, এ সকল বিষয়ের জওয়াবদিহী জিম্মা আমার, মহাশয়দিগের সহিত কোন এলাকা নাই। উক্ত গ্রামে কোন চুরী কি ডাকাইতি কি খুন ইত্যাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত, অথবা অসিদ্ধ নিমক তৈয়ারী হয়, তৎক্ষণাৎ পুলিস ও নিমক চৌকীয়াতে এত্তেলা দিয়া তথা হইতে যে হুকুম জারি হইবেক আমলে আনিব। আমার অনবধানতায় ও ক্রটীতে এ সকল বিষয়ে জরিমানা আদি যাহা হইবেক তাহার নিসা আমি করিব, মহাশয়দিগের সহিত তাহার এলাকা নাই। আমল মামুল সীমানা সরহদ্দর অন্যথায় কোন জমী জমা ছাটি করিয়া আমার অপরাপর নিকটস্থ জমীদারী আদির সামিল করি, কিম্বা মালের জমী ছাট করিয়া তঞ্চকতাক্রমে লাখেরাজ ভুক্ত করি,

তাহাতে উত্তর কাল মহাশয়দিগের হকুকের ক্ষতি খেয়ানত্ হইলে তাহার খেসারৎ আমি বুঝাইয়া দিব। অপর কর্ত্তৃক সীমানা সরহদ্দ বেদখল হইলে তাহার দাবীতে আদালতে নিজ খরচে নালিশ করিয়া দখলে আনিব, তাহা না করি সে বাবৎ মহাশয়দিগের যেঁ কিছু লোকসান হইবেক তাহার নিসা করিব। পথকর ও পব্লিককর দস্তরমত দিব। এই পত্তনী কবুলতির লিখিত জমার বেশী তলব কখন করিবেননা আমিও কখন কোন রকমে কমির ওজর করিতে পারিব না, যদি করেন ও করি তাহা নামঞ্জুর। তবে গভর্ণমেণ্ট হইতে এই তালুক সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন প্রকার নূতন কর দিবার অনুমতি হইলে ও সেই হুকুম দর্শাইলে তৎপরিমাণ কর প্রজাগণের স্থানে আদায় করিয়া আলাহিদা মহাশয়দিগের বরাবর সরবরাহ করিব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্থিরচিত্তে পণবাহার সমগ্র টাকা নগদ বুঝাইয়া দিয়া পাট্টা পাইয়া পত্তনি কবুলতি লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী———

জায়কিস্তিবন্দী।

পত্তনি আমল নামা।

পরগনে বসন্তপুরের সামিল লাট কামদেবগড়ের মধ্যে নিজ কামদেবগড় ও কিসমৎ কানাইডাঙ্গার গোমস্তাগণ ও মণ্ডলান ও পাইকান ও হালসানাগণ ও মাতব্বরান্ ও সর্ব্ব সাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— সম্প্রতি লাট মজকুরের অন্তঃপাতী নিজ কামদেবগড় ও কিসমত্ কানাই ডাঙ্গা এক লক্ত দুই মৌজা জেলা বাকুণ্ডার মোতালক, পাহাড়গড় পরগনার বনবিহারীপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী মল্লিককে পত্তনী দেওয়া গেল। তোমরা পত্তনীদার বাবুর নিকট কিস্তি কিস্তি, আপন আপন মালখাজানা আদি আদায় ও রীতিমত কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম্ দিবা, কোন বিষয় গোপন রাখিবানা। ইতি। সন তারিখ।———

দর পত্তনি পাট্টা।

কল্যাণবর শ্রীযুত নিধিনাথ নিয়োগী, পিতার নাম ৺ নন্দ লাল নিয়োগী, জাতি সদগোপ পেশা চাকুরী আদি সাং নন্দীগ্রাম পং নলহাটী ডিঃ ডিঃ নদীয়া কল্যানবরেষু।

লিখিতং শ্রীদিগ্বিজয় ঘটক, পিতার নাম ৺ভূবন বিজয় ঘটক, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা তালুক আদি সাং ভবানীপুর ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, ডিঃ ডিঃ চব্বিশ পরগনা।—কস্য দর পত্তনি পাট্টা পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্টীক্ট চব্বিশ পরগনা, সবডিভিজন বারাসতের অন্তর্গত হুদা বিজয়বাটী ও তদন্তর্গত নিজ বিজয়বাটী ও কিসমত্ মোহনপুর ও মৌজে রাণীনগর ও মৌজে ঘোষালপাড়া ও কিসমত্ ডাঙ্গাপাড়ার রকম ৷৷৶ আনা আমার খরীদা পত্তনি মহল। উক্ত হুদা ও তদন্তর্গত কিসমত্ ও গ্রামাদির রকম ।৵০ আনা তোমার মোকররী স্বত্ব। পরস্পর উভয় মহলের আদায় তহশীল আদির অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য হেতু উক্ত হুদার অন্তর্গত কিসমত্ মোহনপুর ও মৌজে রাণীনগর ও মৌজে ঘোষালপাড়া ও কিসমত ডাঙ্গাপাড়ার রকম ।৵০ আনা মোকররি স্বত্ব, পৃথক লিখিত পাঠতের দ্বারা আমাকে দর মোকররী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছ। আমি আমার পত্তনি অংশ উক্ত হুদার অন্তর্গত নিজ বিজয় বাটীর রকম ৷৷৶০ আনা পত্তনি স্বত্ব তোমার অভিপ্রায় মতে তোমাকে সালিয়ানা ঐ মহলের মোট হস্তবুদ মং ১৩১৫ ৷৷৵০ আনা টাকা মধ্যে, মালিকানা ও সরঞ্জামি ৬৫৷৷৵০ টাকা বাদে বাকি মং ১২৫০৲ টাকা জমায় মং ৯০০৲ নয়শত টাকা পণে দর পত্তনি বিলি করিলাম। তুমি উক্ত জমা স্বীকার করিয়া রীতিমত কবুলতি দাখিল করিলে, তদনুসারে আমি এই দরপত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উপরি উক্ত বিজয়বাটীর রকম ৷৷৶০ আনা অংশের সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া পতিতাদি জমীতে প্রজাদি পত্তন পূর্ব্বক মহলের আয়বৃদ্ধিমতে উক্ত দরপত্তনী জমা সালিয়ানা ১২৫০৲ টাকা সন সন, কিস্তিবন্দী অনুসারে, আমার সরকারে আদায় করিয়া উক্ত হুদা বিজয়বাটীর রকম ৭৷৶০ আনা দর পত্তনি স্বত্ব পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবা। হাজা, শুকা নদী শিকস্তি আদি কোন বাবুদে কখন জমা কমির আপত্তি করিতে পারিবানা, এবং আমিও জমা বেশীর দাবি করিতে পারিবনা। কিস্তিখেলাপ হইলে দস্তুর মত সুদ দিবা। খাজানার টাকা যখন যাহা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। কিস্তির তলবী টাকা কিম্বা সালতামামি খাজানা আদায়

না করিলে, সন ১৮৮৫ সালের ৮ আইন অনুসারে ও ভাবি যখন যে আইন জারি হইবেক, তদনুসারে তোমার নামে নালিশ হইয়া সুদ মায় খরচা ঐ বাকী খাজানা, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লওয়া যাইবেক। তাহাতে সমস্ত বাকী আদায় না হইলে তোমার অন্যান্য বিষয় বস্তু নীলাম বিক্রয় ক্রমে আদায় হইবেক। পথকর পবলিক্‌কর প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে দিবা, অনাদায়ে তাহারও নালিশ হইবেক। গভর্ণমেণ্ট হইতে অপর কোন দরি অঙ্কের হুকুম কি কোন কাগজাদি তলব হইলে, অথবা দেওয়ানী, কালেক্টরী ও পুলিশ মোতালক আদি হইতে ঐ মহল সংক্রান্ত কোন হুকুম প্রচার হইলে তত্তাবৎ তুমি সম্পাদন করিবা, এবং গ্রামে খুন আদি হইলে যোগ্য আদালতে তাহার এত্তেলা দিবা। ঐ সমস্ত বিষয়ে তোমার ত্রুটীতে জরিমানা আদি হইলে আমার সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকিবেনা। উক্ত মহলে সন ১২৯২ সাল নাগাইদ প্রজা স্থানে মং ৪৩২।৵৫ টাকা আমার বকেয়া খাজানা যে পাওনা আছে, প্রজা মোকাবিলা সূত্রে তাহার বাকিজায়ের কাগজ একপ্রস্থ তোমাকে দেওয়া গেল ও অন্য একপ্রস্থ আমার নিকট রহিল। ঐ বকেয়া বাকী টাকা তিন সন মধ্যে তুমি আমার পক্ষের চেক দাখিলাক্রমে তোমার গোমস্তার দ্বারা আদায় করাইয়া, আদায়ী টাকার রকম চারি আনা তুমি লইবা, বাকী রকম ৸০ আনা আমাকে দিবা ও তাহার আলাহিদা রসীদ লইবা। তিন বৎসর কাল মধ্যে আদায় না হইলে ঐ বাকী তমাদিগত হইবে, তুমি তমাদিকালের মধ্যে সমস্ত আদায় করিতে না পারিলে, ঐ ৸০ আনা রকমের মধ্যে আদায় বাদে বাকী অংশ নিজ হইতে আমাকে দিবা। তদন্যথায় তোমার নামে পৃথক নালিশ হইয়া আদায় হইবেক। রীতি দস্তুর ও কবুলতির সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবানা। এতদর্থে সুস্থশরীরে দরপত্তনিপাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন তারিখ—*

ইসাদী——

---

* এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতি হইবে। সে পত্তনি আদি লিখিত পঠিতের প্রণালীও ঐ মত জানিতে হইবে।——

মোকররি তালুক বন্দোবস্তের পাট্টা।

শ্রীযুত বাবু কালীদাস পাল চৌধুরী, পিতার নাম ৺ কৃষ্ণদাস পাল চৌধুরী মহাশয়, জাতি তিলি সাং কৃষ্ণপুর পং কেশবগঞ্জ সব ডিভিজন রাণাঘাট ডিভিজন ডিঃ নদীয়া।

লিখিতং শ্রীবিজয় গোপাল মুস্তোফী ও শ্রীমাধব গোপাল মুস্তোফী ও শ্রীনৃত্যগোপাল মুস্তোফী পিতার নাম ৺ রামগোপাল মুস্তোফী, ও শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মুস্তোফী পিতার নাম ৺ দেবেন্দ্রনাথ মুস্তোফী ও শ্রীরাজরঞ্জন মুস্তোফী পিতার নাম ৺ নিশানাথ মুস্তোফী ও শ্রীরাজলক্ষ্মী দাসী স্বামির নাম ৺ রাধারঞ্জন মুস্তোফী জাতি কায়স্থ পেশা জমিদারী আদি সাং বীরপুর পং বাজিতপুর ডিঃ ডিঃ যশোহর। মোকররি তালুক বন্দোবস্তের পাট্টা পত্র মিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন পাণ্ডুয়া পং কামদপুরের অন্তঃপাতি মৌজে কল্যাণপুরের রকম ।।/০ আনির কাত্ ষোল আনি যাহা জেলা বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরী ১২৩ নং তৌজিভুক্ত লাট কুটিপুর ও কালীপুর ওগয়রহর অন্তর্গত, এবং উক্ত কল্যানপুর গ্রামের ।৶০ আনীর কাত ষোল আনা যাহা উক্ত জেলা বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরী ১১১ নং তৌজিভুক্ত কিসমত্ কুটিপুরের অন্তর্গত। উক্ত কল্যাণপুর গ্রামের তরফ ।।/০ আনির রকম ।।৵১৩।—আনা ও তরফ।৶ আনীর রকম ।/৬।।=আনা আমাদিগের এজমালি কালেক্টরী জমিদারী, আমরা সকলে মালিকত্ব ও উত্তরাধিকারিত্ব ও খরিদ স্বত্রে পৃথক পৃথক অংশ নির্দ্দিষ্ট মতে ভোগবান আছি। আপনি আমাদিগের উক্ত গ্রামের উপরি উক্ত দুই তরফের উল্লিখিত অংশ মোকররী বন্দোবস্ত করিয়া লওনের অভিপ্রায় করায় আমরা তাহাতে সম্মত হইয়া, আমি বিজয় গোপাল ও মাধব গোপাল ও নৃত্যগোপাল মুস্তোফী আমাদিগের তিন সহোদরের অংশ তরফ ।।/০ আনির ।১০ আনা ও তরফ ।৶ আনির ৵১০, বাদ সরঞ্জামি, বেলমোক্তা মং ১৪৩৲ টাকা জমায় ও মং ১৪৫৲ টাকা পণে, ও আমি নৃপেন্দ্রনাথ মুস্তোফী আমার নিজ অংশ তরফ ।।/ আনির /০ আনা রকম, ও তরফ ।৶০ আনির ৲১০ আনা রকম, বাদ

সরঞ্জামি, সালিয়ানা মং ৩৯৲ টাকা জমায় ও মং ৪৫৲ টাকাপণে, ও আমি রাজরঞ্জন মুস্তোফী আমার নিজ হিস্যা তরফ ।।/ আনির ।/৩।—আনা, সালিয়ানা সরঞ্জামি বাদে, মং ৭৬৲ টাকা জমায় ও মং ১৩২৲ টাকা পণে, ও আমি রাজলক্ষ্মী দাসী আমার স্বামির ত্যাজ্যাংশ তরফ ।৴০ আনির রকম ৵৬।।= আনা সরঞ্জামি বাদে সালিয়ানা মং ৪৭৲ টাকা জমায় ও মং ৮১৲ টাকা পণে সর্ব্ব সাকুল্যে উক্ত কল্যানপুর গ্রামের তরফ ।।/ আনির রকম ।।৵১৩।— আনা ও তরফ ।৶ আনির রকম ।/৬।।= আনার মাল, সায়ের ও রাইয়তী খামার, জলকর, ফলকর, বনকর ইত্যাদি সমগ্র হকুক, বাদ সরঞ্জামি, সর্ব্ব সরিকানে মোট মং ৩০৫৲ তিনশত পাঁচটাকা জমায় ও মোট মং ৪০৩৲ চারিশত তিনটাকা পণে আপনাকে মোকররী তালুক বন্দোবস্ত করিয়া দিবায় আপনি উক্ত জমা স্বীকার করিয়া আমাদিগের পরস্পর সরিকানের নিকট পৃথক পৃথক কবুলতি লিখিয়া দিলেন, তদনুসারে আমরা সকলে এই মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, আপনি আমাদিগের পরস্পর বরাবর লিখিয়া দেওয়া পৃথক পৃথক কবুলতির নিয়মানুসারে আমাদিগের নিকট, সন সন, খাজানা আদায় করিয়া উক্ত কল্যাণপুর গ্রামের দুই তরফের উপরিউক্ত অংশে মোকররী স্বরত দখলিকার হইয়া আমল মামুল সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া নূতন প্রজাদি পত্তনে গ্রাম উন্নত করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে রহেন। হাজা, শুকা, ফৌতি, ফেরারি, পতিত পলাতকা, নদী শিকস্তি আদি কোন বাবুদে ঐ জমার প্রতি কখন কমির আপত্তি করিতে পারিবেননা, এবং আমরাও উক্ত জমার উপর কখন বেশীর দাবি করিতে পারিবনা। যখন যে সরিককে যে খাজানা দিবেন তাহার চেক দাখিলা তাঁহার স্থানে লইবেন। চেক দাখিলা ভিন্ন আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য। কিস্তি খেলাপ হইলে শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হারে সুদ দিবেন। খাজানা আদায়ে ক্রুটী করিলে চলিত আইনানুসারে আপনার নামে বাকি খাজানার নালিশ হইয়া উক্ত মোকররি তালুক বিক্রয় ক্রমে মায় সুদ খরচা আদায় হইবেক। যদি তাহাতে সমগ্র বাকী আদায় না হয় আপনার স্বনাম বেনাম স্থাবর অস্থাবর অপরাপর জায়দাদ হইতে আদায় করা যাইবেক। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ও রাস্তাবন্দী ও পুলবন্দী ও সরভিয়র

ইত্যাদি মতালক হইতে যখন যে কোন হুকুম আমাদিগের নামে কি আপনার নামে প্রচার হইবেক তাহা আপনি আপন ব্যয়ে সম্পাদন করিবেন। তৎসংক্রান্ত আয়ব্যয় আপনার। আমাদিগের সহিত কোন সংশ্রব থাকিবেকনা। মহল্লে কোন খুন, চুরী, ডাকাইতি আদি হইলে তাহার এত্তেলা আদি আপনি দিবেন, তৎসংক্রান্ত ত্রুটীতে জরিমানা ইত্যাদি হইলে নিজ ব্যয়ে আদায় করিবেন, আমরা কোন বিষয়ে বাধ্য হইবনা। গভর্ণমেণ্ট হইতে কোন কাগজ পত্র তলব হইলে আপনি নিজ ব্যয়ে দাখিল করিবেন। ডাক পাইক ও পথকর ও পবলিককর যাহা ধার্য্য আছে তাহা আমাদিগের সরকারে আলাহিদা দিবেন, অনাদায়ে তজ্জন্য আপনার নামে আলাহিদা নালিশ উথাপিত হইয়া আদায় হইবেক। গভর্ণমেণ্ট হইতে অন্য কোন রকম কর ইত্যাদি দরি অঙ্কের কোন হুকুম ভবিষ্যতে হইলে তাহা আপনি সম্পাদন করিবেন। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া সুস্থ শরীরে স্থিরচিত্তে মোকররী তালুক বন্দোবস্তের পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ———

ইসাদী———

তপসীল কিস্তিবন্দী— মোটজমা—৩০৫৲

জমা———		জমা কিস্তি———		
		আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র
হিস্যা শ্রীযুত বিজয় গোপাল মুস্তোফী দিগর	১৪৩৲	৮৫৲	৪২৲	১৬৲
হিস্যা শ্রীযুত নৃপেন্দ্র নাথ মুস্তোফী	৩৯৲	১৯৲	১২৲	৮৲
হিস্যা শ্রীযুত রাজ রঞ্জন মুস্তোফী	৭৬৲	৩৬৲	২৫৲	১৫৲
হিস্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দাসী	৪৭৲	২৫৲	১২৲	১০৲

৩০৫৲। মং তিনশত পাঁচ টাকা মাত্র।

মহাজন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ী লোক ও তৎ সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের প্রয়োজনীয় নানা লিখিত পঠিতের নিয়ম।*

সামান্য তমস্সুক।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু গিরিজাপতি গঙ্গোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ গঙ্গা গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, সাং গৌরিপুর পং গালসী সবডিভিজন গৌহাটী ডিঃ গয়া বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল, পিতা ৺ রামকৃষ্ণ পাল, জাতি তিলি পেশা ব্যবসাদি সাং পরাণবাটি পং পাণ্ডুয়া সবরেজেষ্টরী পাণ্ডুয়া ডিঃ হুগলী—কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে সং ১৬০০৲ ষোলশত টাকা কারবার করিবার কারণ কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ সালিয়ানা ফি শত ১০৲ দশ টাকার হিসাবে দিব। সন ১২৯৫ সালের মাহ জ্যৈষ্ঠতে টাকা পরিশোধের মেয়াদ রহিল। এই সময়ের মধ্যে সুদ সমেৎ বেবাক টাকা এককালীন পরিশোধ করিব, এক কালে শোধ করিতে না পারি, যখন যে টাকা দিব এই খতের পৃষ্ঠে উসুল লিখাইয়া দিব। খতের পৃষ্ঠের উসুল ভিন্ন অন্য রসীদ আদির ওজর করিবনা, যদি করি সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া খত্ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন তারিখ।

ইসাদী।

---

* কেবল জমীদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত লিখিত পঠিত, তাহা জমীদারী অংশে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন জমীদারী সম্বন্ধীয় অনেকানেক লিপিকাদি মিশ্র প্রযুক্ত মহাজনী অংশেও রহিল।

কিস্তিবন্দী সুরত্ খত্।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ধনপতি পালিত মহাশয়, পিতার নাম ৺ রঘুপতি পালিত, জাতি কায়স্থ পেশা ব্যবসাদি সাং ধলনগর পং ধর্ম্মডাঙ্গা ডিভিজন ডিঃ যশহর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীদীন দয়াল দত্ত, পিতা ৺ রাম দয়াল দত্ত, জাতি কায়স্থ পেশা ব্যবসাদি সাং সিমুলিয়া সহর কলিকাতা। কিস্তিবন্দীস্থরৎ খত্ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সন ১২৮৯ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমি, আপনার পিতা ৺ রঘুপতি পালিত মহাশয়ের নিকট এক কেতা তমস্থক লিখিয়া দিয়া মং ৮৫০৲ টাকা যে কর্জ্জ করি, তাহার মধ্যে এ নাগাইদ, ৺ কর্ত্তা পালিত মহাশয় বর্ত্তমানে তাঁহার বরাবর, ও পরে আপনার নিকট দফায় দফায় স্থদের দং মোট ১৩৬৲ টাকা আদায় করিয়াছি, তদ্বাদে স্থদে আসলে হিসাব মোকাবিলায় বাদ রেয়াৎ রফা স্থরত্ মোট মং ৯৭৩৲ নয়শত তেহাত্র টাকা আমার দেনা, অসঙ্গতি মতে এককালীন আদায় করিতে না পারিয়া এই কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিতেছি যে, বিমর্জ্জিম নীচের কিস্তিবন্দী সন সন, মাস মাস, কিস্তি বকিস্তি, উপরিউক্ত টাকা মহাশয় বরাবর আদায় করিব, কিস্তি খেলাপ হয় শতকরা মাসিক ৩৲ টাকা হারে স্থদ দিব। যখন যে টাকা আদায় করিব, এই কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠে উস্থল দিয়া দিব, কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠের উস্থল ভিন্ন আদায়ের অন্য ওজর করিবনা, যদি করি সে নামঞ্জুর। এতদর্থে সাবেক তমস্থক ফেরত পাইয়া এই কিস্তিবন্দীপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী।

জায় কিস্তিবন্দী।
সন ১২৯৩ সাল।
মাহ ভাদ্র——১০৮৲
মাহ পৌষ——১১০৲
মাহ চৈত্র——২১০৲
সন ১২৯৪ সাল।—
মাহ ভাদ্র——১০৮৲

৫৩৬৲

জের।——৫৩৬৲
মাহ পৌষ——১১০৲
মাহ চৈত্র——১১০৲
সন ১২৯৫ সাল।
মাহ ভাদ্র——১০৮৲
মাহ পৌষ——১০৯৲

৯৭৩৲

মং নয়শত তেহাত্র টাকা মাত্র।

কঠিন নিয়মের তমস্সুক।

মহামহিমান্বিতা শ্রীমতী মালতীলতা দেবী, স্বামীর নাম ৺মাধব রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জাতি ব্রাহ্মণ সাকিন মোহিনীনগর পরগনে মণ্ডলঘাট ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাজরঞ্জন রায়, পিতার নাম ৺নেত্ররঞ্জন রায়, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা চাকুরি আদি সাকিন রাণীনগর পরগনে রাজবাটী ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর। কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমি আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে আপনার স্থানে মং ৯০০৲ নয়শত টাকা কর্জ্জ করিলাম। ইহার সুদ ফি শত মাসিক ১৷৷০ দেড় টাকা হিসাবে প্রতিমাসে দিব। যদি মাসে মাসে সুদ দিতে না পারি, তিন মাস অন্তর তিন মাসের সমগ্র সুদ দিব। তিন মাস অতীতে সুদ আদায় না করিলে, ঐ তিন মাসের সুদের দরুণ যত টাকা আপনার পাওনা হইবে, ঐ টাকা আসলে গণ্য হইয়া তাহার সুদ শতকরা ঐ ১৷৷০ দেড়টাকা হিসাবে ধর্ত্তব্য হইয়া আদায় হইবে। তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবনা। সুদ সহ আসল বেবাক টাকা পরিশোধের নিয়ম কাল যদিচ দুই বৎসর ধার্য্য রহিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ ইচ্ছা করিলে ঐ দুই বৎসর নিয়ম কালের মধ্যেও কোন সময়ে সুদসহ বেবাক টাকার দাবিতে আমার নামে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং ঐ নালিশ উত্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থাবর অস্থাবর স্বনাম বেনাম সম্পত্তি আদি এক্তেকালহরৎ ক্রোক করাইতে, ও আমাকে আবদ্ধ রাখাইতে পারিবেন। তদ্বিষয়ে আমি কোন আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবে না। যখন যে সুদের টাকা কি আসল টাকা পরিশোধ করিব এই তমস্সুকের পৃষ্ঠে উসুল দিয়া দিব, তমস্সুকের পৃষ্ঠে উসুল ব্যতিত অন্য কোন রসীদাদির দ্বারা উসুলের আপত্তি করিতে পারিবনা। ঈশ্বর না করেন যদি এই ঋণ পরিশোধ না হইয়া আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র ঘটনা হয়, তবে আপনি ইচ্ছা করিলে আমার মৃতদেহ ক্রোক করাইতে পারিবেন। আমার অবর্ত্তমানে এই সকল নিয়ম আমার স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারিগণের প্রতি তুল্যরূপে বর্ত্তিবে। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া,

স্বস্থ শরীরে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই তমস্থক লিখিয়া দিলাম। ইতি সন তারিখ

ইসাদী।

সামান্য বন্ধকী খত্।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বরদাকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা ৺ কাব্যকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সাং বিমলানগর পং বাজিতপুর ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট মালদহ বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীহরদাস গঙ্গোপাধ্যায়, পিতা ৺ শিবদাস গঙ্গোপাধ্যায় সাং কালীনগর পরগনে শিবগড় ডিভিজন ডিঃ হুগলী—কস্য বন্ধকী খত্ পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, জেলা হুগলীর অধীন পরগনে বোরোর অন্তঃপাতী মৌজে ভদ্রবাটী ও মৌজে সন্তোষধামের মধ্যে আমাদিগের এজমালের ভোগ দখলী দুইয়েম্ খালাসী ব্রহ্মোত্তর বিমর্জ্জিয় নীচের তপসীল চৌহদ্দি মোট মওয়াজী ২১২/০ দুইশত বার বিঘা জমীর মধ্যে আমাদিগের দুই ভ্রাতার হিস্যা রকম চারি আনার কাত্ মওয়াজী ৫৩/ বিঘা জমী যে আছে, ঐ ব্রহ্মোত্তর জমী আমরা মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া মং ২৫০৲ দুইশত পঞ্চাস টাকা কর্জ্জ করিলাম, ইহার স্থদ ফি শত মাসিক ১৲ এক টাকার হিসাবে দিব। আগত সন ১২৯৫ সালের মাহ চৈত্রে স্থদসমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। যাবৎ পরিশোধ করিতে না পারিব তাবৎ আবদ্ধীয় জমী দান বিক্রয় আদি সুত্রে কোন রকমে হস্তান্তর করিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। উক্ত ষোল আনা রকম ব্রহ্মোত্তর জমীর সনদ ও তায়দাদ ও দুইয়েম খালাসী রোবকারী ও ছাড় আদি যাহা আমাদিগের হস্তে ছিল, তাহা আপনার নিকট রাখিলাম। টাকা পরিশোধ পরে এই বন্ধকী খতের সহিত ফেরত পাইব। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্বস্থশরীরে বন্ধকী খতপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১২৯৩ সাল তারিখ ১১ পৌষ।

তপসীল চৌহদ্দি।——— ইসাদী।

আসামী———মোট জমী———রকম অংশ

জাত গিরবী পত্র।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু প্রিয়গোপাল সেন, পিতা শ্রীযুত রামগোপাল সেন, জাতি বৈদ্য পেশা তালুকদারি সাং পলাসি পং পাহাড়গড় ডিভিজন ডিঃ পাবনা কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীভুবনমোহিনী দেবী, স্বামির নাম ৺ রামগতি রায়, সাং মুকুন্দগড়ী পরগনে কেশবপুর ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান—জাত গিরবী পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট নদীয়া পরগনে যাদবপুরের অন্তঃপাতী মৌজে ব্রহ্মোত্তর কেশবনগরের রকম ।৴৬।। = আনা আমার ৺ স্বামী মহাশয়ের পৈতৃক ভোগ দখলী বিষয়। স্বামী মহাশয়ের লোকান্তর পরে আমি উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ তাঁহার সামুদায়িক ত্যাজ্য সম্পত্তি আদি বিষয়ে দখলিকার থাকিয়া উক্ত মৌজা কেশবনগরের রকম ।৴৬।। = আনা ইতক সন ১২৯৩ নাগাইদ সন ১২৯৯ সাল এই দশ সন মেয়াদে সেওয়ায় সরঞ্জামি, সালিয়ানা মং ২১৫৷৷৴০ টাকা জমায় তোমাকে মেয়াদী ইজারা দেওয়ায় তুমি মেয়াদী ইজারা সূত্রে আমার খেরাজে দখলিকার আছ। সম্প্রতি ৺ স্বামী মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার স্বর্গার্থে ৺ গয়াধামে পিণ্ডদান আদি ক্রিয়া সম্পাদন জন্য, উক্ত ইজারা মহল মৌজে কেশবনগরের রকম।।৴৬।। = আনা তোমার নিকট জাত গিরবী স্বরূপ বন্ধক রাখিয়া মং ১২০০৲ বারশত টাকা কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ ফিশত মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে দিব। উক্ত সুদের টাকা তোমার ইজারার খাজনায় বরাত রাখিলাম। টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত সুদ, সন সন মাসমাস, ঐ ইজারার খাজানা হইতে আদায় লইয়া বাকী টাকা আমার বরাবর ইরসাল দিবা। উক্ত আসল টাকা যাবৎ আদায় না করিতে পারিব, তাবৎ উক্ত মৌজার উক্ত অংশ ইজারা স্বরূপে যেমত এক্ষণে তোমার দখলে থাকিয়া বরাৎ স্বরত সুদ আদায় যাইতে থাকিল, ঐরূপ ইজারা কায়েম ও বরাত থাকিবেক, অপর কাহাকে ইজারা দিতে কি অন্যের দখলে রাখিতে পারিবনা। ঐ ইজারার মেয়াদ গতে কি মেয়াদ সত্বে পুনর্ব্বার তোমার সহিত উক্ত জমায় ইজারা

বন্দোবস্ত করিয়া তাহার লিখিত পঠিত করিয়া দিব। এই কর্জ্জা টাকা পরিশোধ কাল পর্য্যন্ত বন্ধকী বিষয় কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবনা, যদি করি সে নামঞ্জুর। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া সুস্থ শরীরে গিরবীপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ

ইসাদী।

খাই খালাসী বন্ধকী পত্র

পূজনীয় শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী, পিতার নাম ৺ হরকুমার সর্ব্বাধিকারী, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা তালুকদারী সাং গৌরাঙ্গপুর পরগনে অম্বিকা সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন বলাগড়ি ডিষ্ট্রিক্ট হুগলি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী শ্রীধর দত্ত, পিতার নাম ৺ ভূধর দত্ত, জাতি কায়স্থ সাং ভৈরবপুর পরগনে ভবানীবাটী ডিষ্ট্রিক্ট হুগলী—কস্য মহত্রাণ জায়গা বন্ধকী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট হুগলি সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন বলাগড়ি পরগনে অম্বিকার অন্তর্গত মৌজে সুবর্ণপাড়ার মধ্যে, সদর রাস্তার উত্তর, বেহুলা নদীর দক্ষিণ, অনন্তপুরের তারাকান্ত চৌধুরির বাগানের পূর্ব্বস্থিত রাস্তার পূর্ব্ব, রাধাকান্তপুরের হাটের সীমানার পশ্চিম, এই চৌহদ্দী মধ্যে সেনেরডাঙ্গা নামে আন্দাজী মওয়াজী ১৬/০ ষোল বিঘা মহত্রাণ জমী ও তদুপরিস্থিত আম্র কাঁঠাল বাগিচা ও বাসিন্দা প্রজা ১৮ আঠার ঘর, যাহার হস্তবুদ সালিয়ানা মং ৫৫৲ টাকা ধার্য্য আছে, উক্ত বিষয় আমার পুরুষানুক্রমের ভোগ দখলী সম্পত্তি। সম্প্রতি আমার বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ উক্ত সেনেরডাঙ্গা সমেত প্রজা ও আওলাত আকর বর্ত্তমান ১২৯৪ সাল হইতে আগামী ১২৯৮ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ সন মেয়াদে মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া মং ২০০৲ দুইশত টাকা কর্জ্জ করিলাম। উক্ত টাকার সুদ ফি শত মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে ধার্য্য রহিল। উক্ত আসল মায় সুদ সমগ্র টাকা পরিশোধের কারণ, উক্ত সেনেরডাঙ্গা সালিয়ানা ৫২৲ বায়ান্ন টাকা জমায় আপনাকে জমা বিলি করিয়া উপরিউক্ত মেয়াদকাল পর্য্যন্ত আপনার দখলে দিলাম। আপনি উক্ত সেনেরডাঙ্গা অদ্যকার তারিখ হইতে পাঁচ

সন কাল পর্য্যন্ত নিজ দখলে রাখিয়া, তাহার আদায় উৎপন্ন টাকা এই বন্ধকী কর্জ্জা টাকার সুদে আসলে লইতে থাকিবেন। আখিরী সন গঙ্গা যমুনা হিসাব নিকাশ মতে, আপনার প্রাপ্য এই বন্ধকী খতের সুদ আসল পরিশোধ বাদে অবশিষ্ট থাকিলে, আপনার স্থানে ঐ অবশিষ্ট টাকা লইব। যদি অনাটন হয় সেই বাকী কয়েক টাকা আপনাকে দিয়া এই বন্ধকী খত্ ফেরত লইব। এইরূপ খাই খালাসীর রীতে উক্ত দেনা পরিশোধ হইবে। আপনি উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে এই বন্ধকী খতের দরুণ সুদ আসল বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইয়া এই খত্ ফেরত দিবেন ভিন্ন টাকার দাবীতে নালিশ করিতে পারিবেননা। উক্ত নিয়ম মধ্যে এই সম্পত্তি দান বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবনা, যদি করি সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া প্রশস্ত চিত্তে সুস্থ শরীরে বন্ধকী খত্পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ৮ই বৈশাখ।

ইসাদী।

সুদ খালাসী বন্ধকী পত্র।

শ্রীযুত বাবু রজনী কান্ত রায়, পিতার নাম ৺ যামিনী কান্ত রায় মহাশয়, জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরী সাং সোনারপুর পরগনে হালিসহর ডিষ্ট্রিক্ট হুগলি, হাল মোকাম রামবাগান সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবসন্ত লাল বড়াল ও শ্রীনন্দলাল বড়াল, পিতার নাম ৺ প্যারিলাল বড়াল, জাতি স্বর্ণবণিক পেশা ব্যাবসা আদি সাং যোড়াসাঁকো সহর কলিকাতা—কস্য বাটী বন্ধকী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা উত্তর ডিভিজন ব্লক্ নং ১৭, হোল্ডিং নং ২২, চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে মণি ময়রাণীর বাটীর উত্তর, বামা বৈষ্ণবীর দোকানের পূর্ব্ব, চিত্ত রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বাগান বাটীর পশ্চিম, সদর রাস্তার দক্ষিণ, এই চৌহদ্দিস্থিত ৮৬ নম্বর বাটী আমাদিগের পৈত্রিক খরীদা সম্পত্তি। ঐ বাটী দুই মহল নীচে উপর ১৩ তের কুঠারী

যাহা ৩৬৲ টাকা ভাড়া ধার্য্যে আপনাকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, উহা সমেত তলস্থ জায়গা /২ দুই কাঠা আমাদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া মং ২৪০০৲ চব্বিশ শত টাকা কর্জ্জ করিলাম। ইহার সুদ মাসিক ফি শত ১৷৷০ দেড় টাকা হিসাবে দিব। অদ্যকার তারিখ হইতে তিন বৎসর মিয়াদ কাল মধ্যে টাকা পরিশোধ করিব। আপনার স্থানে প্রাপ্য বাটী ভাড়ার দরুণ ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা, কর্জ্জা টাকার সুদে বরাত রহিল। আপনাকে মাস মাস অথবা তিন মাস অন্তর ভাড়ার টাকার রসীদ দিয়া এই বন্ধকী খতের পৃষ্ঠে ঐ টাকা আপনার নিকট হইতে সুদে উসুল দিয়া লইব। যদি সুদে উসুল না দিয়া ভাড়ার দাবিতে নালিশ করি তাহা গ্রাহ্য হইবেনা। উক্ত বাটীর খরীদা কোবালা ও পাট্টা দুইখণ্ড মহাশয়কে দিলাম। আসল টাকা পরিশোধ করিয়া দলীল ফেরত লইব। যাবৎ এই বন্ধকী খতের টাকা পরিশোধ না হইবে, তাবৎ উক্ত বাটী ও তলস্থ জায়গা দান বিক্রয়াদি সুত্রে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবনা। যদি করি তাহা অসিদ্ধ হইবে। উক্ত বাটী অন্য কোন স্থানে আবদ্ধ রাখি নাই। যদি অন্য স্থানে বন্ধকাদি রাখা বা বিক্রয় করা উত্তরকাল প্রকাশ হয় তবে পেনাল্ কোডের বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইব। এই করারে নীচের তপসীলের লিখিত আট কেতা নোটের দ্বারা সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্বচ্ছশরীরে, স্থিরচিত্তে বাটী বন্ধকী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল। তাং ১০ই আষাঢ়।

ইসাদী।

তপসীল কারেন্সী নোট।

এন ১৯৩ ২৪৫৭৬—৫০০৲ টাকা

ইত্যাদি

কটকোবালা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সাং হরিবাড়ি পং হংসহাটী ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট পূর্ণিয়া বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীদীননাথ দে, পিতার নাম ৺ হরিনাথ দে, জাতি কায়স্থ পেশা তালুকদারী সাং দেবহাটী পরগনে স্বরনগর ডিভিজন ডিঃ যশোহর—কুট্‌কোবালা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান পরগনে শ্রীপুরের অন্তঃপাতী মৌজে উত্তমনগর আমার পত্তনী তালুক যাহার পত্তনী মালগুজারী সালিয়ানা মং ৯২৭।।০ টাকা আমার পিতা ৺ হরিনাথ দে মহাশয়ের নামে জেলা বর্দ্ধমানের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ পত্তনী মহল মৌজে উত্তমনগরের মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, জলকর, ফলকর, বনকর, ওগয়রহ চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দরোবস্ত হকুক্, উক্তগ্রাম, মহাশয়ের নিকট কটকোবোলাস্বরৎ মং ৩২০১৲ টাকা পণে বিক্রয় করিলাম। আপনি উক্ত মৌজায় স্বত্বাধিকারী হইলেন। তবে ইহাতে এই সর্ত্ত রহিল যে, উক্ত পণের দং টাকা আমি অদ্যকার তারিখ হইতে দুইসন মেয়াদ মধ্যে মায় সুদ এককালীন পরিশোধ করিলে এই কোবালা ফেরত পাইব। সুদের নিয়ম ফি শত সালিয়ানা ৮৲ আট টাকা ধার্য্য রহিল। যদি করারী দুইসন মেয়াদ মধ্যে সুদ সমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তবে মেয়াদ গতে আপনি আইনমত নালিশ উত্থাপনক্রমে উক্ত মৌজায় দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগবান থাকিবেন। তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন দাবী দাওয়া করি কি করে, সে অগ্রাহ্য। এই করারে পণের টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া স্থিরচিত্তে কট্‌কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী

সনিয়ম বিক্রয়, অর্থাৎ বিক্রয় লিখিত পঠিতের দ্বারা বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া নিরূপিত কাল মধ্যে সুদ সহ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে তাহাকে কট্‌কোবালা কহে। কট্‌কোবালার স্থলে কেহ সাফ্‌ বিক্রয়পত্র লিখাইয়া লইয়া কোন কাল নিয়মে টাকা দিলে বন্ধকদাতাকে বিষয় ফেরত দিবার আলাহিদা একরার দিয়া থাকে। মর্টগেজ ও কটকোবালার একই অর্থ।

প্রকারান্তর কট্‌কোবালা।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত বাবু প্রাণহরি চক্রবর্ত্তী, পিতা ৺ কৃষ্ণহরি চক্রবর্ত্তী, সাং কৃষ্ণপুর পং রাণীহাটী ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট মালদহ কল্যাণবরেষু।

লিখিতং শ্রীনবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরকুমার চট্টোপাধ্যায়, পিতা ৺ রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সাং স্বর্ণহাটী পরগনে শোভনপুর ডিভিজন ডিঃ মালদহ—কস্য জমীদারী বন্ধকী কট্‌কোবালা পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ চব্বিশ পরগনা সবডিভিজন বারাসত পরগনে বিরামপুরের সামিল ডিহি স্বর্ণহাটী মায় অন্তর্গত মৌজা শালডাঙ্গা ও তমালডাঙ্গা ও রুক্মিণীনগর যাহার সদর মালগুজারী সালিয়ানা মং ৩৬১৮৷৷৴ টাকা উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ১৫১ নং ৺ রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের নামে লেখা যায়, তাহার মধ্যে সরিকানের হিস্যাবাদে আমাদিগের নিজ হিস্যা রকম ।৵০ ছয় আনার কাত্‌ সদর জমা মং ১৩৫৬৸৶১৫ টাকা আদায় পূর্ব্বক মালিকত্ব রূপে ভোগবান ও দখলিকার আছি। সম্প্রতি প্রয়োজন বশতঃ আমাদিগের হিস্যা উক্ত ডিহি স্বর্ণহাটীর রকম ছয় আনার কাত্‌ সদর জমা মং ১৩৫৬৸৶১৫ টাকা মায় রাইয়তী, খামার ও হাসিল পতিত, ও বাগ বাগিচা পুষ্করিণী ও জলকর, ফলকর, বনকর, ইত্যাদি চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দরোবস্ত হকুক আপনার নিকট মর্টগেজস্বরূপ আবদ্ধ রাখিয়া মং ১১০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ ফি শত মাসিক ৸০ আনার হিসাবে বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা হারে দিব। উক্ত সুদ বৎসরান্তে আদায় করিব, যদি এক বৎসর গতে আদায় করিতে না পারি, তবে ঐ এক বৎসর পরিমাণের সুদ, আসলে গণ্যমতে, তাহার সুদ ফি শত মাসিক ঐ ৸০ বার আনার হিসাবে দিব। উপরিউক্ত টাকা মায় সুদ অদ্যকার তারিখ হইতে চারি বৎসর মধ্যে পরিশোধ করিব। ঐ মেয়াদ মধ্যে যদি কখন কোন টাকা আদায় করি, সুদ মিনাহ বাদে বাকী টাকা, আসলে মজুরা পড়িবেক, এবং তাহা এই বন্ধকী মর্টগেজের পৃষ্ঠে উস্যুল লিখিয়া দিব, স্বতন্ত্র রসীদাদির ওজর করিবনা। ঐ মেয়াদ মধ্যে আসল মায় সুদ সমগ্র টাকা আদায় না হইয়া কিছু টাকা বাকী

থাকিলে, মহাশয় আইনমতে নালিশ উত্থাপন ও ডিক্রীজারী দ্বারা আমার হিস্যা উক্ত আবদ্ধীয় জমীদারী ডিহি স্বর্ণহাটীর রকম।৶০ ছয় আনায় দখলিকার হইবেন, এবং উক্ত রকমের সদর জমা আদায় পূর্ব্বক দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে থাকিবেন, তাহাতে আমাদিগের কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণের কোন দাবি দাওয়া থাকিবেকনা। যদিস্যাৎ বন্ধকী বস্তু আপনার দখল করিয়া লইবার ইচ্ছা না হয়, তবে ইহাও ক্ষমতা রহিল যে, উক্ত আবদ্ধীয় বিষয় এবং আমাদিগের অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আপনার পাওনা টাকা মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাতে আমরা কোন ওজর আপত্তি করি সে অগ্রাহ্য। যদি উক্ত ডিহির সদর মালগুজারীর টাকা অনাদায় সূত্রে ঐ ডিহি নীলামের অবস্থায় আইসে তবে ঐ বাকী মালগুজারীর টাকা আপনি যে তারিখে দাখিল করিয়া লাট রক্ষা করিবেন, সেই তারিখে নালিশ উত্থাপনের কারণ হইবেক, এবং ঐ দাখিলী টাকা, ফি শত মাসিক ৫৲ টাকা সুদ সহ আমরা দায়ী হইব। এতদর্থে নীচের লিখিত গবর্ণমেণ্ট নোট ১১ এগার কেতার কাৎ উপরিউক্ত বেবাক টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্থির চিত্তে বন্ধকী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী

জায় গবর্ণমেণ্ট নোট।———

এল্।১৮ ২৮৭৪ নং——১০০০৲ টাকা।

ঐ ১০৭৫ নং———১০০০৲ টাকা

আর।১৭ ২১৭৭৬ নং—১০০০৲টাকা

ইত্যাদি

সেকেণ্ড মর্টগেজ অর্থাৎ দ্বিতীয় কট্‌কোবালা

পূজনীয় শ্রীযুত পুরন্দর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম ৺পুলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা ব্যবসাদি সাং পার্ব্বতীপুর পং পল্‌টনহাট ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট পাবনা বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপতিতপাবনী দেবী, স্বামির নাম ৺ পূর্ণেন্দুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী সাং প্রফুল্লবাটী পং পাণ্ডুয়া সব রেজেষ্টরী পাণ্ডুয়া ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি। কস্য দ্বিতীয় মর্টগেজ পত্রমিদং সন ১২৯৩ বারশত তিরেনব্বই সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমার স্বামী মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার কৃত উইলনামায় তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যে ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট বীরভূম পং অনন্তবাটীর অন্তর্গত চক চারুনগর ও তদন্তঃপাতি গ্রামাদি কালেক্টরী সম্পত্তিতে আমি ভোগবতী থাকিয়া দানবিক্রয় ও আবদ্ধাদি দ্বারা যথেচ্ছাক্রমে হস্তান্তর করিতে সক্ষম থাকা আদি মর্ম্মে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া যাওয়ায়, স্বামী মহাশয়ের লোকান্তরে আমি উপরিউক্ত ক্ষমতা অনুসারে উক্ত চক চারুনগরে ভোগবতী ও দখলিকারিণী থাকিয়া বিগত সন ১২৯১ বারশত একানব্বই সালের ১৯ এ ফাল্গুন তারিখে উক্ত কালেক্টরী মহল বীরভূম জেলার হরিপুর পরগনার অন্তঃপাতি অন্নদাপুর গ্রাম নিবাসী ৺ নিত্যানন্দ নন্দীর পুত্র শ্রীযুত নয়নানন্দ নন্দী বাবুর নিকট মর্টগেজস্বরূত্ বন্ধক রাখিয়া ফি শত মাসিক ১৲ টাকা সুদে মং ৮০০০৲ আট হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। সম্প্রতি আমার তীর্থ গমনের ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত কিছু টাকার প্রয়োজন, সেমতে উপরিউক্ত চক চারুনগর যাহা প্রথম মর্টগেজক্রমে উপরি উক্ত ব্যক্তির নিকট আবদ্ধ রহিয়াছে, ঐ আবদ্ধীয় সম্পত্তিতে বর্ত্তমানে আমার যে পরিমাণ স্বত্ব ও সম্বন্ধ আছে ঐ আবদ্ধীয় চক চারুনগরের সেই স্বত্ব মহাশয়ের নিকট পুনরায় মর্টগেজে বন্ধক রাখিয়া মাসিক ফি শত ১৷৹ টাকা হিঃ সুদ দিবার অঙ্গীকারে দুই বৎসর কাল নিয়মে মং ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া এই দ্বিতীয় মর্টগেজ পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, মহাশয় ইচ্ছা করিলে, আপোসে, অথবা আমার নামে নালিশ উত্থাপন হইলে, আমার প্রথম মর্টগেজের দং দেনা ৮০০০৲ আট হাজার টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে পারিবেন। এবং পরিশোধ মতে ঐ পরিশোধ করা টাকা মায় সুদ বর্ত্তমানে গৃহীত টাকা সহ সমগ্র টাকা সুদ সহ আমার স্থানে লইতে ও আপোসে আমি না দিলে দুই বৎসর অতীতে, আপনি ঐ সংক্রান্ত চলিত আইনাদির মর্ম্মানুসারে নালিশ উত্থাপন ক্রমে উক্ত আবদ্ধীয় মহলে দখলিকার হইয়া ভোগবান হইবেন।

তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। প্রকাশ থাকে যে যদি প্রথম মর্টগেজের দং টাকা আপনি না দিতে পারেন ও ঐ টাকার দাবিতে নালিশ উত্থাপন হইয়া বিষয় বিক্রয় হয়, তবে আপনি এই মর্টগেজের নালিশ উপস্থিত করিয়া, কিম্বা অনুপস্থিতে বিক্রয় হওয়া পণ ফাজিলের টাকা ক্রোক মতে, আপন পাওনা স্থদ সমেত বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমার কি আমার উত্তরাধিকারি—গণের কোন আপত্তি চলিবেকনা। এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বস্থশরীরে দ্বিতীয় মর্টগেজ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি । সন। তারিখ।

ইসাদী

সামান্য কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু উমাকিঙ্কর ঘোষাল মহাশয়, পিতা ৺ রাধাকান্ত ঘোষাল, সাং ঘোষপুর পং ঘোষঘাট সব ডিভিজন ঘাশি ডিভিজন ডিঃ রংপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘটক, পিতা শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘটক, সাং ভদ্রধাম পরগনে মধুবাটী ডিভিজন ডিঃ নদীয়া—কস্য মহত্রাণ ভূমি বিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিভিজন ডিঃ হুগলি পরগনে রাজনগরের অন্তঃপাতী মৌজে চিত্রপাড়ার মধ্যে আমার মাতামহ ৺ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দং মহত্রাণ বাগানবাটী যাহা আপনার জমাবিলিতে আছে, মাতামহ মহাশয়ের লোকান্তর পরে আমি তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তি আদি বিষয়ে উত্তরাধিকারী স্বত্রে স্বত্ববান ও দখলিকার হইযা ঐ বাগিচার আওলাৎ আকর ও বৃক্ষাদি ইতিপূর্ব্বে মং ১৭৫৲ টাকা মূল্যে মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। সম্প্রতি উক্ত বাগানের তুলকর জায়গা, ঐ গ্রামের হরিশ হাজরার বসত বাটীর পূর্ব্ব, পাঁচকড়ি দাসের জমাই জমীর দক্ষিণ, তারক স্বর্ণকারের বাটীর পশ্চিম, মাঠান জমীর উত্তর, এই চতুঃসীমার মধ্যে আন্দাজী মওয়াজী ৫৷৷/০ সাড়ে পাঁচ বিঘা মহত্রাণ জমী যে আছে, ঐ জমী মং ৯০৲ নব্বই টাকা মূল্যে মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত জমী সমেত বৃক্ষাদি উক্ত বাগিচার স্বত্বাধিকারী আপনি হইলেন, আমার কোন স্বত্ব

রহিলনা। মহাশয় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ঐ জমী সমেত বৃক্ষাদি ভোগ দখল করিতে রহেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কস্মিন্‌কালে কোন আপত্তি করি কি করে সে নামঞ্জুর। এতদর্থে পণের সমগ্র টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া সুস্থশরীরে বিক্রয় কোবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, পিতা ৺ রামনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাং রাজনগর পং রামগড় সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন রাজহাটী ডিভিজন ডিঃ ঢাকা শ্রীচরণেষু।

লিখিতং শ্রীপ্যারীমোহন অধিকারী পিতার নাম ৺ কৃষ্ণ মোহন অধিকারী, সাং মালঞ্চ পঃ মামুদসাহি ডিভিজন ডিঃ মালদহ—কস্য সকর ও নিষ্কর ভূমি বিক্রয়ের খোশকোবালা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে,—ডিভিজন ডিঃ হুগলির মোতালক্ প্রিয়পুর পরগনার সামিল কালীডাঙ্গা ও রাধাপুর গ্রামে এবং উক্ত ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্টের সামিল মনোহরগঞ্জ পরগনার অন্তঃপাতী ইন্দ্রডাঙ্গা ও চিত্রনগর গ্রামে এবং ডিভিজন ডিঃ নদীয়া ভদ্রগড় পরগনার সুবর্ণনগর ও সেনহাটী গ্রামে এবং ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমানের, অম্বিকা পরগনার কনক্‌বাটী ও কাঞ্চনপাড়া ও গোলকবাটী গ্রামে এবং ঐ জেলার কামপুর পরগনার লক্ষ্মীপাড়া গ্রামে আমার পৈতৃক ভোগ দখলী নীচের তপসীলের লিখিত চৌহদ্দি অনুযায়িক মওয়াজী ১১২/ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ও মওয়াজী ১৮/ বিঘা খেরাজী জমী একুনে ১৩০/ এক শত ত্রিশ বিঘা জমী যে আছে ঐ জমী সকল আমার পৈতৃক ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনার্থে মং ৯০১৲ নয়শত এক টাকা মূল্যে মহাশয়কে খোশকোবালাসূরত্‌ বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে আমার স্বত্ব লোপে উক্ত ভূমি সকলের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী আপনি হইলেন তাহাতে আমার কোন সংশ্রব রহিলনা। লক্ষ্মীপাড়া গ্রামস্থিত উক্ত খেরাজী জমীর খাজানা সালিয়ানা মং ১৫৶০ পনের টাকা তিন আনা যাহা সেনহাটীর

জমীদারের সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ খাজানা সন সন আদায় পূর্ব্বক ঐ খেরাজী ভূমি ও উপরিউক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি সকলে আপনি দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগবান্ রহেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কস্মিনকালে কোন দাবী দাওয়া করি কি করে সে নামঞ্জুর। ঐ সকল নিষ্কর ভূমির যে সনন্দ তায়দাদ্ ও ছাড় আদি দলিলাত্ ও জমাই জমীর পাট্টাদি যাহা আমার হস্তে ছিল, তত্তাবৎ আপনাকে দিলাম। এতদর্থে পণের টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্থির চিত্তে খোশকোবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপসীল চৌহদ্দী।———

মৌজে কালীডাঙ্গার দক্ষিণ মাঠে নফর সর্দ্দারের পাইকান জমীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, প্রেমচাঁদ পালের জমাই জমীর পশ্চিম, রামলাল ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর জমীর উত্তর, এক বন্দ শালি জমী।—৭॥২৵০ বিঘা ইত্যাদি।

বাটী বিক্রয়ের কোবালা।

মান্যবর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিরণ মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ শশধর মুখোপাধ্যায়, সাং মুরারিপুর পং মনোহরনগর সব ডিভিজন মাগুরা ডিভিজন ডিঃ যশোহর, হাল মোকাম কলিকাতা ভবানীপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী, স্বামির নাম ৺ প্রাণেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, ও শ্রীপ্রফুল্লচিত্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রশান্ত চিত্ত চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ পরমেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সর্ব্ব সাং কলিকাতা অপার চিত্পুর রোড দরমাহাটা—কস্য বাটী বিক্রয়ের খোশ কোবালা পত্রমিদং সন ১২৯৪ বারশত চোরানব্বই সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা উত্তর ডিভিজন, ব্লক নং ৮৪, হোলডিং নং ৫৫, অপার চিত্পুর রোড দরমাহাটা ষ্ট্রীট মধ্যে চাঁদী ধেপানী ও চাঁপা বাইয়ের বাটীর উত্তরস্থ সারে রাস্তার উত্তর, চুনিলাল বসাকের বাটীর পূর্ব্ব, নীলমণি লাহার বাটীর পশ্চিম, যাদব খ্রীষ্টানের বাটী ও অরবিন্দু ডাক্তারের ঔষধালয়ের দক্ষিণস্থিত গলি রাস্তার দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত আমি প্রসন্নময়ী দেবী আমার স্বামী, ও

আমি প্রফুল্লচিত্ত ও আমি প্রশান্তচিত্ত চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের মাতুল, ৺ প্রাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খরিদা ৴।৪ নয় কাঠা নিষ্কর জমী ও তদুপরিস্থিত অন্দর বাহির খণ্ডের পোক্তা ইমারত ১২৬ নং বাটী যে আছে উক্ত প্রাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্তান লোকান্তর গত হওয়ায় আমি প্রসন্নময়ী দেবী, স্বামী মহাশয়ের ত্যজ্য সম্পত্তি উক্ত বাটী আদিতে ভোগবতী ও দখলিকারিণী আছি। সম্প্রতি উপরি উক্ত চৌহদ্দীস্থিত বাটীর সদর খণ্ডের উত্তরস্থ অন্দর খণ্ডে যাইবার যে গলি রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা আছে ঐ গলি রাস্তার দক্ষিণ সীমা বাহির খণ্ডের পোক্তা ইমারত নীচে উপর আট কামরা ও পূজার দালান মায় সিঁড়ি ও পায়খানা সমেত তলস্থ নিষ্কর জমী পাঁচ কাঠা মবলোগে ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা মুল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম ও মুল্যের দরুণ সমগ্র টাকা বুঝিয়া পাইলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উল্লিখিত চৌহদ্দীস্থিত বাটীর বাহির খণ্ডের পাঁচ কাঠা জমী ও তদুপরিস্থিত ইমারত আদিতে আমাদিগের স্বত্ব লোপ হইয়া আপনার দান বিক্রয়ের স্বত্ব বর্ত্তিল। আপনি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে উক্ত বাহির খণ্ডের বাটী ভোগ দখল করিতে রহেন। আমি প্রফুল্লচিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত আমরা ঐ সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী বিধায় মাতুলানী ঠাকুরাণির যোগে এই কোবালা লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে এই কোবালার লিখিত সম্পত্তিতে আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করিবনা ও করিতে পারিবনা। যদি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে স্বস্থ শরীরে মুল্যের টাকা সমগ্র নগদ বুঝিয়া পাইয়া বাটী বিক্রয়ের খোশ কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল। তারিখ ২২এ জ্যৈষ্ঠ

ইসাদী

লেখক শ্রী——

তমস্সুক ও ডিক্রী বিক্রয়ের কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ মল্লিক, পিতার নাম শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়, জাতি স্বর্ণবণিক পেশা ব্যবসাদি সাং দেবভূম পং শিবাদহ সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন চণ্ডীপুর ডিভিজন ডিঃ দিনাজপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামচরণ বসু, পিতার নাম ৺রাধাচরণ বসু, জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরী আদি সাং যাদবপাড়া পরগনে মালঞ্চহাটি ডিভিজন ডিঃ হুগলি—তমসুক ও ডিক্রী বিক্রয় পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ নদীয়া মধুহাটি পরগনার সামিল প্রিয়পাড়াসাকিনের শ্রীযুত প্রেমচাঁদ চৌধুরী, উক্ত জেলার অন্তর্গত আমার কালেক্টরী জমীদারী ও পত্তনি তালুক ডিহি মনোহরনগরের অন্তঃপাতী কিসমত সুধাবাটীর ইজারদার থাকায়, সন ১২৯২ সালের ইং মাঘ নাং চৈত্র তলবী ইজারা মহলের বাকী খাজানা বাবুদ মায় সুদ মং ৯১২।৶৴ টাকার দাবীতে আট আইন মত সন ১৮৮৬ সালের ১১৪ নং উক্ত জেলার মোনসফী আদালতে আমি উহার নামে নালিশ করিবায় আমার দাবী ডিক্রী হইয়াছে। ঐ ডিক্রীর দং আমার প্রাপ্য মায় সুদ ও খরচা মং ১২০৫৶০ টাকা এবং সন ১২৯১ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত ঐ প্রেমচাঁদ চৌধুরীর লিখিয়া দেওয়া মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার একুকেতা তমসুক বাবুদ আসল ও সুদে মং ৬০৪৲ টাকা একুনে ডিক্রী ও তমসুকের দং দুই দফায় উক্ত চৌধুরীর স্থানে মোট ১৮০৯৶০ আঠার শত নয় টাকা তিন আনা আমার পাওনা। এতদ্ভিন্ন ঐ চৌধুরীর নামে সন ১২৯১ সালের নাগাইদ চৈত্র তলবী সাবেক ইজারা আমলের বাকী খাজানা বাবুদ ২৫১।৶০ টাকার দাবীতে ইতি পূর্ব্বে ১০ আইন মতে সন ১৮৮৪ সালের ৭৯ নং ঐ জেলার মোনসফীতে নালিশ করায় চৌধুরী মজকুরের তঞ্চকতায় উক্ত মোকদ্দমা সন ১৮৮৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ডিসমিস হইয়া হকিয়তে নালিশ করণের আদেশ হইয়াছে, আমি এ নাগাইদ্ তাহার হকিয়ত করিতে পারি নাই। ঐ ডিসমিস হওয়া দাবী এবং উপরি উক্ত ডিক্রী ও তমসুক ও তাহার দরুণ প্রাপ্য টাকা আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মং ১১০০৲ এগার শত টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম, এবং ঐ তমসুক ডিক্রী আদি আপনাকে দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে আপনি উক্ত ডিক্রী ও তমসুক আদি বিষয়ের স্বত্বাধিকারী হইলেন, আমার কোন স্বত্ব রহিলনা। ঐ সকল টাকা উল্লিখিত চৌধুরীর স্থানে রফা স্বরত আপনি সহজে আদায় করিতে পারেন ভালই, নচেৎ আমার স্বরূপে উক্ত ডিক্রী আপনি জারী করিয়া এবং উক্ত তমসুক ও ডিসমিস হওয়া

দাবীর নালিশ আপন খরচে আদালতে রুজু করিয়া যে কোন প্রকারে পারেন ঐ সকল টাকা মায় স্বদ খরচা আদায় করিয়া লইবেন। যদি আদালতের বিচারের গতিকে কি অন্য কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাক্রমে ঐ সকল টাকা আদায় করিতে না পারেন, তবে উত্তর কাল আমার প্রতি পণের টাকার কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেননা। যদি আপনি কি আপনার উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল টাকা অনাদায়স্বত্রে কস্মিনকালে পণের টাকার দাবী দাওয়া আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি করেন, কিম্বা আমি কি আমার, ওয়ারিসান ঐ ডিক্রী ও তমস্থক ও ডিসমিস হওয়া দাবীর কোন দাওয়া করি কি করে, সে বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে পণের টাকা সমস্ত নগদ বুঝিয়া পাইয়া স্বস্থশরীরে বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

ইজারা বিক্রয়ের কোবালা।

শ্রীযুক্ত বাবু নরোত্তম নারায়ণ ঘোষ, পিতার নাম ৺ নৃসিংহনারায়ণ ঘোষ, জাতি সৎগোপ পেশা ব্যবসাদি সাং নারায়ণবাটী পং বিষ্ণুপুর ডিভিজন ডিঃ বীরভূম বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, পিতা ৺ স্বরেন্দ্রনাথ মিত্র, জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরী আদি সাং রাজহাটী পরগনে শ্রীনগর ডিভিজন ডিঃ যশোহর, হাল মোকাম ডিষ্ট্রীক্ট বীরভূম—মেয়াদী ইজারার স্বত্ব বিক্রয়ের কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ বীরভূমের মোতালক্ পরগনে চন্দ্রনগর ঐ জেলার কৃষ্ণবাটী সাকিনের মৃত শেখ মহম্মৎখাঁর জমীদারী। উক্ত খাঁ সাহেব বর্ত্তমানে আমি তাঁহার স্থানে গত সন ১২৯১ সালের ১৭ বৈশাখ তারিখে ইং সন ১২৯১ সাল নাং সন ১২৯৭ সাল এই সাত সন মেয়াদে সালিয়ানা মং ৩১৫০।৯ টাকা জমায় উক্ত পরগনা মায় তদন্তঃপাতী তরফ ও মৌজা ও কিশমত আদি আদ্যোপান্ত দরোবস্ত হকুক্ ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আদায় খেরাজে ইজারা স্বত্বে দখলিকার আছি। সম্প্রতি উক্ত ইজারা মহল পরগনে চন্দ্রনগরে ইজারার মেয়াদতক্ আমার যে স্বত্ব ও লভ্য আছে, ঐ স্বত্ব ও লভ্য মং ১৬০০০৲ ষোল হাজার টাকা পণে আপনাকে

বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উপরিউক্ত ইজারা মহলে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া আপনি ইজারদারী স্বত্বে অধিকারী হইলেন। উক্ত পরগনার সালিয়ানা জমা উপরিউক্ত টাকা মেয়াদ পর্য্যন্ত সন সন মৃত জমীদারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন খাঁ, যিনি জজ আদালতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মতে মৃত খাঁ জমীদারের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, ঐ সরকারে আদায় পূর্ব্বক মেয়াদতক্ ইজারা স্বত্বে ভোগবান ও দখলিকার থাকিবেন। গত সন ১২৯১ সালের মাহ মাঘ তলব নাগাইদের খাজানা বেবাক টাকা আমি জমীদারের সরকারে আদায় করিয়াছি, বরং মং ১৩০৫৲ টাকা ঐ তলব অপেক্ষা ফাজিল দেওয়া হইয়াছে, তাহা সন ১৮৮৫ সালের ৮১৯ নং বাকি খাজানার মিছিলে প্রকাশ আছে, তদ্বাদে বাকী যে দেনা হইবেক তাহা পরগনা মজকুরার গত সন ১২৯১ সালের খাজানা, প্রজার স্থানে আমার ন্যায্য পাওনা বিমর্জ্জিম বাকীজায় যে আছে, উক্ত টাকা আপনি প্রজার স্থানে আদায় করিয়া জমীদারের দেনা পরিশোধ করিবেন। জমীদারের হাল বকেয়া মালগুজারী বাকী ও প্রজাস্থানের হালবকেয়া পাওনার সহিত আমার কোন এলাকা নাই। সন ১২৯২ সালের বাকী খাজানা বাবুদ মৃত জমীদারের এক স্ত্রীর পক্ষ হইতে আট আইন মরত সন ১৮৮৬ সালের ৪৭২ নং আমার নামে এক নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমা অত্র জেলার সব জজ রায় বাহাদুরের আদালতে সাবেক বাকী খাজানার আপিল সংক্রান্ত ৩৩৮ নং মোকদ্দমার সহিত এক যোগে বিচারাধীনে দায়ের আছে, উক্ত দুই নম্বর মোকদ্দমায় আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহার তদ্বীর যোগাড় আমার স্বরূপ আপনি করিবেন। এবং বিচারক্রমে যে দেনা পাওনা হইবেক তাহা আপনি দিবেন ও লইবেন। তদ্ভিন্ন যে যে স্থানে উক্ত পরগনা সংক্রান্ত যে মোকদ্দমাদি আমার নামে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে কি ভবিষ্যতে হইবেক, এবং ঐ ইজারা পাট্টা কবুলতিতে যে সর্ত্ত ও ক্ষমতা আমার সম্বন্ধে আছে, তাহার নিষ্পাদন ও নির্ব্বাহ ও ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য ও জওয়াবদিহী আমার স্বরূপ আপনি করিবেন। তৎসম্বন্ধীয় দেনা পাওনা আদি জিম্মা আপনার, আমার সহিত কোন সংশ্রব নাই। মধ্যে মৃত খাঁ জমীদারের স্ত্রী নুরজাহান বিবী এক মিথ্যা ক্রোক

সাজয়ালের উক্তিমতে মফস্বলে আমার মৌজুদা ধান্য ও বিচালী ও বৃক্ষাদির ফলকর ও পুষ্করিণীর মৎস্য ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় তছরূপ করিয়াছেন এবং যে যে রকমে যে সকল ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার দাবীতে ঐ বিবীর নামে আপনি তছরূপাতের নালিশ রুজু করিয়া ঐ ক্ষতি আদায় করিয়া লইবেন। ঐ তছরূপাতের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। আপনি, উক্ত বিবী কি তাহার পক্ষের লোকের কোন রকম তছরূপাতী সম্বন্ধে, উত্তরকাল আমার উপর কোন দাবী দাওয়া আনিতে পারিবেননা। উক্ত বিবী কি অন্যের কৃত আমার নামে যে কোন দাবী দাওয়া বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার জওয়াবদিহী আপনি করিবেন। উক্ত পরগনা ইজারা গ্রহণকালীন মৃত মহব্বৎ খাঁর সরকারে ও পরে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন খাঁর নিকট আমি আপন জমীদারী জেলা বর্দ্ধমানের মোতালক পরগনে চিত্রগড়ের অন্তঃপাতী তরফ চন্দ্রভূমের ।/৬।।= আনা রকম জামিনীতে যে আবদ্ধ রাখিয়াছি, ঐ জামিনীর আবদ্ধীয় সম্পত্তির পরিবর্ত্তে আপনার কোন সম্পত্তি জামিনীতে রাখিবেন। উক্ত ইজারা মহল সংক্রান্ত কোন দেনায় আমার ঐ সম্পত্তির হানি ও ক্ষতি হইলে তাহার নিসা আপনি করিবেন। উক্ত পরগনার মধ্যে তরফ উত্তমডাঙ্গা মায় অন্তর্গত মৌজায়াৎ যাহা উত্তমবাটী সাকিনের শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চন্দ্রের সহিত মং ৭০২৲ টাকা সালিয়ানা জমায় দরইজারা বন্দোবস্ত আছে, ঐ দরইজারদারের স্থানে উক্ত জমা সন সন আপনি আদায় করিয়া লইবেন। দরইজারদারের দেওয়া আমা বরাবর কবুলতি ও জামিনী এবং পরগনা সংক্রান্ত তরফহায়ের সন ১২৯১ সালের বাকীজায় ও গোমাস্তাগণের দেওয়া কবুলতি ও জামিনী ও প্রজাগণের দেওয়া কবুলতি ও আসল ইজারার পাট্টা ও হুকুমনামা আদি যাহা আমার হস্তে ছিল, তাহা আপনাকে দিলাম। আপনি ঐ গোমাস্তাগণের বাকীজায়ের লিখিত আদায় উস্থলী টাকার তুমার করিয়া লইবেন। এবং ঐ তুমারে গোমাস্তাগণের স্থানে যাহা পাওনা হয়, তাহা আপনি সহজে কিম্বা নালিশের দ্বারা আদায় করিবেন। তদ্বিষয়ে আমার সহিত কোন সংশ্রব থাকিলনা। যদি গোমাস্তাগণ ও বাকীদার প্রজাগণ ঐ বাকীজায়ের লিখিত বিষয়ে আমার দস্তখতী ও মোহরী কোন ফারখতী

কি'রসীদ ও চেক দাখিলা আদি আমার দেওয়া মতে দর্শায় তবে তাহার জওয়াবদিহী ও ক্ষতিপূরণ আমি করিব। গোমাস্তাগণের দস্তা বাকীজায়ের কাগজ যাহা আমি আপন দস্তখত মোহরে আপনাকে দিলাম, মোকাবিলা ও তদারকে তাহা সাব্যস্ত না হইলে, এবং গোমাস্তাগণের স্থানে সহজে কিম্বা নালিশের দ্বারা তাহা আদায় না হইলে আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। এতদর্থে পণের টাকা বেবাক বুঝিয়া পাইয়া স্থির চিত্তে সুস্থশরীরে মেয়াদী ইজারা বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৩ সাল। তারিখ ২৭ শ্রাবণ।

ইসাদী।

জমীদারী বিক্রয়ের কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, জাতি ব্রাহ্মণ পেশা চাকুরী আদি সাং অপূর্ব্বধাম পং অম্বিকাবাটী ডিভিজন ডিঃ চট্টগ্রাম বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ মুস্তোফী ও শ্রীমাধবপ্রাণ মুস্তোফী, পিতার নাম ৺ মহেশচন্দ্র মুস্তোফী, জাতি কায়স্থ পেশা জমিদারী আদি সাং অমরডাঙ্গা পরগনে দেবগড় ডিভিজন ডিঃ মুরসিদাবাদ—জমীদারী বিক্রয়ের খোশ কোবালা পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর পরগনে যাদবনগরের সামিল ডিহি মাধববাটী আমাদিগের খরিদা কালেক্টরী জমীদারী, উহার সদর জমা সালিয়ানা ২৩০৮৷৷৴২ টাকা ৺ রুক্মিণীকান্ত চৌধুরীর নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৯২ নং তাহুত, লেখা যায়। উক্ত ডিহীর মফস্বল হস্তবুদ সালিয়ানা মং ৫৫৬১৷৴৫ টাকা নির্দ্ধারিত মতে আমরা সদর মফস্বল আদায় খেরাজে দখলিকার আছি। উক্ত ডিহি মাধববাটী মায় অন্তঃপাতী মৌজে মুকুন্দপাড়া ও কেশবগড় ও মৌজে শীতলভূম ও কিসমত রাণীহাটী ও পটী কমলধাম ও চর মুকুন্দপাড়া ওগয়রহর মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, ও হাসিল ও পতিত, ও জলকর বনকর, ফলকর, বিল, ঝিল, পুষ্করিণী আদি চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সজলস্থল আদ্যোপান্ত দরোবস্ত হকুক উক্ত ডিহি মাধববাটী আমারা মং ৫২০০০৲ বায়াম হা-

জার টাকা পণবাহায় মহাশয়কে খোশকোবালাস্বরত্ বিক্রয় করিলাম, এবং পণের টাকা বিক্রয়ের মজলিসে নগদে ও নিম্নের জায়মত নম্বরওয়ারী গবর্ণমেণ্ট নোটের কাত্ সমগ্র বুঝিয়া পাইলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত ডিহিতে আমাদিগের স্বত্ব লোপ হইয়া মহাশয় তাহার স্বত্বাধিকারী ও দান বিক্রয়ের মালিক হইলেন, আমাদিগের কোন সংশ্রব রহিলনা। মহাশয় উক্ত ডিহি মাধববাটী মায় অন্তর্গত গ্রামহায়ে দখলিকার হইয়া উপরিউক্ত সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগবান রহেন। ডিহির কালেক্টরী সদর মালগুজারী নাং পৌষ তলব আমরা আদায় করিয়াছি, তৎপরে মাহ মাঘ ও ফালগুন দুই মাহার কিস্তির খাজানা যাহা বাকী আছে, তাহা মহাশয় দিবেন। ঐ ডিহিতে গত সন ১২৯২ সাল নাগাইদে প্রজার স্থানে আমাদিগের যে বাকী বকেয়া খাজানা পাওনা আছে, তাহা আমরা এই বিক্রয়ভুক্ত করিলাম। ঐ বাকী বকেয়ার সহিত আমাদিগের কোন সংশ্রব রহিল্না, আপনি সহজে কিম্বা নালিশের দ্বারা আদায় উসুল করিয়া লইবেন। ডিহির সীমানা সরহদ্দ ও জমা-জমী ও বাকী বকেয়া সংক্রান্ত যে কোন মামেলা মোকদ্দমা অন্য কর্ত্তৃক আমাদিগের নামে ও আমাদিগের কর্ত্তৃক অন্যের নামে যে কোন আদালতে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে, ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার জওয়াবদিহী ও সম্পাদন আপনার জিম্মা, তৎসংক্রান্ত দেনা পাওনা আদি আপনি দিবেন ও লইবেন, আমাদিগের সহিত কোন সম্পর্ক রহিলনা। ডিহির খরিদা কো-বালা এবং বিক্রয়কারির দস্ত নীলাম খরিদা বয়নামা আদি যাহা আমাদিগের হস্তে ছিল তাহা এবং মফস্বল লওয়াজিমা কাগজাত্ আলাহিদা ফিরিস্তি অনুসারে মহাশয়কে দিলাম। আমরা কি আমাদিগের ওয়ারিসান কখন কোন কালে এই বিক্রয়ের প্রতি কোন আপত্তি করি কি করে সে বাতিল ও অগ্রাহ্য। এতদর্থে আপন ইচ্ছামতে সুস্থশরীরে স্থিরচিত্তে খোশ কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী

তপসীল গবর্ণমেণ্ট নোট।——————

ফারখত।

শ্রীযুত নীলমাধব মজুমদার, পিতা ৺ বেণি মাধব মজুমদার, সাং শোভাবাজার সহর কলিকাতা বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাধাকিঙ্কর রায় ও শ্রীমাধব কিঙ্কর রায়, পিতা ৺ বরদাকিঙ্কর রায় সাং আহিরিটোলা সহর কলিকাতা—কস্য ফারগ খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সন ১২৯০ সালের ১৯ মাঘ তারিখে আমাদিগের পিতা ৺ বরদাকিঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট, আপনি এককেতা তমস্থক লিখিয়া দিয়া মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা যে কর্জ্জ করেন, তাহার মধ্যে স্থদ বাবুদে দুই দফায় মং ৮০৲ আশী টাকা আদায় হওয়া আপনার কহত প্রমাণ ও আমাদিগের খাতা দৃষ্টে মোকাবিলা হইল, তবাদে বাকী স্থদ সমেত আসল টাকা বেবাক্ আমাদিগের বরাবর আপনি পরিশোধ করিলেন। উক্ত তমস্থক ৺ পিতা ঠাকুর মহাশয়ের লোকান্তর পরে আমরা তল্লাসে পাই নাই, এবং এক্ষণেও বহুতর অনুসন্ধানে না পাওয়ায় আপনাকে ফেরত দিতে না পারিয়া এই ফারগ খত লিখিয়া দিতেছি যে, উপরিউক্ত তমস্থক বাবুদ উত্তরকাল আমরা আপনার প্রতি দাবীদার হইবনা, যদি আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারীগণ ঐ খত বাবুদ ভবিষ্যতে কোন দাবী দাওয়া করি কি করে সে নামঞ্জুর। এতদর্থে উপরিউক্ত তমস্থকের দং মায় স্থদ বেবাক টাকা বুঝিয়া পাইয়া ফারখত পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৩ সাল। তারিখ ৮ই চৈত্র।

ইসাদী।

বায়না পত্র।

শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন সেন, পিতার নাম ৺ রামরত্ন সেন মহাশয়, সাং বর্দ্ধমান ময়ূরমহল ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং চন্দনডাঙ্গা পং সৌগন্ধপুর—দরপত্তনী তালুক বিক্রয়ের বায়না পত্রমিদং সন ১২৯২ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে,—ডিভিজন ডিঃ হুগলি পরগনে মাধবপুরের সামিল মৌজে মধুপাড়া আমাদিগের দরপত্তনী তালুক ঐ মহলের মফস্বল হস্তবুদ বিমর্জ্জিম

জমাওয়াসিল বাকীর খুঁট সালিয়ানা মং ১৩১৯৸৹ টাকা, তাহার মধ্যে পত্তনীদার ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজকুমার রায় মহাশয়ের সরকারে উক্ত মহলের মালগুজারী বাৎসরিক মং ৯২৮।৶৹ টাকা ধার্য্য বাদে, বাকী মুনাফা ৩৯১।৶৹ টাকা যে আছে, ঐ মুনাফার দশগুণ পণে, উক্ত মৌজা মধুপাড়া সজল স্থল চতুঃসীমাচ্ছন্ন সমগ্র দরোবস্ত হকুক মং ৩৯১৪৲ টাকা পণে আপনার নিকট বিক্রয়ের স্থিরতা করিয়া ঐ ধার্য্য পণের মধ্যে অদ্য বায়নাস্বরূপ মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা লইয়া এই বায়নাপত্র লিখিয়া দিতেছি যে, উপরের লিখিত পণবাহার বাকী টাকা লইয়া একমাস কাল মধ্যে রীতিমত বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিব। তাহাতে যদি কোন ওজর আপত্তি করি তবে পণের বাকী টাকা আপনি আদালতে আমানত্ করিয়া দিয়া এই বায়নাপত্র কোবালাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া উক্ত মৌজায় দখলিকার হইবেন। তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি খাটিবেকনা। অদ্যকার তারিখ হইতে যদি উক্ত মহল অন্য কোন স্থানে দান কি বিক্রয় বা অপর গতিকে হস্তান্তর করি, সে নামঞ্জুর। মহল মজকুরের লওয়াজিমা কাগজাত্ ও দরপত্তনী পাট্টা প্রভৃতি দলিলাদি যে আছে, কোবালা লিখিত পঠিত কালীন দিব। এই করারে দরপত্তনী তালুক বিক্রয়ের বায়না লইয়া স্থিরচিত্তে বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

পূজনীয় শ্রীযুত গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পিতা ৺ গদাধর চক্রবর্ত্তী, সাং কৃষ্ণনগর ডিভিজন ডিঃ নদীয়া শ্রীচরণেষু।

লিখিতং শ্রীধরণীধর পাল, পিতা ৺ ভাগ্যধর পাল, সাং লক্ষ্মীপাড়া ডিভিজন ডিং নদীয়া, হাল মোকাম সহর কলিকাতা হাটখোলা--কস্য বায়না পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আপনার দশ হাজার মণ ছোলা খরিদ করণের প্রয়োজন হওয়ায় ফি মণ ১৸৹ এক টাকা তের আনা মুল্যে আমার সহিত ধার্য্য করিয়া দশ হাজার মণ ছোলার দামের মধ্যে আমাকে মং ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা বায়না দিলেন। সেমতে আমি এই বায়না পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, অদ্যকার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত দরে

আপনাকে দশ হাজার মণ ছোলা ৮২।।৶০ বিরাশী দশ আনা ভরি ওজনে ওজন দিব, দাগী কি খারাপ জিনিস দিবনা, যদি নমুনা অপেক্ষা অপকৃষ্ট জিনিস দেই, দশজন মহাজন থাকিয়া যে খেসারত্ বাদ দিতে কহিবেক, স্বীকার করিব। উপরিউক্ত একমাস কাল মধ্যে যদি বুটের বাজার মহার্ঘ হয়, তথাপি ঐ দরে মহাশয়কে ঐ পরিমাণ জিনিস দিব, না দেই তজ্জন্য আপনার যে ক্ষতি হইবেক তাহা বিনা ওজরে দিব। আর যদি নিয়ম কাল মধ্যে বুটের বাজার সস্তা হয়, তত্রাপি ঐ ধার্য্য দরে ঐ পরিমাণ জিনিস মহাশয়কে লইতে হইবেক, না লয়েন আমার প্রতি বায়নার টাকার কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেননা। এই নিয়মে বায়না লইয়া বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

ভাগ সওদা পত্র।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক, পিতার নাম ৺ হরনাথ মল্লিক মহাশয়, সাং যোড়াসাঁকো সহর কলিকাতা বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীঅভয়াকুমার ঘোষাল, পিতা ৺ অপূর্ব্ব কুমার ঘোষাল, সাং বাগবাজার সহর কলিকাতা—কস্য ভাগসওদাপত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমি মহাশয়ের সাহায্যে মহাশয়ের যোগে বখরায় বাণিজ্য ব্যবসা আদি কারকারবার করণের মনস্থ করায় আপনি সম্মত হওয়ায় পরস্পর ধার্য্য মতে কালনা ও ভদ্রেশ্বর মোকামে আড়ৎদারী বাঁদী খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি কারবারে প্রবর্ত্ত হওয়া হইল। ঐ ঐ স্থানে কিম্বা অপরাপর জায়গায় যখন কোন ব্যবসার দ্রব্যাদি খরিদ করণার্থে যে টাকার প্রয়োজন হইবেক, তাহা আপনি নিজ তহবীল হইতে দিবেন। আমি শূন্যভাগী থাকিয়া ঐ ঐ কারবার পক্ষে যথাসাধ্য কায়িক পরিশ্রম ও তদারক তদন্ত ও লভ্য উৎপন্নর তদ্বীর করিব। উক্ত কারবার আদি সম্বন্ধে যে যে গোমাস্তা ও কর্ম্মচারিগণ স্থানে স্থানে নিযুক্ত হইল ও হইবেক, তাহারা খরিদ বিক্রয়াদি করিয়া কারবারের মৌজুদা টাকা যথা সাবধানে রাখিয়া সময়ে সময়ে হিসাব নিকাস আদি যাহা বুঝ সমুজ করিয়া দিবেক তাহা

উভয়ে বুঝিয়া লইব। আপনার টাকার স্থদ ফি শত মাসিক ১৲টাকার হারে আপনি আলাহিদা পাইবেন, ঐ স্থদ ও অন্যান্য খরচ খরচা বাদে সালিয়ানা যে লভ্য হইবেক তাহার মধ্যে রকম ।৷৵০ দশ আনা আপনি পাইবেন ও রকম ।৵০ ছয় আনা আমি পাইব। দৈব ঘটনায় যদি কোন সন লোকসান হয়, তবে ঐ অংশ পরিমাণে পরস্পর উভয়ে লোকসানের দায়ী হইব। মুনাফা দৃষ্টমতে কোন সময়ে উভয়ের মধ্যে কেহ হিস্যা অনুসারে মুনাফার টাকা উঠাইয়া লইয়া খরচ করিতে পারিবে, ঐ টাকা, টাকা গ্রহীতার নামে জমা খরচে খরচ পড়িবেক। মুনাফা ভিন্ন আসল টাকার কড়া কপর্দ্দক আমার লওনের ও খরচ করণের ক্ষমতা থাকিবেকনা। কারবার সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কাগজাত্, তাহাতে উভয়ের নাম থাকিবেক। কর্ম্মচারী যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্তন করণের আবশ্যক হইবেক উভয়ে বিবেচনা মতে বিশ্বাসী ও পারদর্শী দেখিয়া ধার্য্য করিব, তাহাতে আমি কোন সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে মহাশয় স্বয়ং নিযুক্ত ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, আপনার অনুপস্থিতে আমি পারিবনা। এই রূপ নিয়মে কারবার চলিতে থাকিবেক। যৎকালীন কারবার উঠাইবার মানস হইবেক, তাহার দুইমাস পূর্ব্বে উভয়ে ঐক্য মতে খরিদ আদি বন্ধ করিয়া হিসাব নিকাস সমজিয়া বুঝিয়া কারবার বন্ধ করিব। আর আমি শূন্যভাগী হইতে অবসর হইতে ইচ্ছা করিলে আপন অংশ মত লাভ লোকসান বুঝিয়া লইয়া ও দিয়া অবসর হইতে পারিব। এই সকল নিয়ম উভয়ের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষেও বলবৎ হইবেক। এতদর্থে পরস্পর স্বেচ্ছাধীন ভাগসওদা পত্র লিখিয়া দিলাম ও লইলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

বিবিধ একরার।

বাটী বিক্রয় সম্বন্ধীয় একরার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত নিধিনাথ নিয়োগী, পিতার নাম ৺ নয়নসুখ নিয়োগী মহাশয়, জাতি সদগোপ পেশা ব্যবসাদি সাং চুঁচুড়া ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি শ্রীচরণেষু।——

লিখিতং শ্রীনরনাথ নিয়োগী, পিতার নাম ৺ হরনাথ নিয়োগী, জাতি সদগোপ সাং চুঁচুড়া ডিভিজন ডিঃ হুগলি—একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমরা উভয় ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী থাকিয়া পৈতৃক বাসস্থান উক্ত চুঁচুড়া মোকামে বাস করিয়া আসিতেছি। পরস্পর উভয় সহোদরে কোন মনান্তর নাই। কিন্তু মধ্যে আমি পীড়িত হইয়া দুই বৎসর কাল ফরাসডাঙ্গা মোকামে শ্বশুরালয়ে থাকায় এবং পীড়ার খরচাদির অনাটন জন্য অগত্যা চুঁচুড়াস্থিত আমার অংশের বাটী, বাগান, পুষ্করিণী আদি বিষয় বিক্রয় করিতে এবং ফরাসডাঙ্গায় বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তৎকালীন মহাশয় আমার পীড়ার খরচাদি দিয়া শান্তনা করিয়া বাস্তবাটী আদি বিক্রয় করিতে ক্ষান্ত রাখেন, ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণে অনেক আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে উপরিউক্ত এজমালির সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করিলে মহাশয়ের বসবাসের বিশেষ বিঘ্ন ও ব্যাঘাত হয়। আপনিও সর্ব্বদা ঐ আশঙ্কা করায় মহাশয়ের সন্দেহ ও শঙ্কা ভঞ্জনার্থ এই একরার লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি আমি কখন কোন কারণবশতঃ অন্যস্থানে বাস করি, কি পৈতৃক বাস্ত বাটীর অংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, তবে ঐ অংশের উচিত মূল্য যাহা অন্যে দিতে স্বীকার করিবেক সেই মূল্যে উক্ত সম্পত্তি মহাশয়কে বিক্রয় করিব ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবনা। আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ উক্ত পৈতৃক বাস্ত বাটী আদি অন্যকে বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক।

ঐ রূপ আপনি ও আপনার উত্তরাধিকারিগণ আপনার অংশের বাস্তু বাটী আদি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে ও তাহা আমি ক্রয় করিতে চাহিলে অপরকে কখন বিক্রয় করিতে পারিবেননা, করিলে গ্রাহ্য হইবেক না। এতদর্থে ভবিষ্যত্ শঙ্কা ও সন্দেহ ভঞ্জনার্থ এই একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল। তাং ২৫এ আষাড়।

ইসাদী

কট্‌কোবালার বাহির একরার।

পূজনীয় শ্রীযুত নৃপনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা ৺ কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং বাণেশ্বরপুর পং হাতিকাঁদা সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন বলাগড়ি ডিভিজন ডিঃ হুগলি শ্রীচরণেষু।

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ ঘোষ, পিতার নাম ৺ সর্ব্বানন্দ ঘোষ, জাতি কায়স্থ সাং শোভাডাঙ্গা পং শ্যামবাটী ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর—কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ হুগলি পং অমরনগরের সামিল মৌজে সুরভূমের মধ্যে বলাই বৈরাগীর বাটীর পূর্ব্ব, রাঘব ঘোষের আম্র বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিম, সদর রাস্তার উত্তর, এই চৌহদ্দি মধ্যে মহাশয়ের মহত্রাণ মিঠাখাদ নামক পুষ্করিণী মায় পাহাড় আন্দাজী ১৪/০ চৌদ্দ বিঘা জলকর আমার নিকট বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিয়া মং ৪০০৲ চারি শত টাকা আপনি কর্জ্জ করিলেন। এমতে আমি এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে আগামী সন ১২৯৪ সালের মাহ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ফি শত মাসিক ১৲ টাকার হারে সুদ সমেত উক্ত কোবালার দং বেবাক টাকা আমাকে দিলে, আমি ঐ কোবালা ও পুষ্করিণী মহাশয়কে ফেরত দিব, তাহাতে কোন আপত্তি করিবনা, যদি করি সে অগ্রাহ্য। উপরি উক্ত মেয়াদ মধ্যে সুদ সমেত সমুদায় টাকা আদায় না করিতে পারেন, পুষ্করিণী সহিত আপনার কোন সংশ্রব থাকিবেকনা। এই নিয়মে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী

বেনামী বিষয়ের একরার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত দুর্জ্জয়দমন সিংহ মহাশয়, পিতার নাম ৺ ইন্দ্রদমন সিংহ মহাশয়, সাং কলুটোলা সহর কলিকাতা বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীহরিনাথ হালদার, পিতা ৺ হংসেশ্বর হালদার, জাতি সৎ-গোপ সাং হরেকৃষ্ণপুর পং কৈলাসগড় ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান, হাল মোকাম জিয়াগঞ্জ, সহর মুরশিদাবাদ—একরার পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, সহর মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব আমীরালী খাঁ বাহাদুরের জমীদারী ডিভিজন ডিঃ রঙ্গপুরের মোতালক্ পং সোনাপুরের সামিল লাট গোবিন্দনগর মায় অন্তর্গত মৌজা দিগর সর্ব্বলস্থল দরোবস্ত হকুক সালিয়ানা বাদ সরঞ্জামী মং ৪৫০১৲ টাকা জমায় ইং সন ১২৯১ সাল নাগাইদ সন ১২৯৯ সাল এই নয় সন মেয়াদে প্রশংসায় জমীদার নওয়াব সাহেবের হজুর হইতে জামিনীর পরিবর্ত্তে মং ২০০০৲ হাজার টাকা ডিপাজিট রাখিয়া আমার বেনামীতে মহাশয় যে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন, ঐ ইজারায় আমার কোন স্বত্ব নাই, আমি সরকারের প্রতিপাল্য ও অনুগত বিধায়, মহাশয় আপন খরচে আমার বেনামে ইজারা লইয়া দখলিকার আছেন। ঐ ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় দলীল্যাদি ও মফস্বলি কাগজাত্ মহাশয়ের হস্তে আছে। উত্তরকাল ঐ বেনাম সম্বন্ধে কোন কথা জম্মে এই নিমিত্ত এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, যদি উক্ত লাট গোবিন্দনগর ইজারা মহল সূত্রে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কখন কোন রকমে কোন দাবী দাওয়া করি কি করে, সে বাতিল ও নামঞ্জুর। মহাশয় উক্ত মহলের সদর মফস্বল আদায় উশুলে উপস্বত্বাদি ভোগ কারতেছেন ও করিতে থাকিবেন। এতদর্থে লাদাবী একরার লিখিয়া দিলাম ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, পিতার নাম ৺ চন্দ্র নাথ চৌধুরি মহাশয়, সাং চাঁদবাটী পং মাধাগড় ডিভিজন ডিঃ ফুরিদপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাসরঙ্গিনী দেবী, স্বামির নাম শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাকিন চাঁদবাটী পং রাধাগড় ডিভিজন ডিঃ ফরিদপুর—একরার পত্রমিদং সন ১২৯৩ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমার পিতৃ মাতৃ ত্যজ্য সম্পত্তি কি বিষয়বিভব আদি কিছুই নাই ও ছিল না। মহাশয় স্বামী, ভবিষ্যৎ চিন্তাক্রমে আমার প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস করিয়া নীচের লিখিত ভৌজী দিগরের নম্বর ও সদর তাঃত আদির তপসিল অনুসারে জেলা বাখরগঞ্জের মোতালক কালেক্টরী জমীদারী লাট প্রিয়ভূম ও লাট কৈলাসপাড়া, ও জেলা চব্বিশপরগনার মোতালক চক্ শ্যামনগর, ও জেলা হুগলীর মোতালক তরফ কালীপুর, ও ঐ জেলার অধীন পত্তনী তালুক মৌজে উত্তরপুর দিগর বিষয় বস্তু আমার স্ত্রীধন উল্লেখে আমার বেনামীতে স্বীয় উপার্জ্জিত ধনে আপনি খরিদ করিয়া ঐ সমুদায় বিষয়ের সদর মফস্বলে আমার নাম জারী করাইয়া স্বয়ং এটরনি স্বরূপে আদায় তহশীলে ভোগবান ও দখলিকার আছেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত জমীদারী আদি বিষয় বস্তু, আমার স্ত্রীধনে খরিদ নহে, এবং তাহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, কেবল নাম মাত্র আছে। সম্প্রতি আমার শরীর ইদানীন্তন সর্ব্বদা অস্বচ্ছন্দ, কি জানি কখন কি ভদ্রাভদ্র ঘটে এজন্য এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, উপরি উক্ত জমীদারী আদি বিষয় যাহা বেনামে আছে, তত্তাবতের সদর মফস্বলে আমার নামের পরিবর্ত্তে আপন নাম জারী করিয়া সদর মফস্বল আদায় খেরাজে ভোগবান ও দখলিকার আছেন ও থাকিবেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থশরীরে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপসীল জায়দাদ্।

ডিভিজন ডিঃ বাখরগঞ্জের মোতালক পং হেমবাটীর সামিল লাট প্রিয়ভূম যাহার সদর জমা সালিয়ানা মং ৯৫০৬ টাকা ও যাহা ৪৪ নং উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় লেখা যায়। ইত্যাদি।

বকেয়া খাজনা সম্বন্ধীয় একরার।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু কিরণকুমার সেন মহাশয়, পিতার নাম ৺ হেম-কুমার সেন মহাশয়, সাং কাঞ্চনবাটী পং সোনাডাঙ্গা ডিভিজন ডিঃ খুলনিয়া বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীলোকনাথ ঘোষ ও শ্রীকালীনাথ ঘোষ, পিতার নাম প্রিয় নাথ ঘোষ, জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরী আদি সাং উজ্জলহাট ডিঃ ডিঃ হুগলী—কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, ডিভিজন ডিঃ বীরভূমের মোতালক্ পং তিলকপাড়ার সামিল তরফ ইন্দ্রধাম আমাদিগের জমীদারী। ঐ তরফের অন্তঃপাতী মৌজে মালঞ্চবাটী ও কিসমত বসন্তডাঙ্গা এই দুই মৌজা আপনাকে সালিয়ানা মং ২৩৭৫৲ টাকা জমায় পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিয়া কবুলতি লইলাম। ঐ মৌজাদ্বয়ের মধ্যে সন হাল নাগাইদ্ বিং জমাও-য়াসিলবাকী মং ১৭৪২৸৴০ টাকা যে বকেয়াবাকী আছে, তাহা আপনার স্থানে সমগ্র বুঝিয়া পাইলাম। আপনি প্রজাদিগের স্থানে ঐ বকেয়া আদায় উসুল করিয়া লইবেন, যদি সহজে আদায় না হয় তবে আপনার নিজ খরচে, জমাওয়াসিলবাকীর লিখিত বাকীদার প্রজাদিগের নামে রীতিমত আইন জারী করিয়া আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমাদিগের সহিত কোন সংশ্রব থাকিলনা। আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কস্মিন কালে ঐ বাকী বকেয়ার প্রতি কোন দাবী দাওয়া করি কি করে, তাহা অগ্রাহ্য। আর আপনি জমাওয়াসিলবাকীর খুঁট সমজিয়া ও বুঝিয়া ও জাচাই করিয়া লইবেন, ইহাতে পশ্চাৎ প্রজাদিগের তঞ্চকের গতিকে অনাদায়ে ঐ বাকী বকেয়া বিষয়ক আমাদিগের কি আমাদিগের কার-পরদাজদিগের উসুল ছাট আদি কোন আপত্তি উত্থাপনে আমাদিগের প্রতি কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেনমা, যদি করেন সে নামঞ্জুর, এতদর্থে স্বেচ্ছামতে এই একরারপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

মুরব্বিগিরি বিষয়ের একরার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ রায় মহাশয়, পিতার নাম ৺ রাধানাথ রায় মহাশয়, জাতি বৈদ্য, পেশা চাকুরী আদি সাং গণ্ডগ্রাম পং গোবর্দ্ধনপুর ডিভিজন ডিঃ দিনাজপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপ্রফুল্লময়ীদাসী, স্বামীর নাম ৺ শ্যামানন্দ ঘোষ, সাং ভূপালনগর পং নন্দপুর জেলা দিনাজপুর, হাং মোং সিমুলিয়া সহর কলিকাতা—একরার পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে,—আমার স্বামী মহাশয়ের পরলোক পরে আমার দেবর শ্রীযুত রাসানন্দ ঘোষ, স্বামী মহাশয়ের যোগ্যাংশ জমীদারী ও তালুকাদি ও নগদ টাকা ও সোণা রূপার আসবাব ও আভরণ আদি স্থাবর অস্থাবর ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে আমাকে বেদখল করায় ঐ সকল জমীদারী আদি বিষয় বস্তু পাইবার দাবীতে দেবর মজকুরের নামে নালিশ করা আবশ্যক। আমি স্ত্রীলোক সহায় আশ্রয় কেহ নাই, এমতে মহাশয়কে মুরব্বি করিয়া এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, স্বামী মহাশয়ের ত্যজ্য সম্পত্তি আদি বিষয় বস্তু দখল পাওন পক্ষে যে কোন আদালতে যে কোন মামেলা মোকদ্দমা উপস্থিত ও তৎসংক্রান্ত তদ্বীরাদি করিতে হইবেক, তাহা আপনি অশেষ চেষ্টা ও যুক্তি মন্ত্রণা দ্বারা এবং উকীল, মোক্তার, কৌন্সলি নিয়োগ পূর্ব্বক মুরব্বীগিরীর রীতে নির্ব্বাহ করিবেন, এবং তত্তদ্বিষয়ে যখন যে ব্যয়াদি হইবেক আপনি নিজ হইতে সরবরাহ করিবেন, তাহার আলাহিদা তমস্সুক তত্তৎ কালে আমি রীতিমত লিখিয়া দিব। ঐ মোকদ্দমা আদি সম্বন্ধে আপনি যে ব্যয় বিধান ও যুক্তি পরামর্শ করিবেন তাহাতে উত্তরকালে আমার কোন আপত্তি হইবেনা ও তদন্যথায় কোন কার্য্য করিবনা, এবং তদ্বিষয়ক হিসাব নিকাস বাবুদ ভবিষ্যতে মহাশয়ের প্রতি কোন দাবী দাওয়া করিবনা, যদি করি অগ্রাহ্য হইবেক। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার বিষয় বস্তু আদি আমি প্রাপ্ত হইলে পর, মোকদ্দমা খরচে যত টাকা খরচ হইবেক তাহা তমস্সুক অনুসারে সুদ সমেত আপনাকে দিব। তদ্ভিন্ন মহাশয়ের যত্ন ও পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে মং ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা মহাশয়কে

দিব, যদি ইচ্ছাধীন না দেই আপনি এই একরার অনুসারে আমার নামে নালিশ রুজু করিয়া আমার বিষয় বস্তু ও জাতি হইতে আদায় করিয়া লই-বেন। যদি দেবরের নামের মোকদ্দমাদির শেষ নিষ্পত্তি না হওয়া মধ্যে আমি কুলোকের মন্ত্রণায় মহাশয়কে মুরব্বীগিরীর ভার হইতে অবসর করি কি অবসর করা কোন আদালতে জানাই, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তজ্জন্য উপরিউক্ত দশ হাজার টাকা আপনার পাওন পক্ষে কোন ওজর করিতে পারিবনা, যদি করি সে নামঞ্জুর। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা অর্পণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক আমমোক্তারনামা আপনার নামে দিলাম, তদনুসারে আমার স্বরূপ সকল কার্য্য করিবেন। এতদর্থে স্বস্থ শরীরে, স্থির চিত্তে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

প্রজার কিস্তিবন্দী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু তরুণচন্দ্র রায়, পিতা শ্রীযুত বাবু অরুণকিরণ রায়, জাতি বৈদ্য পেশা তালুকাদি সাং আনন্দপুর পং উজ্জ্বলনগর ডিঃ ডিষ্ট্রীক্ট দিনাজপুর তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীধনঞ্জয় রক্ষিত, পিতার নাম ৺ মৃত্যুঞ্জয় রক্ষিত, জাতি কায়স্থ পেশা চাষ আদি সাং বিজয়বাটী পং উজ্জ্বলনগর ডিভিজন ডিঃ দিনাজপুর—কস্য জমার জমি বন্ধক স্বরত কিস্তিবন্দী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট দিনাজপুর পরগণে উজ্জ্বলনগরের অন্তঃপাতি মৌজে আনন্দপুর মহাশয়ের পত্তনী তালুক। ঐ তালুকের মধ্যে নীচের তপসীল চৌহদ্দীস্থিত হরবিক মওয়াজি ১৬/০ ষোল বিঘা জমির কাত সালিয়ানা ২৪৲ টাকা জমা আমার নামে যে ধার্য্য আছে, উক্ত জমির খাজানা বিগত সন ১২৯৩ সাল নাগাইদ মং ৪০৲ চল্লিশ টাকা মহাশয়ের সরকারে বকেয়া বাকী পড়িয়াছে। হীনাবস্থা প্রযুক্ত এককালীন আদায় করিতে অশক্ত বিধায় কিস্তিবন্দির প্রার্থনা করাতে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। সেমতে নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমার নামের উক্ত জমার জমি ১৬/০ ষোল বিঘা, উল্লিখিত বাকী খাজনার দেনা মবলোগে চল্লিশ টাকায় মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া এই কিস্তিবন্দী স্বরত বন্ধকী খত লিখিয়া দিতেছি

যে, ইস্তক সন১২৯৪ সালের মাহ বৈশাখ নাং সন১২৯৭ সালের মাহ শ্রাবণ উক্ত টাকা প্রতি মাসে এক টাকা হিসাবে পরিশোধ করিব। কিস্তি খেলাপ হয় ফি টাকায় মাসিক অর্দ্ধ আনার হিসাবে সুদ দিব। যখন যে টাকা দিব এই কিস্তিবন্দির পৃষ্ঠে উস্থল দিয়া দিব। কিস্তিবন্দির পৃষ্ঠের উস্থল ব্যতীত অন্য রসীদ আদির আপত্তি করিবনা, করিলে অগ্রাহ্য হইবেক। যাবৎ উক্ত দেনার দরুণ বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারিব, তাবৎ আবদ্ধীয় বস্তু দান বিক্রয়াদি সূত্রে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবনা, করিলে অসিদ্ধ হইবেক। উল্লিখিত নিয়ম কাল মধ্যে সমগ্র কিস্তির টাকা পরিশোধ না করিলে, উস্থল বাদে বাকী টাকার দাবিতে আমার নামে নালিশ করিয়া আবদ্ধীয় বস্তু বিক্রয় ও তাহাতে সকল দেনা পরিশোধ না হইলে আমার অপরাপর স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিস্তিবন্দী সুরত বন্ধকী খত্ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন১২৯৪ বারশত চোরনব্বই সাল। তারিখ ৬ই বৈশাখ। *

ইসাদী।

জমায় জমীর তপসীল চৌহদ্দী

বিবিধ মোক্তারনামা।

খাস্ মোক্তার নামা।

মহামহিম শ্রীযুত জেলা হুগলির ডিপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ ইন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়, সাং কৌতুকপাড়া পং রায়পুর ডিঃ ডিঃ হুগলি।—কস্য মোক্তার নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—পুষ্টিহাটী সাকিনের প্রতাপচন্দ্র চৌধুরি

* এই কিস্তিবন্দী তমস্সুক আদির স্থানে ভুলক্রমে যোজিত না হওয়ায় বিবিধ একত্রায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হইল।

উক্ত কৌতুকপাড়া গ্রামের নাম খারিজ দাখিল সম্বন্ধে সাত আইন স্মরত সন১৮৮৭ সালের ৫৩ নম্বরে যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে ঐ মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে দরখাস্ত আদি দাখিল ও তৎসংক্রান্ত তদ্বীরাতের কারণ সেরেস্তার রেভিনিউ এজেন্ট শ্রীযুত বাবু বনমালী বিশ্বাস ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়কে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মহাশয়গণ কি তন্মধ্যে কেহ হুজুরে হাজির থাকিয়া উক্ত মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে যে কোন সওয়াল জওয়াব ও দাখিল দস্তখত্ ও এজ্‌হার ও সত্যপাঠ আদি করিবেন, এবং আমার নাম বকলম দস্তখতে যে কাগজাদি দর্শাইবেন ও দাখিল করিবেন ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অন্তে ঐ ঐ কাগজাত্ ফেরত লইবেন তাহা আমার নিজকৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন১২৯৪। তাং ১৪ই ভাদ্র।

ইসাদী।

সাধারণ আমমোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীতারিণীকুমার সিংহ, পিতার নাম ৺ ত্রিলোচন সিংহ, সাং গোলোকহাটী পং উল্লাষপুর ডিঃডিঃ ত্রিপুরা—কস্য আমমোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, জেলা চট্টগ্রামের সামিল পং রামপাড়ায় অন্তঃপাতী লাট কৈলাসধাম আমার কালেক্টরী জমীদারী। ঐ জমীদারী সংক্রান্ত নানা মামেলা মোকদ্দমা যাহা অন্য কর্তৃক আমার নামে ও আমা কর্তৃক অন্যের নামে বর্ত্তমানে দায়ের আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার তদ্বীরাদির কারণ এবং ঐ লাটের কালেক্টরী সদর মালগুজারী দাখিল করণার্থে জেলা নদীয়ার কেশবপুর পরগণার শ্রীহাটী সাকিনের ৺ হরিনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ মিত্রকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজকুর উক্ত জেলা চট্টগ্রামের জজ আদালতে ও প্রধান সব জজ ও সব জজ ও চৌকিয়াতের মোনসফী আদালত সমূহে এবং কালেক্টরী ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরী ও ডিপুটী কালেক্টরী কাছারীআদিতে এবং মাজিষ্ট্রেটী ও জয়েণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী ও মফস্বল পুলিস থানা ইত্যাদিতে এবং আবগারী ও পরমিট ও নেমক ও সরভিয়ারী ইত্যাদি কাছারীহায় মোতালকে প্রয়োজন মতে উপস্থিত থাকিয়া যে কোন মোকদ্দমায় আমার নাম

বকলম দস্তখতে আমার পক্ষ হইতে যে কোন কাগজাত্ দাখিল দরপেশ ও সওয়াল জওয়াব্ করিবেন এবং কোন রকম পাওনা টাকা ও দলীলাদি রসীদ দিয়া আদালত হইতে লইবেন, ও কোন দেনার টাকা দাখিল করিবেন, এবং প্রয়োজন মতে যে কোন মোকদ্দমায় খাস উকীল মোক্তার নিয়োগ করিবেন, তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীরাধিকানাথ চৌধুরী, পিতার নাম ৺ রজনীনাথ চৌধুরী, সাং অমরাবাটী পং মনোরমনগর ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান—আমমোক্তার নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি ও নদীয়া ও বর্দ্ধমান ও বীরভূম ও চব্বিশপরগনা ও যশোহর এবং মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নানা জেলাজাত্ মোতালকে ও সহর কলিকাতায় আমার যে সমস্ত জমীদারী ও তালুকাত্ ও সকর নিষ্কর ভূমি ও কারকারবার ও নিম্নের তপসীলে লিখিত গবর্ণমেণ্ট প্রমিশরীনোট আদি যাহা আছে ও উত্তরকাল যাহা হইরেক, ঐ সমস্ত বিষয় বস্তু আদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সদর মফস্বল বন্দোবস্ত ও সিজিল শৃঙ্খল ও লেন দেন ও উস্থল তহসীল কারণ এবং ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার আদালত ওগয়রহর সর্ব্বপ্রকার মামেলা মোকদ্দমা যাহা আমা কর্ত্তৃক অপরের নামে ও অন্য কর্ত্তৃক আমার নামে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইরেক, ঐ সকল মামেলা মোকদ্দমার তদ্বীরাতের নিমিত্ত সমগ্র ভারার্পণে ডিভিজন ডিঃ হুগলির অন্তঃপাতি মাধবপুর পরগনার রাজাবাটী সাকিনের ৺ পতিতপাবন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রিয়কুমার গুপ্ত মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। উপস্থিত মতে মামেলা আদি কার্য্য সম্বন্ধে অরিজিনল ও আপিলেট হাইকোর্ট ও কলিকাতা স্মলকজকোর্ট ও বোর্ড অব রেভিনিউ ও খাসকমিশনরী ও রেভিনিউ কমিশনরী ও সরভিয়ার জেনেরল এবং ফাইনানসিয়াল ও কণ্ট্রোলার ও অডিটর জেনেরল ও বেঙ্গাল একাউণ্টেণ্ট জেনেরল ও বেঙ্গালবেঙ্ক ও আগরাবেঙ্ক ও কলিকাতা কালেক্টরী ও পুলিস ও পরমিট ওআবগারী ও নানা আফিস এবং নানা জেলাজাতের

সিবিল ও সেসন জজ ও স্মলকজকোর্ট জজ ও প্রধান সদর জজ ও আডিসনল সদর জজ ও সদর জজ ও চৌকীদারের মোন্সফ আদালত এবং কালেক্টরী ও আসিষ্টাণ্ট ও ডিপুটী কালেক্টরী ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেটী ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটী ও আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটী ও ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটী ও মফস্বল পুলিস থানা আদি এবং রেজেষ্টরী ও আবগারী ও নেমক ও পরমিট্ ও গ্রাণ্ডট্রঙ্করোড্ ওপবলিক ওয়ার্কস্ ও সিভিল্ কোর্ট আমিন ও পঞ্চাইত ইত্যাদি যে যে আদালত ও কাছারী ও মহকুমাজাত্ ও আফিস বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, ঐ ঐ আদালত ও কাছারী ও আপিসহায়ে মোক্তার মহাশয় সময়শিরে উপস্থিত থাকিয়া আমার সম্বন্ধীয় যে কোন প্রকার মোকদ্দমা আদিতে যে কোন সওয়াল জওয়াব ও আমার নাম বকলম দস্তখতে যে কোন কাগজাত্ দাখিল দরপেশ ও এজাহার ও সত্যতাদি করিবেন, ও চালান ও দরখাস্ত আদি যোগে কালেক্টরী সদর মালগুজারি ও অন্যান্য বাকী খাজানা ও দেনার টাকা দাখিল করিবেন, ও কোন রকমের প্রাপ্য টাকা ও দলীলাদি কোন আদালত কিম্বা আপিস হইতে অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে রসীদ দিয়া লইবেন; ও আবশ্যক মতে যে কোন মিছিলে যে উকীল ও কৌন্সলী ও মোক্তার আদি নিযুক্ত করিবেন, ও কোন জমীদারী কি তালুকাদি কি গভর্ণমেণ্ট কাগজ আমার নামে খরিদ করিয়া ফিসের টাকা আমানত ও সেলেরবন্দে দস্তখত করিবেন, ও কোম্পানীর কাগজের স্বদ আদি আদায় করিবেন, ও কোন স্থানে এক হাজার টাকার অনধিক কর্জ্জ করিতে হইলে তমস্থক আদিতে বকলম দস্তখত করিয়া যে কর্জ্জ করিবেন, ও কোন দলীলাদি রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন ও লইবেন, ও জমীদারী আদি তালুকাত্ ও এলাকাত্ সম্বন্ধে খাজানা আদি উস্বল তহসীল্ ও ইজারা ও দর ইজারা বন্দোবস্ত আদি করিবেন, ও সদর মফস্বল নায়েব, গোমাস্তা ও আমলা ও মোক্তার প্রভৃতির হিসাব নিকাস বুজ সমুজ করিয়া লইবেন, ও বাহাল্ বরতরফ্ করিবেন, ও ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধে ও সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক খরচাদি পক্ষে যখন যে নিয়ম ও বরাওর্দ আদি নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং কারবার আদি তেজারত্ মোতাল্লকে আমার নামে যে দস্তাবেজ আদি লিখাইয়া লইবেন, ও কর্জ্জ

দিবেন ও পাওনা টাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন ইত্যাদি আমার তরফ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকার্য্য, সেওয়ায় দান ও বিক্রয়, যে করিবেন তাহা আমার স্বীয়কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। তদ্ভিন্ন আমার যাহাতে ক্ষতি অথবা অনিষ্ট হয় এমত কোন কার্য্য উক্ত মোক্তার করিতে পারিবেননা ও করিলে মঞ্জুর হইবেনা। এতদর্থে আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।

তপসীল গভর্ণমেণ্ট কাগজ

সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, পিতার নাম ৺ অভয়কুমার ঘোষ, জাতি কায়স্থ, সাং স্বর্ণবাটী পং মালঞ্চপাড়া ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর—মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমানের মোতালক পং ভরতনগরের অন্তঃপাতী তরফ কুঞ্জবাটী মায় মৌজায়াত্ সহর কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উৎসবকুমার বসাক মহাশয়ের জমীদারী, আমি তাঁহার স্থানে ইস্তক সন ১২৯১ নাং ১২৯৯ সাল এই নয় সন মেয়াদে সালিয়ানা মং ৩২৫১৲ টাকা জমায় উক্ত মহল ইজারা লইয়া আদায় খেরাজে দখলিকার আছি। উক্ত ইজারা মহল তরফ কুঞ্জবাটীতে ইজারার মেয়াদতক্ আমার যে স্বত্ব ও লভ্য আছে, ঐ স্বত্ব ও লভ্য মং ৫০০০৲ হাজার টাকা পণবাহায় ডিভিজন ডিঃ হুগলির সামিল সন্তোষগড় পরগনার শীতলবাটী নিবাসী ৺ অম্বিকাচরণ পালিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ পালিত মহাশয়কে বিক্রয় করা ধার্য্য হওয়ায় ঐ বিক্রয়ের কোবালা আদি লিখিত পঠিত করিয়া দেওয়া ও উক্ত কোবালায় আমার নাম দস্তখত করিয়া দিবার কারণ ডিভিজন ডিঃ যশোহরের ব্রহ্মপুর পরগনার প্রিয়হাটী সাকিনের ৺ রাজকৃষ্ণ পালের পুত্র শ্রীযুত রামলোচন পালকে, মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজকুর উক্ত ইজারা বিক্রয়ের কোবালায় আমার নাম বকলম দস্তখত করিয়া যে কোবালা লিখিয়া দিবেক, ও পণ বাহার টাকা রসীদ দিয়া গ্রহণ করিবেক, এবং ঐ কোবালা রেজেষ্টরী করিয়া দিবার জন্য যে কোন সওয়াল জওয়াব্

ও. দাখিল দস্তখত আদি করিবেক, তাহা আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

দলীল রেজেষ্টরী বিষয়ের মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীবিজয়গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, সাং বৈকুণ্ঠপুর পরগনে নদীগ্রাম ডিভিজন ডিঃ নদীয়া, মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ হুগলি সব ডিভিজন শ্রীরামপুর পরগণে বৃন্দাবনপুরের অধীন মৌজে নিকুঞ্জপাড়া আমার কালেক্টরী জমীদারী। উক্ত মহল ঐ জেলার ঐ পরগনার ব্রজপুর নিবাসী ৺ রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত ব্রজবল্লভ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যকে পত্তনী দিয়া বর্ত্তমান সনের ১৩ আষাড় তারিখে যে পত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিয়াছি ঐ পাট্টা রেজেষ্টরী করিয়া দেওনের তদ্বীরাতের কারণ ডিভিজন ডিঃ হুগলির বালি সাকিনের ৺ রামনাথ সরকারের পুত্র শ্রীযুত তারানাথ সরকারকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজকুর উক্ত পত্তনী পাট্টা রেজেষ্টরী করিয়া দেওন বিষয়ে আমার পক্ষ হইতে যে দরখাস্ত আদি বকলম দস্তখতে দাখিল ও সওয়াল জওয়াব ও ভুল সংশোধন আদি করিবেক তাহা আমার স্বীয়কৃতকার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন১২৯৪ সাল। তাং ২০এ শ্রাবণ

ইসাদী।

ওকালত্‌নামা।

মহামহিম শ্রীযুত মোকাম রাণাঘাটের মোনসফ রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীনয়নসুখ সরকার সাং কুশলগ্রাম ইষ্টেসন রাণাঘাট—ওকালত্‌নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, বাদী বিশ্রামবাটী সাকিনের ব্রজেশচন্দ্র বড়াল, বাগান বেদখল বাবুদ ৫৩২।৶৫ টাকার দাবীতে প্রতিবাদী কৈবল্যপুর নিবাসী দীনেশচন্দ্র দত্তর নামে সন ১৮৮৬ সালের ২৮১ নম্বরে উক্ত আদালতে যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে মোজাহেম

দাখিল করা প্রয়োজন। ঐ মোজাহেমী দরখাস্ত আদি দাখিল ও তৎসংক্রান্ত তদ্বীরাতের কারণ সেরেস্তার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু করুণাসিন্ধু সিংহ ও শ্রীযুত মুন্সী হাফেজ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিলাম। উকীল মহোদয়গণ আদালতে প্রয়োজন কালে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত মোজাহেম্ সম্বন্ধে আমার পক্ষ হইতে যে কোন সওয়াল জওয়াব ও আমার নাম বকলম দস্তখতে যে কাগজাত্ ও দলীলাত্ দাখিল করিবেন, এবং মিছিল নিষ্পত্তি অন্তে ফেরত লইবেন, তাহা আমার স্বীয়কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে ওকালত্‌নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইস্বাদী।

বিবিধ বিধান।

দানপত্র।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু নরেশ্বর মিত্র ভায়া, পিতা ৺ গোপেশ্বর মিত্র, সাং গিরিপুর পং গোবিন্দনগর ডিভিজন ডিঃ চট্টগ্রাম কল্যাণবরেষু।

লিখিতং শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীগৌরীপ্রসাদ মিত্র, পিতার নাম ৺ গঙ্গাপ্রসাদ মিত্র, সাং শ্রীহট্ট ডিভিজন ডিঃ চট্টগ্রাম —কস্য দানপত্রমিদং সন১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ চট্টগ্রাম পরগণে মুকুন্দপুরের সামিল মৌজে শ্রীহট্টর মধ্যে আমাদিগের সাধারণের ভদ্রাসন বসতবাটীর সদর মহলের বাহির দরওজার পশ্চিমাংশ পোক্তা ইমারত্ দুই কুঠারী যে আছে ঐ ইমারতে আমরা কয়েক সরিকে ও তুমি এজমালী হিস্যাওয়ারী মতে দখলিকার আছি ও আছ। সম্প্রতি তোমার নির্দ্দিষ্ট অংশের ইমারত আদি জায়গায় অসঙ্কোষ্য হেতু আমরা আপন আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগের প্রত্যেকের হিস্যা উক্ত ইমারতের তলস্থ জায়গা বিমর্জ্জিম নীচের তপ্সীল চৌহদ্দী আন্দাজী মওয়াজী ।/২ দুই কাঠা মহত্রাণ জমী মায় ইমারত তোমাকে দান করিলাম। তুমি অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত জায়গা ও

ইমারতের স্বত্বাধিকারী হইলে, আমাদিগের উহাতে কোন স্বত্ব রহিলনা। তুমি উক্ত জায়গা ও ইমারতে দখলীকার হইয়া মেরামত অথবা নূতন ইমারত্ আদি প্রস্তুত করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরমসুখে ভোগবান রহ, তাহাতে আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কখন কোনকালে কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে আপন আপন ইচ্ছাক্রমে স্থির চিত্তে দানপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপসীল চৌহদ্দী।

প্রকারান্তর দানপত্র।

পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, পিতা ৺ রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়, সাং কমলপুর পং পাজনর ডিভিজন ডিঃ নদীয়া শ্রীচরণেষু।

লিখিতং শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়, পিতার নাম ৺ চণ্ডীচরণ রায়, সাং হেমপাড়া পং বোরো ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান—কস্য দানপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমানের সামিল পং শ্রীগড়ের অন্তঃপাতী মৌজে চাঁপাডাঙ্গা আমার কালেক্টরী জমীদারী। ঐ গ্রামের দক্ষিণ মাঠে সাতকড়ি দাসের জমাই জমীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, নিমাই হাজরার জমীর পশ্চিম, পাঁচু তিওরের বাগিচার উত্তর, এই চৌহদ্দী মধ্যে মেবডাঙ্গা সাকিনের ৺ বিশ্বম্ভর ঘটকের পৈতৃক ভোগ দখলী নিষ্কর ভূমি একবন্দ মওয়াজী ১১/ এগার বিঘা, যাহা উক্ত ঘটক বর্ত্তমানে আমি খরিদ পূর্ব্বক দখলিকার আছি, ঐ নিষ্কর ভূমি আমি, ভূমিদানের ফল প্রাপ্তি কামনায়, উৎসর্গ করিয়া মহাশয়কে দান করিলাম, এবং আমার খরিদা কোবালাদি মহাশয়কে দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত জমীতে, আমার স্বত্ব লোপ হইয়া মহাশয় দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইলেন, আমার কোন সংস্রব রহিলনা। মহাশয় ঐ জমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে রহেন, তাহাতে উত্তরকাল আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন দাবী দাওয়া নাই। এতদর্থে ভূমিদানপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী।

মঠ সংক্রান্ত জায়নশীনূনামা *।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত ভবানন্দ দণ্ডী আশ্রম, সাং নিকুঞ্জবাটী পং ব্রজনগর ডিভিজন ডিঃ মুরশিদাবাদ কেষাম্পদেষু।

লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম সাং নিকুঞ্জবাটী পং ব্রজনগর ডিভিজন ডিঃ মুরশিদাবাদ। জায়নশীন পত্রমিদং সন১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ মুরশিদাবাদ পং ব্রজনগরের অন্তঃপাতি মৌজে নিকুঞ্জবাটী মোকামে আমার পরম গুরুঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজিউ ঠাকুর, ও ঐ দেব সেবার জমীদারী ও তালুকাত্ ও সকর নিষ্কর ভূমি ও বাগ বাগিচা পুষ্করিণী ও তেজারত্ ও গবর্ণমেণ্ট কাগজ ও সোণা রূপা আদির আভরণ ও তৈজসাদি বিষয় বস্তু যে আছে, মঠের রীতি অনুসারে তত্তাবৎ বিষয়ে আমি দখলিকার হইয়া ও গাদীনশীন থাকিয়া ৺জীউর সেবা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। তুমি আমার প্রধান শিষ্য, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও সৎচরিত্রতায় ও সেবায় বিশেষ সন্তুষ্ট আছি, এবং তুমি ভিন্ন মঠে অন্য কেহ উপযুক্ত শিষ্য নাই। সেমতে আমি তীর্থবাসের মনস্থক্রমে তোমাকে এই জায়নশীন্‌নামা লিখিয়া দিতেছি যে, আমার বর্ত্তমান অবর্ত্তমান কালে আমার উত্তরাধিকারিত্ব রূপে তুমি উক্ত ৺ঠাকুরের গাদীর মালিক মোক্তার হইয়া, সেবার বিষয় বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক উপস্বত্বাদির দ্বারা যথা নিয়মে সেবা কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবা। ৺সেবাদির ত্রুটী কি বিষয় বস্তু আদির হানি কোনমতে না হয়। এবং অতিথি সেবা প্রভৃতির যে সকল বন্দোবস্ত আছে তাহার অন্যথাচরণ করিবানা। আমার জীবিতকালাবধি আমার তীর্থ বাসের ব্যয় মাসিক ১৫৲ পোরের টাকা করিয়া দিবা। এতদর্থে স্বীয় ইচ্ছাধীন সুস্থশরীরে জায়নশীননামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

---

* জমীদারেরা আপন ইষ্টেটের মেনেজর স্বরূপ যে জায়নশীন নিযুক্ত করেন, তাহার প্রণালী পশ্চাৎ লিখিত মেনেজরনামার ন্যায় জানিতে হইবেক।

উইল নামা।

লিখিতং শ্রীআনন্দচিত্ত চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ সন্তোষচিত্ত চট্টোপাধ্যায়, সাং স্বর্ণপল্লী পং কাঞ্চনপুর ডিভিজন ডিঃ যশোহর—কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে,—আমি পূর্ণিয়া হইতে জ্বরকাশের পীড়ায় পীড়িত হইয়া অদ্য তিন দিবস বাটী পৌঁছিয়াছি। যেরূপ পীড়া তাহাতে এ যাত্রা এরোগ হইতে মুক্ত হওয়া ও রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। আমার পুত্র সন্তান নাই, কেবল এক কন্যা ও তাহার গর্ভজাত দুই পুত্র আছে। এমতে জ্ঞানসত্বে এই উইল করিতেছি যে, ডিভিজন ডিষ্ট্রিক্ট যশোহর, ও ডিঃ পূর্ণিয়া, ও সহর কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত নীচের তপসীলের লিখিত যে সকল জমীদারী ও তালুকাত্ ও বাগ বাগিচা ও পুষ্করিণী ও বাটী ঘর ও গবর্ণমেণ্ট প্রমিশরী নোট ও সোণা রূপা আদির আভরণ ও তৈজস আদি বিষয় বস্ত আছে, আমার অবর্ত্তমানে ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে ইমারত্ আদি বাটীঘর ও বাগ বাগিচা পুষ্করিণী ও সোণারূপার আভরণ ও দ্রব্যাদি ও পত্তনী তালুক চক অমৃতগড় ও কালেক্টরী জমীদারী তরফ উত্তরগ্রাম ও দশ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ, আমার কন্যা শ্রীমতী জানকী দেবী উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত কন্যা বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রদ্বয় অর্থাৎ আমার দৌহিত্র শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেননা। তাঁহারা তাঁহাদিগের মাতার বশীভূত থাকিয়া মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক কর্তৃত্বভাবে বিষয় বিভব রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান থাকিবেন। তদ্ভিন্ন কালেক্টরী জমীদারী লাট হাজারিপাড়া ও পনের হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ, আমি আপন পুণ্যার্থে সৎকর্ম্মে অর্পণ করিয়া তাহার কর্তৃত্বভার নিজ গ্রামবাসী শ্রীযুত ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত মাধুচরণ ঘোষ মহাশয়দিগের প্রতি রাখিলাম। ভট্টাচার্য্য ও ঘোষ মহাশয় ঐ পনের হাজার টাকার কাগজের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়া ঐ টাকায় নিজ গ্রামের মধ্যে কোন মনোনীত স্থানে এক ইমারত্, যাহাতে ১০।১২ টী কামরা থাকে, ঐ ইমারতের একদিকে

ঔষধ আলয়, অন্যদিকে বঙ্গবিদ্যালয়, অপরদিকে অতিথিশালা, আর এক দিকে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রস্তুত করিয়া বাকী দশহাজার টাকার কাগজের সুদ ও উক্ত লাট হাজারিপাড়ার মুনাফা হইতে ব্যয় বন্দোনমতে অধ্যাপক ও পণ্ডিত, ও চিকিৎসক, ও সরকার ও গোমাস্তা ও ভাণ্ডারি আদি লোক যথাযোগ্য মত নিযুক্ত করিয়া, অতিথি শালা ও বিদ্যালয় ও ঔষধালয় আদি সংস্থাপন মতে তাহার খরচ পত্র করিবেন। এইরূপ বন্দোন হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে দুই তিন বৎসর যাবৎ উক্ত ধর্ম্মকার্য্য সকল সুচারুমত সম্পাদ্য হওয়া দেখিলে, উক্ত জমীদারী ও কাগজ, ঐ ঐ ধর্ম্মকার্য্যের খরচের জন্য ধর্ম্মশালা আদি সঙ্কলিত দরখাস্ত দ্বারা গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানের অধীনে আনিবেন। যাবৎ গবর্ণমেন্টের অধীনে না যাইবেক, তাবৎ উক্ত ভট্টাচার্য্য ও ঘোষ মহাশয়েরা উভয়ে ঐ বিষয়ের আদায় তহসীল ও ব্যয়ের বিধান আদি যে করিবেন, তাহাই স্থিরতর হইবেক। অপর আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় চারিহাজার টাকার গবর্ণমেন্ট কাগজ পাইবেন। উপরিউক্ত নিয়মে স্বেচ্ছাধীন স্থির চিত্তে এই উইলনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কোম্পানীর কাগজাদ।

অছিনামা।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু দয়াসিন্ধু ঘোষ, পিতার নাম ৺ করুণাসিন্ধু ঘোষ, তথা শ্রীযুত জগবন্ধু সরকার, পিতার নাম ৺ দীনবন্ধু সরকার, সাং রামবাটী পং হেমনগর ডিভিজন ডিঃ হুগলি কল্যাণবরেষু।

লিখিতং শ্রীনৃপেশ্বর বসু, পিতার নাম ৺ নরেশ্বর বসু, জাতি কায়স্থ সাং রামবাটী পং হেমনগর ডিভিজন ডিঃ হুগলি—কস্য অছিয়ত্‌নামা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ইদানীন্তন আমার শরীর সর্ব্বদা অস্বচ্ছন্দ ও অসুস্থ থাকায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া শ্রীশ্রী৺কাশীধাম গমন করিতে মানস করিয়াছি। আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্বনামী বেনামী নানা জেলায় কালেক্টরী

জমীদারী ও পত্তনী ও দরপত্তনী তালুক আদি, এবং খেরাজ লাখেরাজ জমী ও বাগবাগিচা পুষ্করিণী, এবং নিজ গ্রামের পোক্তা বসতবাটী মায় বৈঠকখানা এবং গবর্ণমেণ্ট কাগজ ও সোণারূপার গহনা ও মণি মুক্তাদিখচিত আভরণ ও রূপার বাসন এবং পিতল কাঁসা তাঁবা ও লোহার তৈজসাদি ও কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন, প্রভৃতি জিনিস্ এবং রেশমী ও পশমী শাল রুমাল আদি স্থাবরাস্থাবর বিষয় বস্তু বিমজ্জিম নীচের তপসীলে যে সমস্ত আছে, ঐ সমুদায় বিষয় বস্তুর উত্তরাধিকারী আমার নাবালগ পুত্রগণ। আমার অবর্ত্তমানে নাবালগগণের বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয় বিভব রক্ষণাবেক্ষণের উপায় না দেখিয়া ঐ পুত্রগণ ও আমার পত্নীর পক্ষে তোমাদিগকে অছি নিযুক্ত করিয়া এই অছিয়ত্ নামা লিখিয়া দিতেছি যে, আমার নাবালগ পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমান প্রাণেশ্বর বসু, ও মধ্যম শ্রীমান সতীশ্বর বসু, ও কনিষ্ঠ শ্রীমান প্রকৃতীশ্বর বসু, এবং ঐ পুত্রগণের গর্ভধারিণী আমার পত্নী শ্রীমতি সুমঙ্গলা দাসীর তরফ অছিয়তী কর্ম্মে তোমরা নিযুক্ত হইলে। তোমরা উভয়ে কি উভয় মধ্যে কেহ ঐ নাবালগগণের মাতার নিকট উপস্থিত থাকিয়া জমী-দারী ও পত্তনী তালুকাদি প্রজাকাতের মফস্বল উৎপন্ন, ও কারকার-বারের লভ্য, ও গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ আদি উসুল তহসীল করিয়া সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক মূলধন বজায় রাখিয়া মুনাফার যত টাকা সন সন মৌজুদ হইবেক, তাহা হইতে শ্রীশ্রী৺রাধামাধব জীউ ঠাকুরের সেবা ও পৈতৃক দেব সেবা ও ৺শারদীয় মহাপূজা ও ৺শ্যামা পূজা ও দোল যাত্রা ও শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়াকলাপ ও নিত্যনিয়মিত ও নৈমিত্তিক সংসার পরিবারের খরচ ওগয়রহ, দস্তবদী ফর্দ্দ অনুযায়ী ব্যয় করিবা। তদতিরিক্ত যে অনুপস্থিত খরচ সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইবেক, তাহা ন্যায্য মতে খরচ করিবা। অবশিষ্ট যে টাকা মৌজুদ থাকিবেক তাহাতে উক্ত নাবালগগণের মাতার নামে গবর্ণমেণ্ট কাগজ খরিদ করিয়া আপনাদিগের হস্তে রাখিবা, এবং ঐ কাগজের সুদ যখন যাহা পাওয়া যাইবেক, তাহা সন সন উক্ত আদায়ী মুনাফার টাকার সামিল জমা করিবা। দৈবাধীন যদ্যপি জমীদারী ও পত্তনী তালুকাদির এবং

কারকারবারের মুনাফা বর্ত্তমান অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে আমার কৃত সাংসারিক ও দেব সেবা ও পরব উৎসব আদির খরচের কর্ম্মে ঐ ন্যূন পরিমাণে সর্ব্ব বিষয়ের খরচ কমাইয়া দিবা। রূপা সোনার গহনা ও লওরাজিমা ও মণি মুক্তাদির আভরণ ও পিতল কাঁসার তৈজস ও শাল রুমাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি আমার পত্নীর জিম্মায় রাখিলাম, কেবল কাঁচের ও কাষ্ঠের আসবাব্ ঝাড় লণ্ঠন আদি যাহা বাহির বাটীর ব্যবহারের জিনিস, তাহা তোমাদিগের জিম্মায় রহিল, তোমরা আমার পত্নীর জিম্মার ও নিজ জিম্মার সমগ্র দ্রব্যাদি সর্ব্বদা সম্পূর্ণ সাবধানে রাখিবা। তোমাদিগের অছিয়তী আমলে ঐ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর বস্তু মধ্যে কোন বস্তু, তদারকের গাফিলীতে বা অন্য কোন গতিকে খেয়ানত্ হয়, তাহার দায়ী তোমরা হইবে। নাবালগ তিনপুত্রের বিদ্যাভ্যাস করাইয়া বিবাহ আদি সংস্কার বিধিবৈধ মতে দেওয়াইবে। ঐ নাবালগ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমরা তাঁহাদিগের নিকট উক্ত সমস্ত বস্তু ও হাল মৌজুদ আদি বুঝাইয়া দিবা। ঐ সকল এলাকা আদির মধ্যে তোমাদিগের বেনামীতে যে যে জায়দাদ আদি আছে, তাহা নিজ উল্লেখে দখল বা হস্তান্তর করিবানা, যদি কর অসিদ্ধ হইবেক। যদ্যপি নাবালগগণের উক্ত বিষয় বিভবের মধ্যে কোন বিষয় বস্তু তোমরা ইচ্ছাধীন খেয়ানত্ কর, তবে আমার ভার্য্যার প্রতি এমন ক্ষমতা রহিল যে তৎক্ষণাৎ তোমাদিগকে বরতরফ করিয়া এই অছিয়তনামার সর্ত্ত অনুসারে নাবালগগণের তরফ অপর বিশ্বাসী অছি নিযুক্ত করিতে পারিবেক। নাবালগগণের গর্ভধারিণী স্ত্রীস্বভাবহেতু এই অছিয়ত্‌নামার নিয়মের বহির্ভূত কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, তাহা হইতে তাহাকে নিবারণ করিবা, যদি নিতান্ত না শুনে ও তৎকর্ত্তৃক কোন ক্ষতি ও হানি ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ তোমরা দরখাস্ত করিয়া বিষয়াদি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবা। নাবালগগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদবধি তোমরা আপন অছিয়তীর নিকাশ ও তহবীল আদি তাঁহাদিগের নিকট বুঝাইয়া দিয়া রসীদ আদি না পাইবা, তদবধি পরিত্রাণ পাইবানা। ঈশ্বর না করেন আমার পত্নী নাবালগগণের বয়ঃপ্রাপ্তের পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করে, তবে

তোমাদিগের প্রতি ইহাও ক্ষমতা থাকিল যে তৎক্ষণাৎ তোমরা জেলা হুগলির শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরখাস্ত করিয়া সামুদায়িক বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনিয়া আপন অছিয়তী আমলের নিকাস ও মৌজুদ মাল তথায় সমজাইয়া দিবা, এবং উক্ত কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তাবে সরবরাহকারী কর্ম্মে তোমরা নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিবা। যদি নিকাস আদি না দিয়া তোমাদিগের কি তোমাদিগের উভয় মধ্যে কাহারো নাবালগগণের বয়ঃপ্রাপ্তের পূর্ব্বে লোকান্তর হয়, তবে ঐ নিকাশ আদি না দেওয়া জন্য ক্ষতি খেসারত্ ও নিকাশ ও মৌজুদ তহবীল আদি সমস্ত বিষয়ের দায়ী তোমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ থাকিবেক। আর আমার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী, ও কনিষ্ঠা অবিবাহিতা শ্রীমতী সুরঙ্গিনী দাসী যে আছে, ঐ অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে ন্যায্য মত ব্যয় করিয়া ঐ কণ্যা সৎপাত্রে প্রদান করাইবে, এবং কন্যাদ্বয়ের তত্ত্বাবধান সর্ব্বদা করিবে। বাগবাগিচা পুষ্করিণী আদি যাহা সরিকী আছে, আবশ্যকমতে আপোসে কিম্বা সালিসের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া লইবে। জমীদারী আদি এলাকাত্ ও কারকারবার সংক্রান্ত যে সমস্ত পাওনা, তাহা অনাদায়ে রীতিমত নালিশ করিয়া প্রাওনা বুঝিয়া লইবে, এবং অপরে কোন নালিশ করিলে তাহার জওয়াব্ দিহী করিবে, তদ্বিষয়ে রীতি বহির্ভূত ব্যয় করিবেনা। তোমরা যে সকল কাগজে দস্তখত করিবে তাহাতে (অছি অমুক অমুক আনরে শ্রীমতি অমুকী দাসী মাদরে নাবালগান অমুক ও) এইমত মোহর খোদাইয়া লইয়া মোহর করিবে। যদি তোমরা উভয়ে সর্ব্বসময়ে উপস্থিত না থাক, যখন যে কেহ উপস্থিত থাকিবা, আপন দস্তখত ও ঐমত মোহর করিয়া দিবা। শ্রীল শ্রীযুক্ত ইষ্টদেব ঠাকুর মহাশয়ের কন্যাগণের এবং অপরাপর কুটুম্ব জ্ঞাতিবর্গের যে যে মাসহারা লিষ্ট অনুসারে নির্দ্ধারিত আছে, মাস মাস তাঁহাদিগকে দিবে, তজ্জন্য কেহ কষ্ট না পান। বাগবাগিচা ও ইমারত্ আদি যখন যাহা মেরামত করিতে হয়, মেরামত্ করাইবে, বেমের মতীতে বিনষ্ট না হয়। আমার বর্ত্তমান কালের মধ্যে, উপরি উক্ত নিয়মের কোন

নিয়ম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, কিম্বা অছি প্রভৃতি কাহারো জীবন অবসানে কাহাকে বাহাল বরতরফ কি কোন বিষয়ের ধার্য্য বিধান করিতে হয়, তাহার ক্ষমতা আমার প্রতি রহিল। আমি সে বিষয়ে যে উচিত নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। তোমাদিগের বেতন বরাওর্দ্দী ফর্দ্দমত পাইবা, ঐ বেতন ব্যতীত তোমাদিগের কোন দায় উপস্থিত হইলে তাহার খরচ মনাসিব মত সরকার হইতে পাইবা। এই নিয়ম অবধারিত মতে তোমাদিগের নিকট হইতে অছিরতীর কবুলতি প.ইয়া অছিয়ত নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। সদর তারিখ।

ইসাদী।

তপসীল জায়দাদ।

অংশনামা।

লিখিতং শ্রীপ্রিয়তমা দেবী স্বামির নাম ৺শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীসুমঙ্গলা দেবী স্বামির নাম ৺কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীত্রিলোকতারণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পিতা ৺সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীরামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পিতা ৺বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় পিতা ৺ দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সর্ব্ব সাকিন দেবহাটী পং সুরেন্দ্রগড় ডিভিজন ডিঃ ঢাকা।

অংশ নির্দ্দিষ্ট পত্রমিদং সন১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—উক্ত দেবহাটী গ্রামের মধ্যে আমাদিগের ভদ্রাসন বাটীর মধ্যগত বাহির বাটী, অর্থাৎ পূজার বাটীতে বর্ত্তমান পূজার দালান ব্যতীত পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ এই তিন দিকে সর্ব্বসাধারণের এজমালের যে দোতালা চকছিল, ঐ তিন দিকের চক বহুদিনের পুরাতন বিধায় জীর্ণাবস্থায় পতিত হইতে থাকায়, আমাদিগের মধ্যে সকলে সরিকে ঐ চক আপন আপন হিস্যামত প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হওয়ায়, ঘরাও আপোসমতে, আমি শ্রীকৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় দিগর দুই ভ্রাতা আমরা আপন অংশ নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছি, ও আমি শ্রীত্রিলোকতারণ মুখোপাধ্যায় আমরা দুই সহোদর আপন অংশ ও অবশিষ্ট সকল সরিকের অংশের ইমারত

নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে ঘরাও মীমাংসামতে অংশের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিকক্রমে যাহার যে অংশ যে খণ্ড যে পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন লিখিত পঠীত তৎকালীন করা হয় নাই। ভবিষ্যত্ চিন্তাক্রমে ঐ বিষয়ের একটা লিপিবদ্ধ আবশ্যক বিধায়, আমরা সকলে এই অংশ নির্দ্দিষ্ট পত্র লিখিতেছি যে, পূজার দালানের মধ্যের খণ্ডের পশ্চিম দিকের পার্শ্বের কামরা অবধি পূজার বাটীর উঠানের দশ হাত পর্য্যন্ত পশ্চিমের চকের উত্তরাংশ, যাহাতে পাঁচ কামরা এক সিঁড়ি যায় পশ্চিম দিকের ঐ পরিমাণের বারান্দা, আমি কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় দিগর দুই ভ্রাতার চিহ্নিত অংশমতে আমরা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছি। ঐ চিহ্নিত অংশের দক্ষিণ অংশ পশ্চিমের চক, সদর দরওয়াজার রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত চারি কামরা এক সিঁড়ি, তদ্ভিন্ন দরওয়াজার দক্ষিণ অংশে দ্বারবানদিগের বসিবার স্থানের দক্ষিণের এক কামরা, ও পশ্চিমের চকের বাহির পশ্চিমদিকে কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় দিগের নির্ণীত অংশের বারান্দা বাদে অবশিষ্ট সমুদয় বারান্দা সমেত ঐ বারান্দা টানের দক্ষিণাংশের এক কামরা, আমি ত্রিলোকতারণ মুখোপাধ্যায় দিগের দুই ভ্রাতার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণদিকের চকের মধ্যে পাঁচ কামরা এক সিঁড়ি, ও ঐ চকের দক্ষিণ পতিত জায়গা মরদামার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত আমি দিনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের চকের দক্ষিণাংশ, অন্দর বাটী যাইবার রাস্তার সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত, এক কামরা এক হারা আমি প্রিয়তমা দেবী ও আমি সুমঙ্গলা দেবী, আমাদিগের উভয়ের অংশ নিরূপিত হইয়াছে। ঐ কামরার পশ্চাতে পূর্ব্বদিকে যে স্থান পতিত আছে, তাহাতে আমরা উভয়ে উত্তরকাল দ্বিতীয় একহারা, বর্ত্তমান হারার যোগে প্রস্তুত করিয়া লইব। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বদিকের চকের উত্তরাংশে যে দুই কামরা একহারা যায় সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের দখলে আছে। অন্দর বাটীতে যাইতে ও সদর বাটী হইতে বাহির হইবার যে দরওয়াজার রাস্তা, ও সদর দরওয়াজার দক্ষিণাংশে দ্বারবানদিগের বসিবার নিমিত্ত যে স্থান আছে, তাহাও সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপরিউক্ত অংশ নির্ণয় অনুসারে এই অংশনামা লিখিত হইয়া সকলের দস্তখতী ইহার এক এক কাপী প্রত্যেক সরিকের নিকট রহিল। ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ কি কাহার উত্তরাধিকারিগণ এই অংশনামায় অতিক্রমে পরস্পর কাহার নির্ণীত অংশের প্রতি কোন দাবী দাওয়া করিবনা ও করিতে পারিবেকনা, যদি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে আপন আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই অংশনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন সদর তারিখ।

ইসাদী।

মেনেজর নামা।

শ্রীযুত বাবু কেশবকুমার রায়, পিতার নাম ৺কৃষ্ণকুমার রায়, সাং গন্ধর্ব্বপুর পং কিন্নরনগর ডিভিজন ডিঃ রাজসাহি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরায় লক্ষ্মীপ্রসন্ন সিংহ, পিতার নাম ৺ কমলাপ্রসন্ন সিংহ, সাং কমলাপুর, পং পদ্মাবাটী ডিভিজন ডিঃ চব্বিশপরগনা। মেনেজর নামা পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ইদানীন্তন নানা ঝামেলা মোকদ্দমা আদি সূত্রে আমি বহুতর ঋণগ্রস্থ হইয়াছি। আমার সংসারে এতাদৃশ উপযুক্ত পাত্র নাই যে তাহার দ্বারা ইষ্টেটের মেনেজ হইয়া আয়ের আধিক্য ও ব্যয়ের স্বল্পতাক্রমে ঋণাদি পরিশোধ ও বিষয় বিভবের সিজিল শৃঙ্খলা ও রক্ষা হয়। সেমতে অনেক সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে মেনেজর নিযুক্ত করণের মানস করায়, প্রস্তাবমতে মহাশয় স্বীকার পাইলেন। আমিও সন্তোষ পূর্ব্বক মহাশয়কে দশবৎসর কাল নিয়মে মেনেজর নিযুক্ত করিয়া এই মেনেজরনামা লিখিয়া দিতেছি যে, নানা জেলাজাত্ মোতালকে ও সহর কলিকাতায় আমার যে সকল জমীদারী ও তালুকাত্ ও সকর নিকর জমী ও বাটী ঘর ও বাজার আদি এলাকাত্ ও তেজারতি কারকারবার আদি বিষয় বস্তু যে আছে, মহাশয় স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে দশবৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয়ের সুচারু বন্দোবস্ত ও উশুল তহসীল আদি করিয়া সালিয়ানা সরকারী মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক বাকী মুনাফা হইতে নিত্য নিয়মিত খরচ আদি নির্ব্বাহ করণান্তে ক্রমশঃ ঋণ পরিশোধ করিবেন।

তাঁহাতে সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক ও দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ ও দেবসেবাদি বিষয়ে বর্ত্তমানে যে বরাদ্দ আছে, তাহা অপেক্ষা যে পরিমাণ লাঘব করিলে লৌকিক ও পরমার্থিকের হানি না হয়, তাহা বিবেচনা মতে করিবেন, এবং জমীদারী আদি এলাকাতের জরিপ জমাবন্দী ও বিহিত বন্দোবস্ত আদি করিয়া, কিম্বা কোন বিষয় কি বিষয় সকল মেনেজরীর নিয়ম কাল পর্য্যন্তের নিমিত্ত মেয়াদী ইজারা বিলী দ্বারা, যাহাতে উৎপন্নের বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন, পত্তনী বিলী কি মোকররী বন্দোবস্ত করিতে হইলে আমার সম্মতি ও কর্ত্তৃত্বে হইবেক। জমীদারী ও কারকারবার আদি সংক্রান্ত যাহাদিগের নিকট যে সকল টাকা পাওনা আছে, তাহাদিগের সহিত আপোস নিষ্পত্তিক্রমে, অথবা নালিশ উত্থাপন করতঃ তত্তাবৎ টাকা মহাশয় আদায় করিবেন। এবং ইষ্টেটাদি সম্বন্ধে কি অন্য রকমে যে কোন মামেলা, আমার কৃত অপরের নামে ও অপরের কৃত আমার নামে, যে কোন আদালতে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তত্তাবতের তদ্বীর ও উকীল মোক্তার নিয়োগ ও রাজীনামা ও রফানিষ্পত্তি ও সওয়াল জওয়াব ও দাখিল দস্তখত আমার পক্ষ হইতে মহাশয় করিবেন। এবং দেনা পাওনার কোন টাকা যে কোন আদালতে চালান ও রসীদ আদির যোগে দিবেন ও লইবেন, ঐ সকল কার্য্য আমার কৃতকার্য্যের ন্যায় গণ্য হইবেক। সদর মফস্বলে যে সকল কর্ম্মচারী ও চাকরগণ নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের কাহারও কোন দোষ দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ বরতরফ করিয়া অপর বিশ্বাসী লোক মহাশয় নিয়োগ করিবেন। এবং সদর মফস্বল আমলাগণ ও নায়েব গোমাস্তা ও মোক্তারগণের হিসাব নিকাস রীতিমত বুজং সমুজ করিয়া লইবেন। যে কোন গতিকে হউক আয়ের বৃদ্ধি ও খরচের সং-

...হ, সাং

করিয়া যাহাতে ঋণ পরিশোধ হয়, তাহা করিবেন। যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ কি কোন মহা... রামেশ্বর সিংহ, জাতি বিষয় রক্ষার নিমিত্ত বেশী টাকা কর্জ ...জন ডিঃ নদীয়া। পেশা মহাজন স্থির করিলে মহাশয়ের যোগ... গৃহে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, অদ্য সামান্য হইলে আমার নাম ...দার পীড়ায় পীড়িত। ক্রমশঃ দিন

মহাশয় কর্জ্জ করিবেন, ও ঐ ঐ কর্জ্জ অন্যান্য দেনার সামিলে পরিশোধ করিবেন। নিয়মিত ও অনিয়মিত ও মোকদ্দমা খরচ আদি সামুদায়িক খরচ সেওয়ায়, আমাকে মাসিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা নিজ খরচ ক্বারণ দিবেন, ঐ নিজ খরচের টাকা ভিন্ন অন্য কোন খরচাদি বিষয়ে কি ইষ্টেট্ সংক্রান্ত কোন বিষয়বস্তুতে মেনেজরীর নিয়ম কালতক্ আমি হস্তক্ষেপ করিবনা, এবং মহাশয়ের অসম্মতিতে কোন বিষয় বস্তু হস্তান্তর করিতে কি আবদ্ধ রাখিতে পারিবনা। মহাশয় মেনেজরী বিষয়ে বেতন গ্রহণ করিবেনমা, কেবল বাসাখরচ সবৰে মাসিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকা ইষ্টেটে খরচ লিখিয়া লইবেন। মহাশয়ের মেনেজরী আমলের হিসাব্ নিকাস্ মহাশয়ের স্থানে চাহিবনা, ও লইবনা। যদি মহাশয় কি মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের প্রতি হিসাব নিকাশ বাবুদ কোন দাবী দাওয়া আমি করি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ করে, সে অগ্রাহ্য। অদ্যকার তারিখ হইতে দশবৎসরের মধ্যে মহাশয়কে এই মেনেজরী ভার হইতে আমি কি আমার ওয়ারিসান রহিত করিবনা ও করিবেকনা, যদি দশবৎসরের মধ্যে কোন সময়ে রহিত করিতে ইচ্ছা করি কি করে, তবে এক কালীন দশ হাজার টাকা মহাশয়কে দিয়া রহিত করিতে পারিব ও পারিবেক, ঐ কাল মধ্যে কোন সময়ে মহাশয় মেনেজরী ভার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে অবশ্যই করিতে পারিবেন। এই করারে মেনেজরী কবুলতী পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে মেনেজরনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

এয়োজনামা অর্থাৎ বিনিময় পত্র।

আমার নাণবর শ্রীযুত বাবু রামপ্রসন্ন মল্লিক, পিতার নাম ৺ কৃষ্ণহরি
ঘর ও বাজার রাদবাটী পং লক্ষণগড় ডিভিজন ডিঃ ঢাকা কল্যাণবরেষু।
বিষয় বস্তু যে আছে, মহা মজুমদার, পিতার নাম ৺ অনাদিনাথ মজুমঐ সকল বিষয়ের স্বচার্ ধগনে লক্ষণগড় ডিভিজন ডিঃ ঢাকা।
সালিয়ানা সদর মালগুজারী অবে লিখমং কার্য্যঞাগে—ডিভিজন ডিঃ
নিয়মিত খরচ আদি নির্ব্বাহ করণ দবাটী গ্রামের মধ্যে আমার আত্র

বাগিচার উত্তর, কেনারাম ভট্টাচার্য্যের পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, আপনার অন্দর বাটীর দক্ষিণ, বাধানাথ সরকারের বসত বাটীর পশ্চিম, এই চৌহদ্দি মধ্যে আমার খরিদা নিষ্কর জমী আন্দাজী মওয়াজী ।।২ বার কাঠা যে আছে আপনার অন্দর বাটীর স্থান সংকীর্ণতা হেতু ঐ জমী পরিবর্তস্বরূপে আপনি গ্রহণেচ্ছু হওয়ায় উক্ত জমী আমি আপনাকে দিলাম। এবং আপনি তৎপরিবর্তে ঐ গ্রামের সরহদ্দে জয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠকখানার পূর্ব্ব, মোহন বক্সীর বাটীর পশ্চিম, চিরঞ্জীব রায়ের বাগান বাটীর দক্ষিণ, সরকারী রাস্তার উত্তর, এই চতুঃসীমার মধ্যে আপনার মাতামহর বসত ভিটার দং পতিত মহত্রাণ জমী মওয়াজী ।১০/ সওয়া বিঘা যাহা উত্তরাধিকারিত্বরূপে আপনি প্রাপ্ত হইয়া দখলিকার আছেন, উহা আমাকে দিলেন। অদ্যকার তারিখ হইতে প্রাগুক্ত ।।২ কাঠা জমীতে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া আপনি দান বিক্রয়ের অধিকারী হইলেন, এবং নিম্নোক্ত সওয়া বিঘা জমীতে আপনার স্বত্ব লোপ হইয়া আমি স্বত্ববান হইলাম। উপরি উক্ত এওয়াজী জমীতে পরস্পর উভয়ে দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিব। তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ, কিম্বা আপনি কি আপনার ওয়ারিসান, এই বিনিময় সম্বন্ধে কখন কোন কালে কোন আপত্তি করি কি করেন, সে অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর। এতদর্থে পরস্পর সম্মতিক্রমে স্বীয় স্বীয় ইচ্ছাধীন সুস্থশরীরে বিনিময় পত্র লিখিয়া দিলাম ও লইলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

অনুমতি পত্র।

শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী, স্বামির নাম শ্রীযুত প্রিয়ম্বদ সিংহ, সাং মালঞ্চ পং মথুরাবাটী ডিভিজন ডিঃ নদীয়া বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপ্রিয়ম্বদ সিংহ, পিতার নাম ৺ রামেশ্বর সিংহ, জাতি কায়স্থ সাং মালঞ্চ পং মথুরাবাটী ডিভিজন ডিঃ নদীয়া। পোষ্য পুত্রের অনুমতি পত্রমিদং সন ১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, অদ্য সাত দিবস হইতে আমি জ্বরাতিসার পীড়ায় পীড়িত। ক্রমশঃ দিন

দিন পীড়া বৃদ্ধি ভিন্ন সাম্যতার গতিক দেখিতেছিনা, এবং শরীরের অবস্থার ভাবান্তর বিবেচনা করিতেছি। আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর বিষয় বিভব যে আছে, আমার অভাবে তত্তাবতের উত্তরাধিকারী কন্যা পুত্রাদি সন্তান সন্ততি কেহই নাই, তুমি পত্নী মাত্র আছ। সেমতে তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে, আমার অভাবে আমার জ্ঞাতিকুলের মধ্যে, অথবা অন্য কোন সদ্বংশজ একটী পোষ্য-পুত্র যথাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সংস্কারাদি করাইবা। ঈশ্বর না করেন যদি ঐ পুত্রের কোন ব্যাঘাত হয়, কিম্বা ঐ পুত্র স্বধর্ম্মবর্ত্তী ও তোমার বশতাপন্ন না হয়, তবে ঐ পোষ্যপুত্র সত্বে কি তদন্যথায় এক কি ততোধিক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবা। যাবৎ ঐ পুত্র কি পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবেক, তাবৎ তুমি অছি স্বরূপে বিষয় বিভবের কর্ত্তৃত্ব করিবা, কোন বিষয় ক্রিকি তছরূপ করিতে পারিবানা। আর তোমার জীবদ্দশাকালপর্য্যন্ত নিজ ব্যয় ও ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত তুমি মাসিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকার হিসাবে বাৎসরিক ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা আমার ইষ্টেট হইতে পাইবা। এই নিয়মে স্থির চিত্তে অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

এগ্রিমেণ্ট।

শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর মিত্র মহাশয়, পিতার নাম ৺ জন্মেজয় মিত্র মহাশয়, সাং চোরবাগান সহর কলিকাতা বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীগিরীশচন্দ্র দে, সাং চন্দননগর ডিভিজন ডিঃ হুগলি, এগ্রিমেণ্ট পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া শঙ্কর ঘোষের গলির মধ্যে ২৭ নং মহাশয়ের দোমহলা বাটী অন্দর বাহির ১৯ কামরা মায় বাগান ও পুষ্করিণী যে আছে, ঐ বাটী মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ভাড়া ধার্য্যে অদ্যকার তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে আমি মহাশয়ের স্থানে ভাড়া লইলাম। ঐ মেয়াদ মধ্যে উক্ত বাটী ত্যাগ করিবনা, যদি করি ঐ মেয়াদের যত দিন বাকী থাকিতে ত্যাগ করিব, তাহার ভাড়ার দায়ী হইব। মাসিক ভাড়ার টাকা যখন যাহা দিব

তাহার চেক্ দাখিলা লইব, বিনা দাখিলা কোন টাকা আদায়ের ওজর করিবনা। ঐ মেয়াদ মধ্যে বাটী বাগান মেরামত পক্ষে যে খরচ হইবেক তাহা আপনি করিবেন, যদি না করেন এবং আমার বসবাসের বিঘ্ন ও ব্যাঘাত হয়, তবে আমি নিজ খরচে রীতিমত মেরামত্ করিয়া লইব এবং ঐ টাকা ভাড়ার টাকা হইতে বাদ যাইবেক; তাহাতে আপনি কোন আপত্তি করিতে পারিবেননা। এতদর্থে বাটী ভাড়া লইয়া স্বেচ্ছানুসারে এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

চুক্তিনামা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়, পিতার নাম ৺শরদিন্দু বসু মহাশয়, সাং নন্দগ্রাম পং বুজরুক আহম্মদপুর ডিভিজন ডিঃ নোয়াখালি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকানাই মিস্ত্রি সাং বলাইপুর পং নিতাইনগর ডিভিজন ডিঃ নোয়াখালি—ইমারত গাথুনীর চুক্তি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—নন্দগ্রাম মোকামে মহাশয় যে বৈঠকখানা বাটী প্রস্তুত করিতেছেন, ঐ ইমারতের গাঁথুনী নীচে তালার বুনিয়াদ হইতে কাট খামল পর্য্যন্ত উর্দ্ধে ৯ হাত ভিতের প্রস্থ দেড় হাত্, ঐ পাকা গাঁথুনী ফি হাত ৵৴০ চোদ্দ আনার হিসাবে, এবং উপর তালা উর্দ্ধে ৮ হাত প্রস্থে ১৷০ সওয়া হাত ভিত, গাঁথুনীর দাম ফি হাত ৸০ বার আনার হিসাবে, আমি চুক্তি করিয়া লইলাম, ঐ হার্‌দ্দ চুক্তিমত মজুরী পাইব। তদ্ভিন্ন নীচে তালা ও উপর তালার কড়ি কাষ্ট বাঁধা ও বরগা ছাওয়া মায় কলম্ দেওয়া আমার ঐ কুরাণচুক্তির ভিতরে রহিল, তাহার আলাহিদা মজুরী চাহিব না, এবং ঐ কুরাণের অধিক দাবী করিবনা। মহাশয় কেবল নীচে ও উপর তালার ছাত্ ও মেজের খোয়া দেওয়াইয়া ছাত্ মেজে তৈয়ারী পক্ষে যে মজুরী লাগিবেক তাহা দিবেন, ছাত্ মেজে তৈয়ারীর সহিত কুরাণের কোন সংশ্রব নাই। চালা সুরখী ও সমান ভাগ মসল্লায় গাঁথুনী গাঁথিবার কালীন জল দিয়া উত্তম সিধা ও মজবুতরূপে গাঁথুনী করিব, যদি গাঁথুনী খস্‌খী কি টেড়া কি গরপছন্দ হয় তবে মহাশয়ের

আদেশমতে সেই স্থান ভাঙ্গিয়া পুনরায় ভাল করিয়া গাঁথিয়া দিব, তাহাতে কোন ওজর করিবনা। এই চুক্তি সম্বন্ধীয় কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহাশয়ের যে ক্ষতি হইবেক ঐ ক্ষতিপূরণ ও চুক্তিভঙ্গ জন্য আমার নামে নালিশ করিয়া ঐ ক্ষতি আদায় করিয়া লইবেন। এই নিয়মে কবুল করিয়া লইয়া চুক্তিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

অর্পণনামা।

লিখিতং শ্রীসুজনকুমার রায়, পিতার নাম ৺কীর্ত্তিনারায়ণ রায়, জাতি বৈদ্য সাং ভোগবাটী পরগনে চিত্তানন্দপুর ডিভিজন ডিঃ হুগলি—অর্পণ পত্রমিদং সন১২৯৪ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ নদীয়ার মোতালক পরগনে ভরতভূমের অন্তঃপাতী মৌজে গন্ধর্ব্বনগর মায় পটী শুক্তিডাঙ্গা ও কিসমত শ্রীমানবাটী একলপ্ত তিন মৌজা আমার খরিদা কালেক্টরী জমীদারী, যাহার হস্তবুদ সালিয়ানা মং ২১৭।৶০ টাকার মধ্যে কালেক্টরী সদর মালগুজারী মং ৫৬২।০ টাকা উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৫৩ নম্বরে আমার নামে তাহুত্ লেখা যায়, ঐ গন্ধর্ব্বনগর মায় পটী শুক্তিডাঙ্গা ও কিসমত শ্রীমানবাটীর রাইয়তী, খামার ও মাল সায়ের ও জলকর, ফলকর আদি আদ্যোপান্ত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন যাবতীয় দখোবস্ত হকুক আমি পুণ্যার্থে স্বীয় ইচ্ছাধীন আমার পৈতৃক দেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষীনারায়ণ ঠাকুরজীউকে সমর্পণ করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত মহলে আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন স্বত্ব সংশ্রব রহিলনা, শ্রীশ্রী৺জীউর স্বত্ব রহিল। উক্ত মহলে আমার নাম খারিজ হইয়া ৺জিউর নাম দাখিল হওয়া বিষয়ে কালেক্টরীতে দরখাস্ত দাখিল করিব। ৺জীউর সেবা কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত উক্ত ভোগবাটী গ্রামবাসী আমার পুরোহিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সেবায়েত নিযুক্ত করিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত মহলের উসুল তহসীল ও সদর মালগুজারী আদায়ের কার্য্য লোক নিয়োগের দ্বারা সমাধা করিয়া মুনাফার টাকা হইতে ৺

জীউর নিত্য ও নৈমিত্তিক ও যাত্রা মহোৎসবাদির খরচ আমার কৃত বরাওর্দ্দ অনুসারে ব্যয় করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার উত্তরাধিকারী প্রভৃতি কেহ কখন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেকনা। তবে যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ৺সেবার নির্ব্বাহ বন্ধ কি খেয়ানত হয়, কি সেবার ব্যাঘাৎ কি লাঘব হয়, তবে আমার জীবিতকালে আমি, ও তৎপরে আমার উত্তরাধিকারিগণ, কি বংশের মধ্যে কেহ, দেবত্রবিষয় রক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল আইন বর্ত্তমানে জারী আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার বিধানক্রমে ঐ তছরূপ ও খেয়ানত পক্ষে অত্র জেলার জজ সাহেবের হজুরে দরখাস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবর্ত্তে পুরোহিত বংশ মধ্যে যে ব্যক্তি অধ্যয়নশীল ও ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান হইবেন, তাঁহার প্রতি সেবায়েতী ভারার্পণের প্রার্থনা করিব ও করিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সেবা নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে তাঁহার জীবনাবধি তাঁহার দ্বারায় সেবা কার্য্য হইবেক, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারী মধ্যে যদি কেহ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক থাকেন, তেঁহ, নচেৎ তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ মধ্যে তদ্রূপের কেহ নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়মে উক্ত বিষয় দেবতাকে অর্পণ করিয়া সুস্থশরীরে স্থিরচিত্তে অর্পণ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন সদর। তারিখ।

ইসাদী।

পোষক পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, পিতার নাম ৺প্রভবেশ্বর বসু, জাতি কায়স্থ সাং রঙ্গপুর পং মিঠুবাটী ডিভিজন ডিঃ দিনাজপুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীগড়ুপতি সিংহ পিতার নাম ৺ পার্ব্বতীপতি সিংহ, ও শ্রীমধুমতী দাসী স্বামির নাম শ্রীযুক্ত যদুপতি সিংহ, সাকিম মনোহরপুর পং বাজীতনগর ডিভিজন ডিঃ হুগলি—পোষক প্রতিজ্ঞা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ বর্দ্ধমান সবডিভিজন কালনার মোতালক পরগনে আমীরগড়ের সামিল মৌজে শ্রীধরনগর, আমি যদুপতি সিংহের স্বোপার্জ্জিত ধনে ও আমি মধুমতী দাসির স্ত্রীধনে খরিদা পত্তনী

তালুক, যাহার মালগুজারী সালিয়ানা নং ১৬৩৸০ টাকা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধীরাজ বাহাদুরের সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ তালুক আমরা সন হালের গত ২৩ মাঘ তারিখে নং ৫৫০১৲ টাকা পণে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া রীতিমত বিক্রয় কোবালা লিখিত পঠিত করিয়া দিয়াছি। উক্ত মহল পুনঃ পুনঃ হাতফিরি ক্রমে খরিদ বিক্রয় হওয়ায় আপনি সন্দেহ করাতে আমরা উভয়ে এই পোষক প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, যদি আমাদিগের দ্বারা, অর্থাৎ বিক্রয়কারী, কি আমাদিগের দাতার দ্বারা, কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ, কি অন্যজনের আপত্তিক্রমে উত্তরকাল আমাদিগের খরিদের প্রতি কোন আপত্তি ঘটনায় মহাশয়ের খরিদের ব্যাঘাত বর্ত্তে, তবে উপরি উক্ত পণবাহার সমস্ত টাকা আমরা উভয়ে নিজ আদায়ে আদায় করিব, না করি মহাশয় আদালতে নালিশ করিয়া, আমাদিগের কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণের বনাম বেকোন স্থাবর অস্থাবর জায়দাদ ও জাত হইতে আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কোন ওজর আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে পোষক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৫এ ভাদ্র।

ইসাদী।

সালিশ নিষ্পত্তি পত্র।

মোকদ্দমা নং ১৯৫৪ সন ১৮৮৭ সাল।

শ্রীনৃত্যগোপাল চৌধুরী সাং নিত্যানন্দপুর——————বাদী।

শ্রীগৌরচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় ও

শ্রীকৃষ্ণধন গঙ্গোপাধ্যায় সাং চৈতন্যপুর——————প্রতিবাদিগণ।

সালিশ নিষ্পত্তি মোকদ্দমা মোবারক জিঃ হুগলি বৈঠক সালিশান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় ও শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সন ১৮৮৭। ৩০ অক্টোবর। বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল ২৮এ কার্ত্তিক।—

জেলা হুগলির দ্বিতীয় মোনসফী আদালতের বিগত ১১ই সেপ্টেম্বরে তারিখের একখণ্ড মোকাবিলায় যোগে ঐ আদালতের উক্ত নং মোকদ্দমা যাহাতে উক্ত বাদী উপরি উক্ত প্রতিবাদিদ্বয়ের নামে বাগান পুষ্করিণী বেদখল বাবুদ মং ৮১৫৲ টাকার দাবিতে ঐ আদালতে নালিশ করিয়াছেন, ঐ মোকদ্দমা উভয় পক্ষের প্রার্থনানুসারে সালিশীতে অর্পিত হইয়া অস্মদ সালিশগণের নিকট সমাগত হওয়ায়, উভয় পক্ষকে উপস্থিত থাকিয়া প্রমাণাদি দর্শাইবার কারণ ২৯সে সেপ্টেম্বর দিন ধার্য্য মতে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়। উক্ত ধার্য্যদিনে উভয়পক্ষের দলীলাদি ও সাক্ষির ইসমনবিশী দাখিল হওনানন্তর ৭ই নভেম্বর তারিখে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিনাবধারিত হয়। ঐ দিবস বাদির উকীল শ্রীযুত বাবু রাসবিহারী মল্লিক ও প্রতিবাদিগণের উকীল শ্রীযুত বাবু বিনোদ বিহারী মিত্রের মোকাবিলায় উভয় পক্ষের মানিত সাক্ষিগণের জবানবন্দী গৃহীত হইয়া দিবাবসান হয়। পর দিবস প্রথম বৈঠকে, উভয় পক্ষের সহিত মোকদ্দমা রফা নিষ্পত্ত হইবার কল্পনা থাকা উভয়ের উকীলগণ প্রকাশ করায়, তিন দিবস মধ্যে রফানামাদি দর্শাইবার অনুমতি করা যায়। অদ্য উভয়ের পক্ষ হইতে এক যোগে এক খণ্ড রফানামা যে দাখিল হইল তৎপাঠে প্রকাশ যে, বিরোধীয় চৌহদ্দীভুক্ত বাগিচার উত্তর সীমা ১৩৮১/০ বিঘা জমী যায় বৃক্ষাদি বাদির জমাই স্বত্বমতে উহার দখলে থাকা, এবং বাগিচার দক্ষিণ সীমাস্থিত কুমুদ পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ের এক সারি আম্র বৃক্ষ ১২টা সহ উক্ত পুষ্করিণী যায় দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাড়, অর্থাৎ ঐ বাগিচার দক্ষিণাংশের ৬৷৩/০ বিঘা জমী সমেত জলকর প্রতিবাদীগণের তালুকের খাস খামার সূত্রে প্রতিবাদিগণের দখলে থাকা ও উভয়ের নির্দিষ্ট সীমাদি চিহ্নিতরূপে পরস্পরে স্বত্বাধিকারী হওয়াদি মর্ম্মে রফা সূরত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির প্রার্থনা উভয় পক্ষ করিয়াছেন। সেমতে

আদেশ হইল।

যে উপরি উক্ত রফানামা সূরত মোকদ্দমা নিষ্পত্ত হইবার অভিপ্রায়ে সমাগত নথির সমস্ত কাগজাত জেলা হুগলির দ্বিতীয় মোনসফ রায়

বাহাদুরের সমীপে পুনঃ প্রেরণ করা যায়। ইতি।

সালিশানের দস্তখত।

সমাপ্ত।

এই পুস্তকে রাজকীয় আদালতাদি সংক্রান্ত লিপিকাদির কোন ফারম ও নিয়ম লিখিত হয় নাই। ইচ্ছা ছিল যে রাজকীয় সংক্রান্ত লিখন পঠনাদি, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এদেশে গুণের গৌরব নাথাকায় আমার সে উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে। সালিশ সংক্রান্ত মোকদ্দমা প্রায় পল্লিগ্রামের ভদ্রগণের নিকট সময়ে সময়ে অর্পিত হইয়া থাকে। ঐ নিষ্পত্তি কিরূপে লিখিতে হয় অনেকে জ্ঞাত নহেন বিধায় উপরি উক্ত সালিশ নিষ্পত্তির এক খণ্ড রোবকারি মাত্র

শব্দ—অর্থ

অন্দরে—মধ্যে।
অহি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, মেনেজর।
অছিয়ত্—ভারার্পণ।
অকুয়াত্—দুষ্কার্য্য সকল।
অজুহাত্—বর্ণনা পত্র।
আখিরী—শেষ, বৎসরের শেষ।
আখেরাজাত্—ব্যয়াদি।
আওলাত্ আকর—বৃক্ষাদি।
আমল—স্বীকার, অধিকার।
আমলনামা—অধিকার পত্র।
আমলা—কর্ম্মচারী।
আমদানী—আয়।
আম—সাধারণ।
আমানত—গচ্ছিত।
আসবাব্—বস্তু সমস্ত।
আঞ্জাম—নির্ব্বাহ, নিষ্পাদন।
আরজী—প্রার্থনা পত্র।
আমীন—কর্ম্মচারী বিশেষ, ক্ষেত্র মাপক।
আদালত্—বিচারালয়।
আদায়—দেওন, প্রাপণ।
আরাস্ত—শোভিত করণ।
আয়েন্দা—ভবিষ্যৎ।
ইমসন—বর্ত্তমান সন।
ইমারত্—ইষ্টকালয়।
ইরসাল—প্রেরণ, জমীদারের নিকট খাজানা প্রেরণ।

শব্দ—অর্থ

ইসম নবিসী—নামের লিষ্ট।
ইজারদার—যে ইজারা রাখে।
ইজারদারী—ইজারা সম্বন্ধীয় লভ্য।
ইসাদী—সাক্ষী।
ইস্তাহার—ঘোষনা পত্র।
একরার—প্রতিজ্ঞা।
এয়োজ—বিনিময়।
এজ্জেতাছার—সম্মান বিশিষ্ট।
এজমাল—অবিভক্ত।
এজহার—ব্যক্তকরণ, শপথ।
এব্‌নে—পুত্র।
এলাকা—সম্বন্ধ, বিষয়।
এল্লাকাত্—ব্যবধান সমূহ, বিষয় সকল।
এত্তেলা—বিজ্ঞাপন।
ওগয়রহ—ইত্যাদি।
ওজর—আপত্তি।
ওজেহ—হেতুবাদ।
ওলদে—পুত্র।
ওহাদা—পদ, ভারের কর্ম্ম।
ওয়াকিফ্—জ্ঞাত।
ওয়াদা—কাল, নিয়ম।
ওয়াপেস্—ফিরিয়া দেওয়া।
ওয়ারিসান—উত্তরাধিকারিগণ।
ওয়াসিলাত্—তুমার, খাজানা মোকাবিলা করণ।
কবজ—করপ্রাপ্ত নিদর্শন লিপি।

শব্দ—অর্থ

করার—প্রতিজ্ঞা, নিয়ম।

করার ওয়াকী—যথার্থ, প্রকৃতার্থ।

কবুল—স্বীকার।

কবুলতি—স্বীকৃত পত্র।

কারপরদাজ—কর্ম্মচারী।

কারকুন—জমিজমার হিসাব কারক কর্ম্মচারী।

কামাল—সম্পূর্ণ।

কাহিলী—শৈথিল্য।

কায়েম—স্থির, দৃঢ়।

কিস্তি—সময়ের নিয়ম।

কিস্তি বকিস্তি—পুনঃ পুনঃ নিয়ম।

কিসমত্—পটী, সামান্য গ্রাম।

কুল্লেহম—সামুদায়িক।

কেতা—খণ্ড।

কৈফিয়ত—অবস্থা, বিবরণ, হেতু দর্শান।

কোবালা—বিক্রয় পত্র।

ক্রোক—বদ্ধ, আটক।

ক্রোক সাঁজিয়াল—বদ্ধভূমি আদি বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তি।

খরিদ—ক্রয়।

খাস—অসাধারণ, বিশেষ।

খাস খামার—যে জমী প্রজা বিলি ভিন্ন পতিত থাকে।

খাজানা—কর, রাজস্ব।

শব্দ—অর্থ

খাজাঞ্চী—কোষাধ্যক্ষ।

খারিজ—চ্যুত, ত্যাগ।

খুঁট—মিল, ঐক্য।

খেয়ানত্—ক্ষতি।

খেরাজী—করভুক্ত, সকর।

খেলাপ—বিপরীত, বহির্ভূত।

খেসারত্—ক্ষতি।

গাফিলী—শৈথিল্য, অনবধান।

গুজরাত্—মারফত্, দ্বারা।

গের্দ্দ—সংগ্রহ।

গোলজার—সুশোভিত।

চালান—প্রেরণ, প্রেরণ লিপি।

চৌহদ্দী—চতুঃসীমা।

ছয়লাবী—জলপ্লাবন।

ছাড়—ত্যাগ পত্র।

ছানি—পুনঃ, দ্বিতীয়বার।

জওয়াব দিহি—উত্তর প্রদান, দায়।

জহরাত্—মণিময় আভরণ।

জমাবন্দী—ভূমির করাবধারণ।

জমীদারী—ভূমি সম্পত্তি, যে ভূমির কর গভর্ণমেণ্টে দিতে হয়।

জরিপ—ভূমির পরিমান নির্ণয়।

জরিমানা—অর্থদণ্ড।

জাত—সমূহ, শরীর।

জায়দাদ—স্থাবর অস্থাবর বিষয়।

জায়মশীন—স্থলাভিষিক্ত, কর্ম্মচারী।

শব্দ—অর্থ

জারী—প্রচার।

জানেব—পক্ষ।

জাবেতা—নিয়ম, দস্তুর।

জায়েজ—সিদ্ধ, সাব্যস্থ।

জিম্মা—ভারগ্রহণ, নিকটে রাখন।

জুমুল—সমষ্টী, একুন।

জওজে—পত্নী।

ডিহি—গ্রামাদির প্রধান গ্রাম।

ডিহিদার—গ্রাম্য মণ্ডল স্বরূপ কর্ম্মচারী।

তকরার—অনুবাদ, পুনরুক্তি।

তছরূপ—ক্ষতি, অপব্যয়।

তদ্‌বীর— উদ্যোগ, উপায়, চেষ্টা।

তন্‌কী—অনুসন্ধান।

তপসীল—ন্যায়।

তফ্‌রিক—বিভিন্ন।

তমস্থক—ঋণ গ্রহণ পত্র, খত্‌ পত্র।

তম্বি—অনুযোগ, তিরস্কার।

তরফ—পক্ষ, প্রধান গ্রাম।

তরতফাত্‌—ইতর বিশেষ।

তরদ্দুদ্‌—কৃষিকার্য্য, চেষ্টা।

তরতিব্‌—শৃঙ্খল, পর পর ক্রম।

তহবীল—জিম্মার টাকা।

তহসীল—করাদি সংগ্রহ করণ।

তহসীলদার—কর সংগ্রহ কারক।

তদারক্‌—তথ্য, সন্ধান।

তা—পর্য্যন্ত।

শব্দ—অর্থ

তায়দাদ—সংখ্যা, আদালত জানত দলিল বিশেষ।

তাকীদ—দ্রুত, শীঘ্র।

তাগাবী—যোত্রহীন প্রজাকে আবাদ জন্য যে ঋণ দেওয়া যায়।

তাবে—অধীন।

তামীল—সমাধা, সম্পাদন।

তাহুত্‌—সংখ্যা, কালেক্টরী জমীদারির নম্বর।

তুমার—উসুলী করের মোকাবিলা করণ।

তেজারত্‌—ব্যবসা, বাণিজ্য।

তৌজী—মহলাদির আদায়ের হিসাব।

দফ্‌তর—সেরেস্তা

দরোবস্ত—আদ্যোপান্ত।

দরমাহা—মাসিক বেতন।

দরপেশ—উত্থাপন, সমীপস্থ করণ।

দস্ত বদস্ত—হাতে হাতে।

দফাওয়ারী—ক্রমান্বয়, একাদিক্রমে।

দস্তাবেজ—দলীল, নিদর্শণ পত্র।

দরি—বর্ত্তমান সম্বন্ধীয়।

দাদ্‌ ছতদ্‌—দেওয়া লওয়া।

দাওয়া—দাবী।

দাখিল—দর্শান, দেওন।

দাখিলা—ভূমির কর সম্বন্ধীয় রসীদ।

দায়ের—উপস্থিত।

দোরস্ত—সঠীক।

শব্দ—অর্থ

দোরস্তী—যথার্থ।
দোয়াজদাহাহী—সাম্বৎসরিক।
নাতান্—অসঙ্গতি সম্পন্ন।
নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য।
নামা—পত্র।
নিকাস—ভারের কর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া, শেষ হওয়া।
নিকাসী—নিকাস সম্বন্ধীয়।
নিসা—দায় গ্রহণ, দায়ী হওন।
নিশানী—চিহ্ন।
নিরিখ—ভূমির বিবিধ কর।
নেয়াবতী—নায়েবী।
পণবাহা—পণাপণ।
পয়মায়েশ—মাপ।
পয়স্তি—নদী ভরাটী।
পত্তনীদার—যে ব্যক্তি পত্তনী রাখে।
পেশ—সমীপস্থ করণ।
পেস্কার—প্রধান কর্ম্মচারির নিম্ন পদ।
পোশীদা—গোপন।
প্রতিবাদী—যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা যায়।
ফারগ্ খত—মুক্ত পত্র, ফারখত।
ফাজিল—আয়াধিক্য ব্যয় অঙ্ক।
ফারখতী—অব্যাহতি।
ফি—প্রত্যেক, প্রতি।
ফিরিস্তি—কাগজাদির লিষ্ট।

শব্দ—অর্থ

ফেরারী—পলাতকা।
ফেরেব—কৃত্রিম, তঞ্চক।
ফোক্ত—বিক্রয়।
ফৌতী—মৃত প্রজা সম্বন্ধীয়।
বকলম—একের হস্তাক্ষরে অন্যের নাম লিখন।
বখরা—ভাগ, অংশ।
বদস্তর—অনুযায়ী, অনুরূপ।
বয়নামা—বিক্রয় পত্র।
বজায়—স্থিরতর।
বরাওর্দ—বন্দান, নিয়ম।
বলুগিয়ত্—বয়ঃপ্রাপ্ত।
বকেয়া—বাকী খাজানা।
বন্দোবস্ত—নিয়ম নির্দ্ধারণ, ব্যবস্থা করণ।
বাদী—যে নালিশ করে।
বাব্ সবব্—ন্যায্য কর ভিন্ন প্রাপ্য।
বাবত্, বাবুদ—প্রসঙ্গ, সম্বন্ধ।
বাসন্দ—থাকুন।
বাহাল—নিযুক্ত, স্থিরতর।
বাতিল—মিথ্যা।
বাসিন্দা—বাস কারক।
বাফিয়ত্—নিরাপদ।
বাজে জমী—নিষ্কর ভূমি।
বাজেয়াপ্ত—লঙ্ঘন, মজুরা না দেওন।
বায়া—বিক্রয় কারী।
বিমর্জ্জিম—অনুসার।

শব্দ—অর্থ

বে—বহির্ভূত, ব্যতীত।

বেলকুল—সমুদায়।

বেলমোক্তা—সর্ব্বসাকল্য।

বেনাম—অন্যনাম, গুপ্তনাম।

বেন্‌তে—কন্যা।

মজকুর—উক্ত, উল্লিখিত।

মওয়াজী—ভূমির অঙ্কর পূর্ব্ব ব্যবহার্য্য সংজ্ঞা।

মফস্বল—গ্রামাদি পল্লি স্থান, গোপন, হিসাবের তপসীল।

মবলগ—টাকার পরিমাণ, টাকার অঙ্কের পূর্ব্ব ব্যবহার্য্য সংজ্ঞা।

মবলগবন্দী—মোট অঙ্কের অক্ষরী করণ।

মহকুমা—সামান্য কাছারী।

মনাসিব—উচিত, ন্যায্য।

মহাফেজ—কাগজাদি রক্ষক কর্ম্মচারী।

মজুরা—প্রাপন, মিনাহ পাওন।

মাতব্বর—প্রধান, বিশ্বাসী।

মায়—সহিত, সহ।

মাল—সকর ভূমি।

মাফিক—অনুযায়ী, মত।

মালগুজারী—রাজকর, রাজস্ব।

মালগুজারদারান্—করপ্রদগণ।

মাল জামিন—বস্তু বদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রতিভূ।

শব্দ—অর্থ

মাস্কাবার—মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব, মাস সমাপন।

মাহালাত্—মহল সকল, গ্রাম সকল।

মালিক—স্বত্বাধিকারী, কর্ত্তা।

মালিকানা—কমিশন বিশেষ।

মামুল—চিরনিয়ম, ভোগ্য।

মালুম—জ্ঞাপন, জ্ঞানা।

মামেলা—মোকদ্দমা, অভিযোগ।

মিছিল—নথী।

মিনাহ—কর্ত্তন, বাদ দেওন।

মুনশী—লিপি লেখক কর্ম্মচারী।

মুনাফা—লভ্য।

মুসমা—মিনাহ, মজুরা।

মেরামত্—জীর্ণ সংস্কার।

মেয়াদী—নিয়ম কালীক।

মোকরর—নিয়োগ, নিযুক্ত।

মোকররী—চিরস্থ, স্থিরতর।

মোছল্লম—সমগ্র, সামুদায়িক।

মোকাবিলা—ঐক্য করণ, সম্মুখ।

মোতাবেক—অনুযায়ী।

মোতালক—সীমা, অন্তর্গত।

মোদ্দত—নিয়ম কাল।

মোজাহেম—আপত্তি।

মৌজা—গ্রাম।

মৌরূস—পূর্ব্ব পুরুষ।

মৌরূসী—চির স্বত্ব বিশিষ্ট।

রকবা—রকম, অংশ।

শব্দ—অর্থ

রকম—প্রকার, অংশের পরিমাণ।

রগ্‌বত্—ইচ্ছা।

রদ—রহিত, স্থগিত।

রসদ—রাজ সৈন্যের ভক্ষণার্থ দ্রব্যাদি।

রসীদ—প্রাপ্ত লিপি।

রাজী—সম্মত।

রাইয়তী—প্রজাই।

রাস্তী—অবক্রতা, সারল্য।

রুজু—লিপ্ত, উত্থাপন।

রোকসতী—বিদায় সম্বন্ধীয়।

রোজ—দিন।

রোবকারী—আদেশ পত্র।

লক্ত—যুক্ত, সংলগ্ন।

লওয়াজিমা—জমীদারী সম্বন্ধীয় কাগজ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ।

লাট—গ্রাম সমূহসূচক সংজ্ঞা।

লাখেরাজ—নিষ্কর।

শিকস্তি—নদীকূলের ভগ্নতা।

শুরু—আরম্ভ।

ষষমাহী—ষাণ্মাসিক।

সদর—প্রধান, উচ্চ, সম্মুখ।

সওদা—ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্য।

সর্নন্দ—ভূম্যাদি সম্পত্তি বা বিষয় কার্য্য প্রদান সম্বন্ধীয় লিপি।

সবব—হেতু।

শব্দ—অর্থ

সরকার—সংসার।

সরবরাহ—নির্ব্বাহ, চালান।

সরবরাহকার—নির্ব্বাহ কর্ত্তা।

সরহদ্দ—সীমা।

সরাসরী—স্বত্ব সাব্যস্ত ভিন্ন মোকদ্দমা।

সফিনা—সাক্ষী তলবের হুকুমনামা।

সরিক—অংশী।

সমেত—সহিত।

সাজশ—ষড়যন্ত্র।

সালতামামী—সাম্বৎসরিক, বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাদী সেলামী—বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রণামী।

সামিল—সহযোগ।

সালিয়ানা—সাম্বৎসরিক, বার্ষিক।

সাবেক—পূর্ব্ব।

সায়ের—ভূমির নিকর কর ভিন্ন জলকর ফলকর ইত্যাদি।

সিজিল—শৃঙ্খলা বদ্ধ।

সুরত—অনুসার।

সেওয়ায়—ব্যতীত।

সেরেস্তা—কাছারী, দপ্তরখানা।

সেহা—প্রাপ্ত করাদি সম্বন্ধীয় হিসাব।

হকদার—প্রকৃত অধিকারী।

শব্দ—অর্থ

হক্কিয়ত—স্বত্ব, স্বত্বসূ্বাব্যস্তর নালিশ।

হরবিক্‌—নানা প্রকারের জমী।

হরজ—বিঘ্ন, ক্ষতি।

হরকত্—ব্যাঘাত।

হকুক—স্থাবর বিষয়।

হা—সমূহ।

হাকীম—বিচারপতি।

হাজির—উপস্থিত।

হাজির জামিন—উপস্থিত করণক প্রতিভূ।

হাওয়ালা—অর্পণ, দেওন, চির স্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি।

হার—দর, নিয়ম।

শব্দ—অর্থ

হাল—বর্ত্তমান অবস্থা।

হালশানা—স্মাতশীল সংক্রান্ত গ্রামের চাকর।

হামরাও—অনুগামী, সঙ্গী।

হাবিলী—প্রাসাদ, বাটী ঘর।

হাসিল—উর্ব্বরা, সমাধা, প্রাপ্তি, লভ্য।

হিস্যা—অংশ।

হুকুমনামা—অনুজ্ঞা পত্র।

হেফাজত্—সাবধান, রক্ষাকরণ

হেবা—দান।

হোশিয়ারী—দক্ষতা, অপ্রমাদশীলতা।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৪	নিনুক্ত	নিযুক্ত
১৭	৮	কেত	কেতা
৫৭	৯	তাহারা	তাহার
২০	১৩	ফিকিস্তি	ফিরিস্তি
৩৫	১৭	জামিনতি	জামিনী
৪৬	১০	মাঠের	মাঠে
৪৮	৭	বন্দ্যেপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৯	৯	(কায়স্থ শব্দের পর)	সাং বালি হইবেক
৬৪	১৩	মবালগে	মবলগে
৬৭	২৬	কুহুম	হুকুম
৭৩	২৮	(আপনি করিবেন এই শব্দের পর বসিবে)	(পথকর ও পবলিক কর দস্তর মত দিবেন)
৭৮	১১	ভাঙ্গাপাড়া	ডাঙ্গাপাড়া
৮৭	১৬	॥/৬॥=	।/৬॥=
৯৭	১	জমীদারের	জমীদার অমুক মহাশয়ের
৯৯	২৬	অমম্ম	আমার
১০১	[illegible]	তসবন্ধীয়	তৎসম্বন্ধীয়
১০৯	৪	হরনাথ	নয়ন সুখ
১১৭	৯	মোকদ্দমার	মোকদ্দমায়
১২৪	১	জায়নশীন্‌নমা	জায়নশীন্‌নামা
১৩০	১৭	দেবহাটী	দেববাটী
১৩১	২৫	আরেছ	আছে
১৩১	২৫	অন্দ	অন্দর
১৩৩	২৫	পরিশোর্থধার্থে	পরিশোধার্থে
১৩৬	৩	তত্তাবরতে	তত্তাবতের
১৩৭	১৫	ভিতের	ভিত্
১৪০	৩	মাঘ	জৈষ্ঠ

H. C. Dutt & Co., Printers and Publishers, CALCUTTA.

নির্ঘণ্ট পত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়- — পৃষ্ঠা

PREFACE TO THE FIRST EDITION.

Poems, Histories, Dramas and various other works of a literary kind are being produced and published every day for the education of school-boys in this country. But our boys, though well-taught in the language of the country, are mostly devoid of all knowledge of business, and are ill-qualified for any thing except the earning of a livelihood from a few of the humbler occupations. They can not even understand the expressions used in business, while numerous men of inferior education, on account of some knowledge of business, succeed in acquiring considerable wealth. This is much to be regretted. On account of this, I was induced to take great deal of pains for the preparation of this work, and I have been assisted in the preparation by my brother Rai Hara Narayan Sen, with labor and advice. The publication of this book is owing mainly to the encouragements given by Babu Sripati Mukherji, Deputy Inspector of schools at Santipore, and by Babu Bhoodeb Mukherji, Additional Inspector of Schools, and also to a desire to carry out the views of H. Woodrow Esqr. M. A., the learned Inspector of Schools of the Central Division, Bengal.

This book will not only help the learning of business, but it will, in all probability, impart a knowledge of the various forms of business-transactions, and it may not only do good to school-boys, but men of business generally, including the zemindars, the Talukdars and their officers, the Money-lenders, the Vakils, and the Mooktears will be able to derive benefit from it. Most people are not aware of all the different forms and methods in use and are not able to prepare one for themselves. This causes great impediment to work and renders necessary the seeking of another's help and the incurring of trouble and expense. Even competent men incur much loss of time in drawing up from memory the necessary terms of a particular instrument.

There are many Persian words which we often use in the transaction of business. These have not been rejected in the present compilation. A replacement of them may cause alteration in the original ideas and the real signification, and above all it is not possible to transact business without knowing the meanings of all extant expressions. To help in understanding these words, their meanings in Bengali have been given at the end of this book.

It may be said of all kinds of *"forms,"* that when the terms of an instrument are prepared for a real transaction in hand they are better done, than when prepared for a theoritical purpose. Should any defect be found in any of the matters dealt with in this book, it is hoped that gentlemen well-versed in the practice of business will overlook it.

SOMRAH, The 7th June, 1863. — Kali Praasanna Sen Gupta.

PREFACE TO THE SECOND EDITION.

The forms and style which were in use at the time of the publication of the first edition, having changed in many ways they have been corrected and adapted to the practice of the present day. Many new forms have been added and a large number of Persian words have been eliminated. Only such of the Persian words have been retained as are deeply rooted and are in full use in the language of the day, and as are incapable of a modification, or if modified, incapablo of being easily understood.

A large number of school-boys are now passing the public examinations every year, and unless some of them are given a training in Zemindari, Banking or other business there will be little room for such a large number to earn their livelihood solely in the offices of Government.

It is a matter of regret that the learned gentlemen who at present select text-books for the schools have not thought it fit to consider how far a book of this kind would be useful in the learning of the Zemindari, Banking and other business. A representation of this grievance can only be made before these gentlemen.

I annex to this book copy of a letter addressed to me by the late H. Woodrow Esqr M. A, Director of Public Instruction, Bengal, (quandum Inspector of schools,) upon the introduction of this book into the schools. On a reference thereto, it is hoped, that the committee for selection of text-books will take a favorable view of the usefulness of this book.

In conclusion I have much pleasure to add, that my son Babu Sakti Prasanna Sen, has rendered valualable assistance in the compilation of the present edition.

SOMRAH, The 17th December, 1887. — The Author

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষার্থ কাব্যেতিহাস নাটক প্রভৃতি নানাবিধ সুসাধু ভাষার পুস্তকাদি দিন দিন পরিরচিত ও প্রচলিত হওয়াতে ছাত্রবর্গ দেশীয় ভাষায় সুনিপুণ হইয়াও প্রায় অনেকে বৈষয়িক বোধ শূন্য, এবং সামান্য উপলক্ষাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ভিন্ন বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ নহেন, এমত কি, বোধ হয় যে, তাঁহারা উক্ত প্রসঙ্গের কোন বাক্যবোধেও পারগ হয়েননা, অথচ অগণ্য সামান্য ব্যক্তিগণকে বিষয় কর্ম্মে পারদর্শিতামতে বিপুল অর্থোপার্জ্জনে সুদক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এ অতিমাত্র আক্ষেপের বিষয়। এতন্নিমিত্ত এই পুস্তক বহু আযাসে এবং মৎসহোদর শ্রীমান রায় হরনারায়ণ সেন ভায়ার যত্ন ও সাচিব্য সহযোগে প্রণীত হইয়া, শান্তিপুরের ডিপুটী ইন্স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এবং স্কুল সমূহের এডিশনল ইন্স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের উৎসাহে, বাঙ্গালা মধ্য বিভাগের ইন্স্পেক্টর মহামতি শ্রীযুত এইচ্ উড্রো এম্ এ সাহেবের তুষ্টিসাধনার্থ, প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তক যে শুদ্ধ বৈষয়িক কার্য্য শিক্ষার্থ ফলোপযোগী হইবেক ইহা নহে, এতদ্বারা অশেষ বৈষয়িক রীতি নীতির বোধোদয় হইবার সম্ভাবনা, এবং ইহা যে কেবল শিক্ষার্থী ছাত্রগণের হিতজনক এমত নহে, জমীদার তালুকদার ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারী এবং মহাজনগণ ও উকীল মোক্তার প্রভৃতি সকল বিষয়িলোকেরই উপকারক হইতে পারিবেক, যেহেতু এতদ্বিষয়ক ধারা প্রণালী অনেকেই অজ্ঞাত এবং স্বয়ং প্রস্তুত করণে অশক্ত, তৎপ্রযুক্ত কার্য্যকালে কার্য্যের হানি, বিশেষ অন্যের উপাসনার অধীন ও ব্যয় কষ্টের অনুগামী হইতে হয়। সক্ষম ব্যক্তিবর্গসম্বন্ধে লিপি বিশেষের সামুদায়িক প্রয়োজনীয় প্রতিজ্ঞাদি স্মরণ করিয়া লিখিতে সমধিক সময় নষ্টের সম্ভাবনা।

এই পুস্তকে অনেকানেক পারস্য শব্দ, যাহা বৈষয়িক ব্যবহারে প্রবল প্রচলিত আছে, পরিত্যক্ত হইল না। পরিত্যাগ করিলে ভত্তাবৎ

শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতার্থের ভাবান্তর হয়, বিশেষতঃ ঐ সমস্ত চলিত শব্দ জ্ঞাত না হইলে কর্ম্ম নির্ব্বাহ পায়না। ঐ শব্দসমূহের অর্থ জানিবার নিমিত্ত পুস্তকের শেষ ভাগে ভাষা অর্থ লিখিত হইল।

সর্ব্বত্র সকল লিপিকাদি সম্বন্ধে কার্য্য উপস্থিত কালীন অনুবাদ ক্রমে যেমত প্রতিজ্ঞাদির উদয় হয়, উদ্দেশ্য কল্পনায় তেমত হয়না। অতএব এই পুস্তকের কোন প্রসঙ্গে কোন ত্রুটী বা দোষ দৃষ্ট হইলে বৈষয়িক ব্যবহারজ্ঞ মহাশয়েরা তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

সোমড়া।
২৭ জ্যৈষ্ঠ,
শঃ ১৭৮৫।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ইত্যগ্রে এই পুস্তক যৎকালীন প্রচারিত হয় তৎকালের রীতি নীতি অধুনা অনেক পরিবর্ত্তন হওয়ায়, বর্ত্তমান ধারা প্রণালীক্রমে তত্তাবৎ সংশোধিত ও অনেকানেক নূতন লিপিকাদি সংযোজিত এবং অনেকানেক পারস্য শব্দ পরিবর্জ্জিত হইল। তবে যে সমস্ত পারস্য শব্দ একালপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়ভাষার সহিত সংলিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবহৃত, ও যাহার রূপান্তর হয়না এবং রূপান্তর করিলে বোধের ব্যাঘাত হয়, তাহাই রক্ষিত হইল।

ইদানিন্তন নিয়ত প্রতিসন প্রচুর পরিমাণে যে সকল ইংরাজী স্কুল বালকগণ পরিক্ষোত্তীর্ণ হইতেছেন, জমিদারী মহাজনী আদি বৈষয়িক কর্ম্মকার্য্য শিক্ষা ভিন্ন কেবল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল অগণ্য বালকগণের জীবিকা নির্ব্বাহের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

আক্ষেপের বিষয় যে, এই পুস্তক জমিদারী ও মহাজনী আদি বৈষয়িক কার্য্য শিক্ষা পক্ষে যে কতদুর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে

বর্ত্তমান স্কুল পুস্তক নির্ব্বাচন কর্ত্তা মহোদয়গণ কিছুই বিবেচনা ও প্রণি-ধান করেননা। তাঁহাদিগের সমীপে ভিন্ন সে আদ্দাশের স্থানাভাব।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মৃত মহাত্মা এইচ্ উড্রো এম্ এ সাহেব এই পুস্তক স্কুল ব্যবহার প্রসঙ্গে ইনেস্পেক্টর পদস্থ থাকা কালে অস্মদকে যে পত্র লিখেন তাহা অত্র সহ মুদ্রিত হইল। ভরসা করি যে তদৃষ্টে বর্ত্তমান ইনেস্পেক্টর মহোদয়গণ অবশ্যই ইহার স্কুল উপযোগীতার বিষয় স্বীকার করিবেন।

উপসংহারে আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে আমার পুত্র শ্রীমান শক্তিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সোমড়া
৩রা পৌষ। ১২৯৪ সাল। } গ্রন্থকারস্য।

বৈষয়িক ব্যবহার।

অর্থাৎ।

বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজনীয় বিবিধ লিপিকাবলী।

সাধারণ স্কুল ব্যবহারার্থ এবং বিষয়ী ব্যক্তিবর্গের হিতার্থে।

শ্রীরায় কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত

প্রণীত।

এইচ, সি, দত্ত কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
৮০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮০৯

No. 1029

From

The Inspector of Schools, Central Division.

To

Rai Kali Prasanna Sen.

Dated, Fort William, the 11th August, 1863.

Sir,

With reference to your letter dated the 9th instant, I have the honor to state that I have no funds to purchase more copies of your "Boishaika Byabahara," but that when the book is introduced into the schools the boys themselves will purchase it.

I have &c.
(s. d) H. Woodrow
Inspector of Schools.

No. 13

From

H. L. Harrison Esqr.

Offg. Inspector of Schools, South-West Division.

To

Rai Kali Prasanna Sen.

Dated Midnapore, the 5th May, 1864.

Sir,

I have looked into your "Boishaika Byabahara" and consider it a very useful work. I shall do my best to promote its circulation in this division.

I have &c.
(s. d) H. L. Harrison.
Offg. Inspector of Schools, South-West Division.

No. 140

From

The Additional Inspector of Schools.

To

Rai Kali Prasanna Sen.

Dated Hooghly, the 30th July, 1863

Sir,

I beg to acknowledge with thanks your present of a

copy of your work entitled "Boishaika Byabahara." I have little doubt that your book will prove extremely useful to the general reader.

I have &c.,
(s. d) Bhoodeb Mukherji
Additional Inspector of Schools.